চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 55 Wednesday, 24 January, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৫৫ সংখ্যা ❋ ৯ মাঘ, ১৪৩০, বুধবার, ২৪ জানুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

তিন দিনের সফরে কলকাতায় এলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। সোমবার রাতে অযোধ্যা থেকে কলকাতায় আসেন তিনি। ...বিস্তারিত পাতা ৩

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ হাওড়ার চাঁদমারি ঘাট সংলগ্ন গঙ্গা পাড় এলাকার নয়টি বে-আইনি হোটেল স্থানান্তরের নোটিশ দিয়েছিল যোল বছর আগে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ফের বন্দুকবাজের হামলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এবার শিকাগো শহরের তিন জায়গায় কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বন্দুকবাজের গুলিতে মোট ৮ জনের মৃত্যু হল। ...বিস্তারিত পাতা ৬

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন নোভাক জকোভিচ। হারিয়ে দিলেন টেলর ফ্রিজকে। মেয়েদের সেমিফাইনালে উঠেছেন কোকো গফ। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'আমি লজ্জিত, আমি ক্ষমাপ্রার্থী'

নেতাজির ১২৮তম জন্মজয়ন্তীতে বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে বক্তব্য রাখলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি নেতাজির জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ''নেতাজি প্ল্যানিং কমিশন তৈরি করেছিলেন কিন্তু দেশের কী দুর্ভাগ্য! যে মানুষটা দেশের জন্য লড়াই করতে গিয়ে, দেশকে দিশা দেখাতে গিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেলেন তা আমরা জানলাম না। জন্মদিনটা জানলেও তাঁর মৃত্যুদিনটা জানি না। চির অমাবস্যার ঘোরতর অন্ধকারে লুক্কায়িত আছে। আমাদের সরকার আসার পরে ৬৪টা ফাইল আমাদের কাছে ছিল। আমরা সেটা পাবলিক ডোমেনে নিয়ে এসেছিলাম। বিজেপি আসার আগে বলেছিল আমরা সব রহস্য সামনে আনব। কিন্তু পরে সব ভুলে যায়।'' মমতা বলেন, ''নেতাজির নামে পোর্ট আর ডকের নাম ছিল। কিন্তু সেটাও বদলে ফেলা হয়েছে। প্ল্যানিং কমিশন তুলে দিয়েছে। আজকে নেতাজির মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বলতে ইচ্ছা করে আর তো নেতাজির মতো নেতা জন্মাল না। আর একজন নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, বিবেকানন্দ জন্মাবে না। জয়হিন্দ চিরস্থায়ী। ইন্ডিয়ান আর্মি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।'' মমতা আরও বলেন, ''নেতাজির জন্মদিনকে আমি জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করতে পারেনি। এখানে পলিটিকাল ব্যাপারে ছুটি হয়ে যায়। জয় হিন্দ চিরকাল বেঁচে থাকবে। নেতাজি হারিয়ে গেলেন। ফিরে পেলাম না। আমরা আজও জানি না তিনি চলে যাওয়ার পরে তাঁর কী দশা হল। তার উপর কী অত্যাচার হল। মাঝে কেউ কেউ বলছিল আমরা ছাই পাঠাব। আমি বলেছিলাম ছাই নেব না, জীবন্ত নেতাজিকে চাই। আমরা ছাই চাই না, ছাই দিয়ে আগুন চাপা যায় না। প্রত্যেকের একটা সেন্টিমেন্ট আছে। নেতাজি জাতির

সেন্টিমেন্ট। তাই আজকে এই শুভ জন্মদিনে বার বার বলি, ফিরে আসুক বার বার..জানি না ভালো আছেন কি না...আশীর্বাদ করুন আমরা যেন আপনার পথে চলতে পারি। আমি বিশ বছর ধরে চেষ্টা করেও তাঁর জন্মদিনটা জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করতে পারি নি। আমি ক্ষমাপ্রার্থী, আমি লজ্জিত।''

মঙ্গলবার নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ১২৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে রেড রোডে নেতাজি মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে এসে মমতা আরও বলেন, ''নেতাজী দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে যা বলে গিয়েছিলেন, তা মানলে ভারতবর্ষ আরও বড় দেশ, উন্নত দেশ হিসাবে বিশ্ববিশ্রুত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। আমাদের আফসোস, আজও নেতাজির মতো এক জন নেতা জন্মাল না দেশে।'' মমতার মতে দেশের নেতা তিনিই হবেন, যিনি সব ধর্মের মানুষকে পাশে নিয়ে চলবেন। তাঁর কথায়, ''দেশের নেতা তিনিই, যাঁর এক পাশে থাকে হিন্দু, এক পাশে মুসলমান, এক পাশে থাকে খ্রিস্টান, অন্য পাশে শিখ, জৈন, বৌদ্ধ।'' ঘটনাচক্রে, সোমবারই মমতা সকল ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংহতি মিছিল করেছেন কলকাতায়। হাজরা থেকে পার্ক সার্কাস- দলীয় কর্মী, সমর্থক, নেতানেত্রীদের নিয়ে সেই সংহতি মিছিলের পুরোভাগে মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই দেখা গিয়েছে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান- নানান ধর্মের প্রতিনিধিদের। অন্য দিকে, সোমবার অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে তিনি রামলালার মূর্তিতে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠার' পুজো করেন। সেই প্রেক্ষিতে মমতার পরের মন্তব্য, ''ওরা বিভাজনের পরিকল্পনা করে। হিংসার রাজনীতির পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা করে ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদের আর পরিকল্পনা করে ভেদাভেদের মাধ্যমে শাসনের!'' আসলে মমতা বুঝিয়েছেন, দেশের শাসকদল এবং তাঁদের নেতারা সব ধর্মকে সঙ্গে নিয়ে চলেন না। যা মমতার মতে, একজন আদর্শ দেশনেতার গুণ হওয়া উচিত। সম্প্রতিই ধর্মাচরণ নিয়ে মোদিকে আক্রমণ করেছিলেন মমতা। রামমন্দিরে মোদির পুজো প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ''প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা আমাদের (নেতা বা রাজনীতিকদের) কাজ নয়। তার জন্য আলাদা লোক আছে।'' মমতা এ-ও বলেছিলেন, ''নিজের ধর্ম আমি বাড়িতে পালন করি। বাড়িতেই রেখে আসি।'' তবে সোমবার দেশের নেতার সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মমতা যেমন ধর্মকে টেনেছেন, তেমনই নেতাজিকে নিয়ে দেওয়া মোদির প্রতিশ্রুতিরও সমালোচনা করেছেন।

সরকারি কর্মীদের কিছু হলে বাংলায় আগুন জ্বলবে শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ দাবি বকেয়া ডিএ। তাই এবার রাজ্যের উপর চাপ বাড়াতে ফের বড় কর্মসূচির ডাক দিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের। অনশনে বসেছেন সরকারি কর্মচারীরা। প্রায় ৭২ ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে এখনও বকেয়া ডিএ-র দাবিতে আন্দোলন করছেন। মঙ্গলবার সকালবেলা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ধর্নামঞ্চে পৌঁছে গিয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেছেন, প্রয়োজনে ডিএ আন্দোলনকারীরা নবান্ন অভিযান ডাকলে তাঁদের সঙ্গে থাকবেন তিনি। তাঁর এও দাবি, সরকারি কর্মচারীদের পাশে পাবেন না বলেই ডিএ বন্ধ করেছে রাজ্য সরকার। এ দিন বিরোধী দলনেতা বলেন, ''এই সরকারি কর্মচারীরা দেখেছেন আবাস যোজনায় ঘর না দিয়ে তৃণমূলের নেতা নিজের গোয়াল ঘর দেখিয়ে বাড়ি নিয়ে নিয়েছেন। এই সরকারি কর্মচারীরা দেখেছেন

শৌচালয়ের টাকা গরিব মানুষকে না দিয়ে, হাজার হাজার টাকা তৃণমূল নেতারা নিজেদের পকেটে ঢুকিয়েছেন। এই সরকারি কর্মচারীরা দেখেছেন চুরি, এই সরকারি কর্মচারীরা দেখেছেন স্থায়ী ৬ লক্ষ পোস্ট অবলুপ্ত করছে সরকার। অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করছেন চার হাজার থেকে বারো হাজার।'' শুভেন্দু অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল নেতারা বেকার ভাতার নামে কীভাবে ধাপ্পাবাজি করছেন। নিয়োগ পরীক্ষার কারতচুপি হয়েছে। তিনি বলেন, ''পিএসসি-র কর্মচারীরা আমায় তথ্য দেন। এমনকী বামপন্থী কর্মচারীরা আমায় জানিয়েছেন, মিড-ডে মিলের টাকা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি অনুষ্ঠানে কম্বল বিতরণ করেছেন।'' বিরোধী দলনেতার দাবি, এই সবের জন্য মুখ্যমন্ত্রী আতঙ্কিত। এই সকল সরকারি কর্মচারীদের তিনি তাঁর পক্ষে পাবেন না আগেই বুঝে গিয়েছেন। তাই এদের ডিএ আটকে আছে। শুভেন্দু হুমকি দিয়েছেন, রাজ্য সরাকারি কর্মচারীদের যদি কিছু হয়, বাংলায় আগুন জ্বলবে। তিনি বলেন, ''ভাস্করবাবুকে বলছি ডাকুন নবান্ন অভিযান। আমি আপনাকে বলছি সঙ্গে থাকব।'' অপরদিকে, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, গভীর কোনও চক্রান্তের ইঙ্গত বাংলার বুকে। কোনও একটা গণ্ডগোল করার তালে রয়েছে বিরোধীরা।

জেনে বুঝে বোসকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে, বললেন বোস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নেতাজির নাম। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের 'বোস' পদবি এসেছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পদবি থেকেই। নেতাজির সঙ্গে তাঁর নামের পদবির সেই যোগ নিয়ে, গর্বিত রাজ্যপাল বোস। মঙ্গলবার নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে রাজভবনে বক্তব্য রাখার সময় এক বড় ঘোষণা করলেন তিনি। রাজভবনের পোর্টিকোর নাম রাখলেন নেতাজির নামে। এখন থেকে এটির নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পোর্টিকো। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নেতাজিকে 'ন্যাশনাল হিরো' হিসেবে তুলে ধরেছিলেন, সে কথাও বললেন রাজ্যপাল বোস। কিন্তু যে নেতাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য এত কিছু করেছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইতিহাসের পাতায় তাঁকে ঠিকঠাক জায়গা দেওয়া হয়নি বলেও আক্ষেপ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। আজ রাজভবনে নেতাজির ছবিতে মাল্যদান করে রাজ্যপাল কড়া ভাষায় প্রশ্ন করলেন, 'নেতাজীর স্মৃতিতে কী করা হয়েছে?' এরপর নিজেই বললেন, ''দায়িত্বশীল রাজ্যপাল হিসেবে আমি বলছি, জেনে বুঝে নেতাজিকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বলেছিলেন, ইতিহাসে নেতাজিকে সঠিক জায়গা দেওয়া হয়নি, ইতিহাসে তাঁকে সঠিক জায়গা দিতে হবে। এটা প্রত্যেক ভারতীয় দায়িত্ব যাতে নেতাজি তাঁর সঠিক পরিচয় পান ইতিহাসে।'' এদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিতে বক্তব্য রাখার সময় রাজ্যপাল বোস জানালেন, রাজভবনের তরফে একটি গবেষক দল তৈরি করা হবে। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি গ্রন্থাগারকে নিয়ে এই গবেষক দল গঠন হবে। যাদের কাজ থাকবে নেতাজিকে নিয়ে গবেষণা করা। ইতিহাসের পাতায় যাতে নেতাজিকে সঠিক জায়গা দেওয়া যায়, সে জন্য নেতাজি প্রসঙ্গ বার্ষিক বক্তৃতাসভারও আয়োজন করা হবে বলে জানালেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

কেষ্ট-গড়ে বাদ পড়লেন কাজল শেখ, ভোটের আগে মমতার নতুন কৌশল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে বড় পদক্ষেপ মমতার। ভেঙে দেওয়া হল বীরভূমের কোর কমিটি। যে জেলায় একসময় অনুব্রত মণ্ডলই ছিলেন সর্বেসর্বা, তাঁর অনুপস্থিতিতে আবারও রণকৌশল বদলালেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কেষ্ট মণ্ডল জেলে যাওয়ার পর তাঁর গড়ে নতুন দায়িত্ব পেয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কাজল শেখ। তাঁকে সামনে রেখেই তৈরি করা হয়েছিল কোর কমিটি। কয়েক মাস যেতে না যেতেই আবার বদল। এবার কোর কমিটি থেকেই বাদ পড়ল কাজল শেখের নাম। ৯ জনের কোর কমিটি ভেঙে পাঁচজনের নতুন কোর কমিটি তৈরি করা হয়েছে। ভোটের আগে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই জেলা ধরে ধরে সাংগঠনিক বৈঠক করছেন দলনেত্রী। মঙ্গলবার বৈঠক ছিল বীরভূমের সংগঠন নিয়ে। সেখানেই বড় রদবদলের কথা ঘোষণা করেছেন মমতা। সূত্রের খবর, নতুন কোর কমিটিতে রাখা হয়েছে চন্দ্রনাথ সিনহা, বিকাশ, রানা, সুদীপ্ত ও আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখ বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা বলেই পরিচিত বীরভূমে। তাই কাজল শেখ গুরুদায়িত্ব পাওয়ার পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, কেষ্ট মণ্ডলের প্রভাব কি কমছে? ভোটের মুখে কার্যত উল্টে গেল সেই সমীকরণ। কাজল শেখকে শুধুমাত্র নানুরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের

খবর। যাঁদের বৈঠকে জায়গা দেওয়া হয়েছে তাঁরা অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। ফলে শারীরিকভাবে অনুব্রত উপস্থিত না থাকলেও তাঁর প্রভাব যে আবার প্রকট হচ্ছে, তেমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। উল্লেখ্য, বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। জেলে যাওয়ার পরও তাঁর সেই পদ ছিল। পরে তিহাড় জেলে যাওয়ার পর দেখা যায়, জেলা সভাপতির পদ ফাঁকা রাখেন মমতা। বীরভূমের দায়িত্ব নেন নিজে। পাশাপাশি গড়ে দেন কোর কমিটি।

জোট কি জলে? মমতার হুঁশিয়ারির পর স্বরগরম করলেন সেলিমও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে একজোট করে লড়াইয়ের বার্তা দিচ্ছে 'ইন্ডিয়া' জোট। কিন্তু সাম্প্রতিক বেশ কিছু ঘটনায় জোটের ভবিষ্যৎ তথা অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কখনও বৈঠকে দেখা যাচ্ছে না একাধিক সদস্য দলকে, কখনও জোটের শরিকের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দেখা যাচ্ছে নেতা-নেত্রীদের। এরই মধ্যে সরাসরি সিপিএম-এর নাম করে সরব হয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, সিপিএম জোট নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। তাঁর এই মন্তব্যের পর মমতা তথা তৃণমূলকে নিয়েই প্রশ্ন তুললেন সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সোমবার সংহতি যাত্রা শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বলেছেন, ''এটা বলতে খুব দুঃখ হচ্ছে যে আমরা যখন বৈঠকে যাই, দেখি সিপিএম বৈঠককে কন্ট্রোল করে।'' ৩৪ বছর ধরে যাদের বিরোধিতা করেছেন, সেই সিপিএম-এর কথা যে তিনি কোনওভাবেই শুনবেন না, সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা। এই প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, ''ইন্ডিয়া জোটের কথা তো উনিই বলেছিলেন। ২১ জুলাই বলেছিলেন, জিতেগা ইন্ডিয়া জিতেগা। এখন হঠাৎ কী হল?'' মমতাকে কটাক্ষ করে সেলিম বলেন, ''প্রথমে বিজেপি জোটের বিরোধিতা করল, এখন উনি বিরোধিতা করছেন। আমরা আগেও বিরোধী ছিলাম না, এখনও নেই। শুধু এটুকু বলেছি, ভোটের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে যখন লড়াই করব, তখন আমরা কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত বা অপরাধীকে জায়গা দেব না।'' অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর দাবি, বিভাজনের রাজনীতি করতে চাইছে তৃণমূল। তিনি বলেন, ''এভাবেই তৃণমূল নিজেও জিততে চায় আর বিজেপিকেও সুবিধা পাইয়ে দিতে চায়।''

'খুব দুঃখ পেয়েছি ওইদিন', হঠাৎ কেন আবেগপ্রবণ সুজিত বসু?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ পুর-নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে গত ১২ জানুয়ারি দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর বাড়িতে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। তাঁর লেকটাউনের বাড়ি থেকে শ্রীভূমি ক্লাব, অভিযানে যান গোয়েন্দা আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা নিয়ে মঙ্গলবার মুখ খোলেন দমকল মন্ত্রী। স্বামীজীর জন্মদিনের দিন এই তল্লাশি নিয়ে কার্যত দুঃখ পেয়েছেন মন্ত্রী। সে কথা জানালেন তিনি। আজ নেতাজীর জন্মদিন। সেই উপলক্ষে একটি কর্মসূচিতে যোগ দেন সুজিত। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌগত রায়ও। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে এজেন্সির বিরুদ্ধে মুখ খোলেন মন্ত্রী। তাঁর

অভিযোগ, ১২ তারিখ যেহেতু স্বামীজীর জন্মদিন সেই কারণে একাধিক জায়গায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয় তাঁকে। ওই দিন তল্লাশি করতে না আসাই উচিত ছিল গোয়েন্দাদের বলে মনে করেন মন্ত্রী। সুজিত বলেন, ''১২টা শিডিউল অনুষ্ঠান ছিল। মূর্তি উন্মোচনের অনুষ্ঠান ছিল। সব বাতিল করতে হয়েছে।'' তাঁর সময় নষ্ট হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী। বলেন, ''আমার ১৪ ঘণ্টা সময় নষ্ট করেছে।'' সুজিত এও বলেছেন, ''ওই দিন আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম এই জন্মদিনটা যেহেতু আমাদের কাছে খুব আবেগের তাই অন্যদিন আসতে।'' রাজ্যের মন্ত্রীর কথায়, ইডি যদি অন্যদিন আসত তাহলে তদন্তে আরও বেশি সাহায্য করতেন তিনি। উল্লেখ্য, পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দক্ষিণ দমদম পুরসভার নাম রয়েছে। এই পুরসভায় এক সময় ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন সুজিত বসু। সূত্রের খবর, সুজিত বসু এই পদে থাকাকালীন নিয়োগক্ষেত্রে কোনও দুর্নীতি হয়েছে কি না বা এই সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কিছু জানেন কি না সেটাই জানতে চায় ইডি। ১২ জানুয়ারি মন্ত্রীর বাড়িতে প্রিন্টার, স্ক্যানারও নিয়ে আসা হয়। ঘটনার দিন সকাল থেকে এলাকা ঘিরে ফেলেন গোয়েন্দারা। চালানো হয় তল্লাশি।

মমতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেমন? রাহুল মুখ খুলতেই ফাঁপড়ে পড়লেন অধীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারিঃ কখনও মমতা বলছেন, 'অধীর কোনও ফ্যাক্টর নন।' কখনও অধীর বলছেন, 'কাউকে পরোয়া করি না।' লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে এলেও জোটের অঙ্ক যেন আরও জটিল হয়ে উঠছে। আসন ভাগাভাগি নিয়ে যখন রাজনৈতিক মহলে চর্চা চলছে, তখন একা লড়ার কথা শোনা যাচ্ছে 'ইন্ডিয়া' জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। বাংলায় কংগ্রেস-তৃণমূলের চাপান-উতোরের মাঝে তৃণমূলের সঙ্গে সমীকরণ নিয়ে মুখ খুললেন সাংসদ রাহুল গান্ধি। মমতার সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেটা বুঝিয়ে দিলেন 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র মাঝেই। তবে জোট কোন পথে এগোচ্ছে? কার ভাগে কটা আসন পড়বে? তা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি রাহুল। সম্প্রতি কালীঘাটের একটি দলীয় বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর নাম শুনে মমতা বলেছিলেন, ওই সব নিয়ে ভাবার দরকার নেই। তাঁর মতে, অধীর কোনও ফ্যাক্টরই নন। বহরমপুরে অধীর বিজেপির সমর্থনে জেতেন, এমন দাবিও করেছেন মমতা। তৃণমূল সুপ্রিমোকে জবাব দিতে ছাড়েননি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, একা লড়তে প্রস্তুত তিনি। তিনি দাবি করেছেন, আসন নিয়ে হাইকমান্ডের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন তিনি। তাঁর এ ব্যাপারে কিছু জানা নেই বলেই মন্তব্য করেছেন। এরপরই বাংলার এই সমীকরণ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় রাহুল গান্ধিকে। রাহুল গান্ধি বলেন, 'মমতাদির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব ভাল। দলের সম্পর্কও ভাল।'' তিনি আরও বলেন, ''কখনও ওদের নেতা কিছু বলছেন, কখনও আমাদের নেতা কিছু বলছেন, এমন হয়েই থাকে।'' এতে জোটের ওপর কোনও প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন না তিনি। আর আসন ভাগাভাগি? রাহুলের দাবি, এই বিষয়ে আলোচনা চলছে। শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সন্দেশখালিতে হামলার জের, আরও বাহিনী পাচ্ছে ইডি-সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ সন্দেশখালিতে গিয়ে হামলার জের। আরও এক কোম্পানি সিআরপিএফ পেতে পারে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইডি ও সিবিআই। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা চলছে। বাহিনী পাওয়ার আশাবাদী এজেন্সির কর্তারা। বস্তুত, রেশন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশখালিতে গিয়ে মার খেতে হয় ইডি কর্তাদের। অভিযোগ, বাঁশ-লাঠি দিয়ে তাঁদের উপর হামলা চালান সেখানকার বাসিন্দাদের একাংশ। ভেঙে দেওয়া হয় গাড়ি। মাথা ফাটে গোয়েন্দাদের। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজন গোয়েন্দাকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। শুধু তাই নয়, তাঁদের সঙ্গে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা ছাড় পাননি। অভিযোগ, মারধর করা হয় তাঁদেরও। এরপরই গোয়েন্দাদের সুরক্ষায় আরও এক অতিরিক্ত বাহিনী তাঁদের দেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর। আলোচনা যা হয়েছে সেই অনুযায়ী এই এক কোম্পানি বাহিনী (জওয়ান থাকেন ৮২-৮৩ জন) এলে তাদের রিজার্ভ হিসেবে রাখা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে ইডি-সিবিআই। মূলত, ইডি-সিবিআই গোয়েন্দারা তল্লাশি অভিযানের কাজেই বাহিনী ব্যবহার করবেন বলে খবর। তবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই বিষয়ে এখনও কোনও সঙ্কেত মেলেনি। কিন্তু আলোচনা হয়েছে তা কার্যত স্পষ্ট। এই মুহূর্তে ইডি-সিবিআই-এর জন্য দুকোম্পানি বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। সন্দেশখালির ঘটনার পরেই আরও বাহিনী নিয়ে অভিযানে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কথা ওঠে ইডি ডিরেক্টরের সঙ্গে সিআরপিএফ কর্তাদের বৈঠকেও। তার জেরেই মিলতে পারে আরও এক কোম্পানি বাহিনী। প্রসঙ্গত, গোয়েন্দা আধিকারিকদের উপর হামলার পর যে তল্লাশিতে ইডি আধিকারিকরা গিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে থাকা জওয়ানরা ছিলেন আরও সতর্ক। আবার হামলা হতে পারে ধরে নিয়ে মাথায় হেলমেট পরেছিলেন জওয়ানরা। হাতেও ঢাল রাখা হয়। এরপর আরও এক কোম্পানি বাহিনী আনার আলোচনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ফলত, গোয়েন্দা ও জওয়ানদের সুরক্ষার স্বার্থে এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে খবর।

রাহুল গান্ধির যাত্রাকে বাধা, গুয়াহাটির উপকণ্ঠে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ জড়াল কংগ্রেস কর্মীরা

গুয়াহাটি, ২৩ জানুয়ারিঃ রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' ঘিরে মঙ্গলবার ধুন্ধুমার বাধল অসমের রাজধানী গুয়াহাটিতে। রাহুল গান্ধির যাত্রায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অসম পুলিশের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা পাল্টা সেই বাধাকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যায়। তারপর পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের ধ্বস্তাধস্তিও হয়। একেবারে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। ঘটনার পর রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে পুলিশকে এফআইআর করার নির্দেশ দেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মা। মেঘালয় হয়ে মঙ্গলবার পুনরায় রাহুল গান্ধির 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' গুয়াহাটিতে প্রবেশ করে। তবে গুয়াহাটিতে প্রবেশের আগে থেকেই যাত্রার পথ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে রাহুল গান্ধির কার্যত বিবাদ বাধে। রাহুল গান্ধিকে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র রুট বদলের কথা জানান অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। যানজট হতে পারে জানিয়ে গুয়াহাটি শহরের মধ্য দিয়ে যাত্রা না করার আবেদন জানান তিনি। যাত্রা ঠেকাতে খানাপাড়ায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে হিমন্ত বিশ্বশর্মার প্রশাসন। ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই বাধাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একেবারে ব্যারিকেড ভেঙে

এগিয়ে যান কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা। পুলিশ বাধা দিলে দু-পক্ষের মধ্যে ধ্বস্তাধস্তি বাধে। এদিন পুলিশের সঙ্গে দলীয় কর্মীদের ধ্বস্তাধস্তির পরই অসম সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করে কংগ্রেস। প্রথম থেকে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'-য় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তাঁদের কনভয়ের উপর গুন্ডাবাহিনী দিয়ে হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। অবশেষে এদিন গুয়াহাটির বাইপাস দিয়ে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে ছাত্রদের কোনভাবে আটকানো যাবে না, তাঁদের চিন্তা থামানো যাবে না, ছাত্রদের চিন্তা থেমে গেলে দেশের অগ্রগতি থেমে যাবে বলে বক্তব্য দেন রাহুল গান্ধি। কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধুন্ধুমারের ঘটনার পরই অসম পুলিশকে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এক নেটিজেনের টুইট-ভিডিয়ো তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, 'নকশালদের' মতো আচরণ করা হচ্ছে এবং এটা অসমের সংস্কৃতি নয়। বিরূপ আচরণের জন্য গুয়াহাটিতে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। প্রসঙ্গত, সোমবার শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের জন্মস্থান, অসমের নওগাঁওয়ের বতদ্রভ থানে যাওয়ার সময়ও পুলিশি বাধার সম্মুখীন হয় রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। রাম মন্দির উদ্বোধনের সময় ওই মন্দিরে না যাওয়ার জন্য অবশ্য আগেই রাহুল গান্ধির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। রাহুল গান্ধি অবশ্য সেই আবেদন গ্রাহ্য করেননি। তারপর মন্দির থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে হাইবোরাগাঁও-তেই রাহুল গান্ধি ও তাঁর যাত্রা আটকে দেওয়া হয়। পাল্টা প্রতিবাদ জানাতে ওই এলাকাতেই বসে পড়ে অবস্থান-বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস নেতা।

শিলিগুড়ির জেটিএস ক্লাবের তরফ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উদযাপন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি ঃজে. টি. এস. ক্লাবের পক্ষ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু-র ১২৮ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হলো। বিভিন্ন স্থানে পালিত হয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মজয়ন্তী। শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্থানেও পালন করা হচ্ছে নেতাজির জন্মজয়ন্তী। এদিন সকালে জেটিএস ক্লাবের প্রাঙ্গনে নেতাজীর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হলো। উপস্থিত হয়েছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সদস্যরা। নেতাজি সুভাষচন্দ্র ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, এছাড়া উপস্থিত ব্যক্তিগণরা।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

ঢাকা ২৩ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশের নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এম.পি'র সাঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা সাক্ষাত করেন। ২৩ জানুয়ারি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সাক্ষাতকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।এ সময় নৌপরিবহ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তফা কামাল উপস্থিত ছিলেন। ভারতের হাইকমিশনার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারকে শুভেচ্ছা জানান।প্রতিমন্ত্রী বলেন, সমুদ্র, নদী ও পোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত আমাদের প্রকৃত বন্ধু। ভারতের সাথে সম্পর্ক সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে রক্ত দিয়ে লেখা। ভারত বাংলাদেশের সকল ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে থাকতে চায়। উন্নয়নের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সরকার যে সকল পদক্ষেপ নিবে তার সাথে তারা থাকবে। দু'দেশের মধ্যে কানেক্টিভিটি আরও এগিয়ে নিতে কাজ করবে। মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর ও পায়রা বন্দর হচ্ছে। পায়রা বন্দরকে ঘিরে যে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠছে সেখানে ভারতের বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের ইনভেস্টমেন্টের আগ্রহ আছে। দু'দেশের মধ্যে

আসন্ন বিশ্বকাপে অন্য দেশের হয়ে খেলবেন উন্মুক্ত চাঁদ!

আমেরিকা, ২৩ জানুয়ারি ঃ ২০১২ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে ভারত। সেই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জেতানো ক্রিকেটার আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাঠে নামবেন অন্য এক দেশের হয়ে। তিনি হলেন দেশকে যুব বিশ্বকাপ জেতানো উন্মুক্ত চাঁদ।সবকিছু ঠিক থাকলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজ জন্মভূমি ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে পারেন চাঁদ। শোনা যাচ্ছে দুই মাসের মধ্যে আমেরিকা দলের হয়ে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যেতে পারেন তিনি। তা যদি হয় তাহলে প্রতিষ্ঠিত এই ক্রিকেটার আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আমেরিকাকে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগও পেয়ে যেতে পারেন।এক ওয়েবসাইটে সাক্ষাকারে যুব বিশ্বকাপজয়ী চাঁদ বলেছেন, 'ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামব ভেবে খুব অদ্ভুত লাগছে। ভারতের হয়ে খেলার থেকে অবসর নিয়েছি অনেক আগেই। তখন থেকেই ভারতের বিপক্ষে খেলার ভাবনা মাথায় ছিল। সুযোগ হয়তো আসছে, ভেবে রোমাঞ্চিত লাগছে।'

প্রাক প্রস্তুতি ম্যাচঃ মেসি-সুয়ারেজকে নিয়েও জিততে পারলো না মায়ামি

আমেরিকা, ২৩ জানয়ারি ঃপ্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচে মঙ্গলবার এফসি ডালাসের কাছে পারল না ইন্টার মায়ামি। ১-০ গোলে হেরে গেল মেসির দল ইন্টার মায়ামি। ম্যাচের তিন মিনিটে জেসুস ফেরেইরা গোল করেন। এই গোল আর শোধ করতে পারেননি মেসি-সুয়ারেজরা।তবে মাঠে যতক্ষণ মেসি ছিলেন, তিনি বেশকিছু সুযোগ তৈরি করেছেন। তবে ডালাসের গোলরক্ষক দারুণভাবে খেলে গোল বাঁচিয়েছেন । সুয়াররেজও মিস করেন বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ।উল্লেখ্য, শুক্রবার এল সালভাদরের সঙ্গেও ম্যাচ ড্র করেছিল মেসির মায়ামি। আরও পাঁচটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে মায়ামি। যার প্রথম দুটি হবে সৌদি আরবে। ২৯ জানুয়ারি প্রতিপক্ষ আল হিলাল। আর পহেলা ফেব্রুয়ারি খেলা ক্রিশ্চিয়ানে রোনাল্ডোর আল নাসরের বিপক্ষে।

সর্বসাধারণের জন্য খুলল রাম মন্দিরের দরজা, পুণ্যার্থীদের ঢল অযোধ্যায়

অযোধ্যা, ২৩ জানুয়ারি ঃ সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল অযোধ্যার রাম মন্দিরের দরজা। সোমবার রাম মন্দিরের গর্ভগৃহে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। এরপর মঙ্গলবার সকালেই সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল মন্দিরের দরজা। রামলালাকে দেখতে ভোর থেকেই মন্দির চত্বরে ভক্তদের লম্বা লাইন পড়ে যায়।শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, সকাল ৭টা থেকে সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত রাম মঃ দর খোলা থাকবে। মাঝে তিন ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর মন্দির ফের দুপুর ২টোয় খুলবে। আবার সন্ধ্যা ৭টায় বন্ধ হবে মন্দিরের দরজা। সকাল সাড়ে ৬টায় ' অর্থাৎ আরতি এবং সন্ধে সাড়ে ৭টায় সন্ধ্যারতি হবে। তা অনলাইনেও দেখতে পাবেন ভক্তরা।এদিন ভোরের অযোধ্যা নগরীর সে এক অন্য রূপ। রাতের আঁধার তখনও কাটেনি। অথচ ভক্তদের জমায়েত, পুজোর তোড়জোড়ে মুখরিত মন্দির সংলগ্ন এলাকা। ভোর ৩টে থেকে পুজোর ডালি হাতে মন্দিরের সামনে লাইনে দাঁড়িয়েছেন প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরই রামলালার মুখদর্শন করবেন বলে। ভিড় সামলাতে রামমন্দিরের সামনে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও যথেষ্ট আঁটসাঁট। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সদাসর্বদা সতর্ক রক্ষীরা। মঙ্গলবারের ভিড়ই বুঝিয়ে দিচ্ছে আগামী দিনগুলিতে অযোধ্যা ভক্ত সমাগমে পরিপূর্ণ হতে চলেছে।একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্য ধাক্কাধাক্কি শুরু করেছেন। ভিড় সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে নিরাপত্তারক্ষীদের। হাতে পুজোর সামগ্রী নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় অনেককে। অনেকে আবার হাতে পতাকা নিয়ে ' শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে দিতে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করেন।

অযোধ্যার ঢেউ, জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত অসমের পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও

হাফলং (অসম), ২৩ জানুয়ারি ঃ গত সোমবার অযোধ্যায় রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে পূজার্চনা, ভজন-কীর্তন সহ জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে অসমের অন্যতম পাহা।ি জেলা ডিমা হাসাও।অযোধ্যায় রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংগতি রেখে ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন মঠ-মন্দির-নামঘরে চলে পূজার্চনা ও কীর্তন। সেই সঙ্গে ভক্তদের জন্য ব্যবস্থা করা হয় মহাপ্রসাদের। ৫৫০ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজকের এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।শৈলশহর হাফলঙের লালফিল্ড থেকে সোমবার সকাল ৮-টায় সনাতনী জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে এক বিশাল শোভাযাত্রা সমগ্র শহর পরিক্রমা করে জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেন হাজার হাজার ভক্ত ও সাধারণ মানুষ। শহরের বিভিন্ন মঠ-মন্দির কর্তৃপক্ষ ও ভক্তবৃন্দ বিশাল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রায় পা মেলান দেবোলাল গার্লোসা, নিরঞ্জন হোজাই, ধনপাইনন থাওসেন, ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি গলোঞ্জ থাওসেন সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।শোভাযাত্রা হাফলং লালফিল্ড থেকে বের হয়ে সমগ্র শহর পরিক্রমা করে পুনরায় লালফিল্ডে এসে শেষ হয়। সকাল ১১টায় হাফলং জগন্নাথ মন্দিরে ব। পর্দার মাধ্যমে অযোধ্যার রামমন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। সন্ধ্যায় পুরো শহর অকাল দীপাবলিতে মেতে ওঠে। শহরের বিভিন্ন মঠ-মন্দির থেকে গৃহস্থদের বা।ঘির, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে আজকের দিনটি আনন্দোল্লাসে পালন করেন। গোটা দিন হাফলং শহরের মঠ-মন্দিরগুলিতে চলে ভজন কীর্তন ও পূজার্চনা।

ভারতের একটি শক্তিশালী, সক্ষম ও ঐশ্বরিক ভিত্তি গড়ে তোলার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশবাসীকে ভারতের একটি শক্তিশালী, সক্ষম ও ঐশ্বরিক ভিত্তি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভিডিও শেয়ার করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর শেয়ার করা ভিডিওটি ৩.০৫ মিনিটের।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেল থেকে শ্রী রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভিডিও সহ একটি পোস্ট করেছেন। এই ভিডিওটি প্রধানমন্ত্রীর মন্দিরে প্রবেশের সময় তোলা হয়েছিল। এটি শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ২২ জানুয়ারি সোমবার তিনি অযোধ্যায় যা দেখেছিলেন তা আগামী বছরেও আমাদের সকলের স্মৃতিতে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী আগামী ১০০০ বছরের জন্য একটি শক্তিশালী, সক্ষম এবং ঐশ্বরিক ভারতের ভিত্তি স্থাপনের জন্য রাম মন্দির নির্মাণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

কলকাতা বইমেলায় উদার আকাশের স্টলে বইপ্রেমীদের ভিঙ চোখে পড়ার মতো

কলকাতা,২৩জানুয়ারিঃচলতি ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় উদার আকাশ প্রকাশনের স্টলটি বহু বইপ্রেমীর কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হচ্ছে। স্টলটির নম্বর ১৮৩। বইমেলার ১নং গেটের কাছে। স্টলে উদার আকাশ প্রকাশনের নিজস্ব ১৮৭টি বই ছা।াও বাংলাদেশের একটি প্রকাশকের কিছু বই পাঠককে আকৃষ্ট করছে। উদার আকাশ প্রকাশনের একগুচ্ছ কবিতার বই, কর্ণধার ফারুক আহমেদের সম্পাদিত প্রবন্ধের বই যেমন, বিস্তীর্ণ আকাশ জু।ে কাজী নজরুল ইসলাম, বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, প্রতিশ্রুতি ও উন্নয়ন, পশ্চিমে সূর্যোদয় রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উলটপুরাণ পাঠকরা আগ্রহের সঙ্গে কিনছেন। একইসঙ্গে সাংবাদিক তথা কথা সাহিত্যিক মোশারফ হোসেনের জনপ্রিয় উপন্যাস দুই বাংলার পটভূমিতে লেখা 'জন্মভূমিশ্চ' ও 'কাঁচপোকার টিপ' এবং সদ্যপ্রকাশিত দুটি উপন্যাস 'এক নদী ভালোবাসা' ও 'সন্ধিক্ষণ' ডিটেকটিভ উপন্যাস 'রহস্য কারগির পাহা।ে', কবিতার বই 'বাঁশির ডাক' প্রভৃতি ভালোই বিক্রি হচ্ছে। ওই লেখকের রাজনৈতিক-সামাজিক উপন্যাস 'পরিবর্তন প্রথম খণ্ড' এবং নিবন্ধের বই 'মানুষ-মাটি-মা'ও আগের মতো এখনও পাঠক-প্রিয়।ভবিশিষ্ট গবেষক ও অধ্যাপক আবুল হাসনাত-এর 'কালের প্রহরী' এবং 'ত্রয়ী' প্রবন্ধগ্রন্থ বেশ সা।। ফেলেছে বইমেলায়। মইনুল হাসান-এর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের বই বিশেষ করে 'বাঙালি ও মুসলমান' এমুহূর্তে বেস্টসেলার বইমেলায়। উপন্যাস ও কবিতার বইও কাটছে ভালো। তুষার ভট্টাচার্য, তৈমুর খান, পলাশ কুমার হালদার, ওয়াবেদ আকাশ, সোনা বংেদ্যাপাধ্যায়, পিনাকী চট্টোপাধ্যায়, মো. আবেদ আলি, শিবুকান্ত বর্মনদের লেখা বইও বেশ বিক্রি হচ্ছে।ভভ'উদার আকাশ' স্টলের আকর্ষণ এবার আরও বা।িয়েছে বাংলাদেশের নামী প্রকাশনা সংস্থা স্বপ্ন '৭১ প্রকাশনের প্রকাশিত ৫২টি বইয়ে বিপুল সম্ভার। এগুলোর মধ্যে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের গল্পগ্রন্থ ' ডেরায় স্বপ্নের খুঁটি', মোহিত কামালের গবেষণাগ্রন্থ ' কবিতার মনস্তত্ত্ব' ষষ্ঠবারের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গীতিকার কবির বকুলের কাব্যগ্রন্থ ' জীবন', শিশুসাহিত্যিক দন্ত্যস রওশনের ' একটি রাইফেল, লেজকাটা টিকটিকি, গবেষক ও লেখক আবু সাঈদ ও প্রিয়জি দেবসরকারের কনসার্ট ফর বাংলাদেশ দুই বন্ধু এক দেশ, সাহাদাত পারভেজের ' আলাপ', আবু সাঈদ সম্পাদিত চার খণ্ডের ' কথার শত গল্প', মুক্তিযুদ্ধে রেডিও, সাংবাদিক তরুণ চক্রবর্তীর ' ভৈরবী', রাজনীতি ও লেখক জুনায়েদ আহমেদ পলকের ' বাংলাদেশ ্এক সফল উন্নয়ন দর্শন, সঞ্চিত দত্তের ' মুক্তিযুদ্ধ ও নদীয়া' কথাসাহিত্যিক মুসা আলির উপন্যাস ' ফিরে চলে জীবন, রাহিতুল ইসলামের ' দিনরাত্রি' সাজিদ রহমানের গল্পগ্রন্থ ' কবি সুজন সুপান্থের ' ভেতর মীন' প্রভৃতি অনেকেরই নজর কে।ছে। নজর কে।ছে বিধ্বংসী প্রহর, অনেক রঙের জল, তিন তাসের মানুষ প্রভৃতি বইও। স্টলে অন্যান্য অনেক লেখকের বইও পাওয়া যাচ্ছে।ফারুক আহমেদ বলেন, উদার আকাশের প্রতি পাঠকের এই ভালোবাসা আমায় আপ্লুত করেছে। সংস্থাকে আগামী দিনে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টার ক্রটি করব না। তিনি আরও জানান, আগামী ২৬ জানুয়ারি বিকেলে বইমেলার প্রেস কর্নারে এক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মহিউদ্দিন সরকারকে উদার আকাশ আল্লামা ইকবাল স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। ওই পুরস্কারের অর্থমূল্য ভারতীয় মুদ্রায় এক লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠানে দুই বাংলার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকবেন। এদিন উদার আকাশ প্রকাশন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ পাবে নতুন ২১টি বই।২৬ জানুয়ারি ২০২৪ শুক্রবার বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার (সেন্ট্রাল পার্ক, সল্টলেক) প্রেস কর্নারে উদার আকাশ অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির সভাপতি কবি সুবোধ সরকার বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। এছা।াও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. গৌতম পাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ ও পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব আহমদ হাসান ইমরান, প্রাক্তন সাংসদ ও স্বনামধন্য লেখক ড. মইনুল হাসান, বারাসতের বিধায়ক ও প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, বিশিষ্ট লেখক দেবাশিস পাঠক, উদার আকাশ পত্রিকার সহ সম্পাদক মৌসুমী বিশ্বাস, রাইসা নূর প্রমুখ। একইসঙ্গে ওই আনুষ্ঠানমঞ্চে উদার আকাশ প্রকাশনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মো।ক উন্মোচন হবে। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হবে সোমঋতা মল্লিকের পরিচালনায় শতকণ্ঠে কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক সংগীত 'কারার ঐ লৌহ-কবাট'।

সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলায় কবিতা পাঠ করলেন কবি ফারুক আহমেদ

কলকাতা,২৩জানুয়ারিঃসাহিত্য উসব ও লিট্ল ম্যাগাজিন মেলায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাগৃহে বৃহস্পতিবার কবিতা পাঠ করলেন কবি ও উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়ের উদ্যোগে সাহিত্য উসব ও লিট্ল ম্যাগাজিন মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে। রবীন্দ্রসদন-নন্দন-বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে ১০ থেকে ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ পাঁচ দিন ব্যাপী সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা-র আয়োজন করা হয়েছে। ভ১০ জানুয়ারি ২০২৪ সন্ধ্যা ৫টায় রবীন্দ্রসদন, নন্দন, বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে একতারা মুক্তমঞ্চে সাহিত্য উৎসব ও লিট্ল ম্যাগাজিন মেলা যুগ্মভাবে উদ্বোধন করলেন কথাকার ঝ।শ্বের চট্টোপাধ্যায় ও কবি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রনীল সেন, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি এবং কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রী ব্রাত্য বসু, সভামুখ্য, সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মাননীয় মন্ত্রী, বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির সভাপতি ও বিশিষ্ট কবি শ্রী সুবোধ সরকার। এছা।াও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব, শ্রী বাসুদেব ঘোষ সহ সদস্যগণের সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। গত ১১ জানুয়ারি সাহিত্য উৎসব ও লিট্ল ম্যাগাজিন মেলায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাগৃহে কবিতা পাঠ করলেন কবি ও উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ। এদিন অন্য কবিদের মধ্যে কবিতা পাঠ করলেন কবি সপ্তর্ষি বণিক, শ্বাশত গঙ্গোপাধ্যায, বিপ্লব চৌধুরী, রঞ্জনা রায়, অনির্বাণ মুখোপাধ্যায, মৃণালিনী মৃণাল, কথা সমন্বয়ে ছিলেন কবি অরুনাংশু ভট্টাচার্য। অন্য দিন স্বরচিত কবিতা পাঠে ছিলেন কবি প্রবীর ঘোষ রায়. ও সুব্রতা ঘোষ রায়।সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৪৬০টি ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা অংশগ্রহণ করেছে।ভসাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা উপলক্ষ্যে - ক. ৬১২ জন কবি কবিতাপাঠের আসরে অংশগ্রহণ করবেন।ভখ. ১৪৪ জন গদ্যকার 'গল্পের জন্মকথা' বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেবেন।. মেলা চলাকালীন ১০টি আলোচনাসভা ও সাহিত্যের আড্ডার আয়োজন করা হয়েছে। এই আলোচনাসভা ও আড্ডায় বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-সম্পাদকরা অংশ নেবেন।ঘ. এই উসব চলাকালীন চার দিনে ৮জন নবীন-প্রবীণ বিশিষ্ট গল্পকারের একটি করে গল্প পাঠ করবেন ৮জন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী।ঙ. সব মিলিয়ে এই সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা উপলক্ষ্যে প্রায় আট শতাধিক কবি-সাহিত্যিক-লেখক অংশগ্রহণ করবেন।চ. এবছর এই উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের দূরবর্তী জেলা বিশেষত উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলের দলিত, আদিবাসী কবি-গল্পকার সহ বহু কবি-সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।এই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্পণ করা হলো আকাদেমি প্রবর্তিত ১২টি স্মারক সম্মান-- ভ১. অনিতা-সুনীলকুমার বসু স্মারক সম্মান - দীপান্বিতা সরকার।ভ২. আলপনা আচার্য স্মারক সম্মান - সৌম্য

স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু

নয়াদিল্লি, , ২৩ জানুয়ারি ঃপরাক্রম দিবসে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, পরাক্রম দিবস হিসেবে পালিত হওয়া নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনে আমার শ্রদ্ধা জানাই । ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে নেতাজি অসাধারণ প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছিলেন। তার অতুলনীয় সাহস এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব ভারতীয়দের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে লড়াই করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আমাদের দেশবাসী সর্বদা নেতাজিকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।-

পরাক্রম দিবসে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি ঃপরাক্রম দিবসে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে একটি শক্তিশালী ভিডিও বার্তায় নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি শক্তিশালী ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, পরক্রম দিবসে ভারতবাসীকে শুভেচ্ছা। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে, আমরা তাঁর জীবন ও সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর সমর্পণ অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে উত্থান-পতন অব্যাহত । মঙ্গলবার ব্রেঃট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮০ ডলারের কাছাকাছি এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারের কাছাকাছি। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামেও এদিন কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

মমতার মুসলিম তোষণ নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া অমিত মালব্যর

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ঃসমাবেশে মমতা বংেদ্যাপাধ্যায়ের হিন্দুবিরোধী এবং মুসলিম তোষণে ভাষণ নিয়ে ক।। প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য।মঙ্গলবার এক্স হ্যাণ্ডেলে অমিতবাবু লিখেছেন,গত ২২শে জানুয়ারি, অযোধ্যার রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিস্থার দিন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দুদের অনুভূতিকে নির্লজ্জ অবহেলা করে একটি 'সর্ব ধর্ম সম্ভভ' সমাবেশ করে তাঁর নগ্ন সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ করেছিলেন। 'কাফের'-দের উপহাস করে যারা বিজেপিকে সাহায্য করে আল্লাহর নামে তাদের হুমকি দিয়েছিলেন।তাঁর কথায.কোনো ' ছিল না। নিছক সাম্প্রদায়িকতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর তুষ্টির রাজনীতির মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গের শান্তি ও উন্নয়নের কাছে সবচেয়ে বড় হুমকি। তিনি বুঝতে পারেন যে মুসলিমরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট। সাম্প্রতিক ভোটে পরাজয়ের স্ট্রিং থেকে এটা স্পষ্ট। তিনি তাই আতঙ্কিত এবং পরিবেশকে খারাপ করছেন। তাঁর জন্য যেটা আরও খারাপ হচ্ছে তা হল যে বেশিরভাগ হিঃদু তাঁর জাল রাজনৈতিক সমাবেশকে উপেক্ষা করেছিল। পরিবর্তে বেশ কয়েকটি রাম শোভাযাত্রায.অংশ নিয়েছিল, মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেছিল। বাংলাকে বাঁচাতে হলে মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়ের হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে।অমিতবাবু বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে মঙ্গলবারের সভায় মমতার উপরোক্ত দুটি মন্তব্যের ভিডিও যুক্ত করেছেন। প্রথমটিতে বলতে শোনা যাচ্ছে এক বাত ইয়াদ রাখ, বিজেপি কো মাদাত মাত করনা, বিজেপি কো আগর তুম লোগ মাদাত করোগে কোই তো আল্লাহ কি কসম আপ লোগো কো কোই মাফি নহি করেগা হাম তো মাফি নহি করেঙ্গে। দ্বিতীও ভিডিওতেঃজো 'কাফির' হ্যায, ওহ দারতে হ্যায়, জো লাদতে হ্যায, ওহ জিতেতে হ্যায়।

ফের ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে তলব করল ইডি

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুযারি ঃ আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ফের ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে তলব করল কেন্দ্রীয় আর্থিক তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) । আগামী ২৭ জানুয়ারি এবং ৩১ জানুয়ারি ইডির অফিসে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে খবর।গত শনিবার প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা সোরেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি আধিকারিকেরা। তার আগে ইডির সাতবারের তলব এড়িয়েছেন সোরেন। ইডি সূত্রে খবর, রাঁচিতে ৭.১৬ একর একটি জমির মালিকানার বিষয়ে হেমন্ত সোরেনকে প্রশ্ন করতে চায় তারা। অভিযোগ উঠেছে, ওই জমি বেআইনিভাবে দখল করা হয়েছে। আদতে সেটা সেনার জমি ছিল। যদিও এ ব্যাপারে সোরেনের বক্তব্য ' নয় বলে দাবি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জমি

আইভরিকোস্টকে ৪-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোতে ইকুয়াটোরিয়াল গিনি

আইভরিকোস্ট, ২৩ জানুয়ারি ঃআফ্রিকান নেশনস কাপে চমকে দিল ইকুয়াটোরিয়াল গিনি। চলতি আসরের আয়োজক আইভরিকোস্টকে ৪-০ গোলে হারিয়ে অঘটন ঘটালো তারা। শেষ ষোলোতে জায়গা নিশ্চিত করেছে দলটি। আর এই হারে স্বাগতিক আইভরিকোস্ট বিদায়ের পথে। আইভরিকোস্টের চেয়ে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩৯ ধাপ পেছনে গিনি।আইভরিকোস্টকে চমকে দেওয়া ইকুয়াটোরিয়াল গিনির খেলোয়া।দের ১৭ জনেরই জন্ম স্পেনে। এই টুর্নামেন্টে এর আগে গিনি তিনবার অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে একবার সেমিফাইনাল ও দুবার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছে তারা। আফ্রিকার নেশনস কাপে এমন ইতিহাস থাকার পর এই টুর্নামেন্টে ইকুয়াটোরিয়াল গিনিকে কেউ পাত্তাই দেয়নি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৪জানুয়ারি ঃ সোমবার, ৯মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৪জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৯মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সম্বৎ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ৯মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৯মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২২ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ০৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ১৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ৫৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৫৪ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০১৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। **বৃষভ রাশিঃ**সৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আর্থিক লেনদেন অবিচ্ছিন্নভাবে সারা দিন চলবে এবং দিন শেষ হওয়ার পরে আপনি যথেষ্ট করে **মিথুন রাশিঃ**আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। একদিনের জন্য **কর্কট রাশিঃ**মেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পাড়ে **সিংহরাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে **কন্যারাশিঃ**বিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি। **তুলারাশিঃ**আপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময়.থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে **ধনু রাশিঃ** আপনার রাগের ফলে তুচ্ছ কারণ বা হয়ে দেখা দেবে-যা শুধুমাত্র আপনার পরিবারের সদস্যদের বিপর্যস্ত করবে। **মকর রাশিঃ**আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক সুখ নষ্ট করতে পারে কিন্তু এই চাপ সামলাতে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার মাধ্যমে মানসিক ব্যায়ামে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। কারো কারোর **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের **মীন রাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে

উদয়নারায়নপুরের শিবানিপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আগুন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ জানুয়ারিঃ ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটলো মঙ্গলবার বেলা ১২ থেকে সাড়ে ১২ টা নাগাদ হাওড়া জেলার উদয়নারায়নপুরের শিবানিপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। সূত্র মারফত জানা যায় মঙ্গলবার বেলা ১২ টা থেকে সাড়ে ১২ টা নাগাদ কনেযাত্রী আনতে যাচ্ছিল ওই বাসটি। ঠিক সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি নয়ান জুলিতে পড়ে যায় ওই বাসটি। ঘটনার জেরে ওই বাসের চালক ও খালাশী আহত হয় বলেই স্থানীয় সূত্রে খবর। এদিকে এই দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদয়নারায়নপুর থানার পুলিশ, পরে পুলিশ ও স্থানীয়দের সহায়তায় আহত বাসের চালক ও খালাশীকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় উদয়নারায়ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। পরে সেখান থেকে দুই জনকে স্থানান্তরিত করা হয় উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচি

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,২৩ জানুয়ারিঃ সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ পরিদর্শনে একাধিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা। মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের হাটগাছা ২নং পঞ্চায়েতের একাধিক বুথে অনুষ্ঠিত হলো সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচি, এই কর্মসূচি পরিদর্শন করেন রাজ্যের অনগ্রসর ও সমাজ কল্যান দপ্তরের মুখ্য সচিব সঞ্জয় কুমার বনশাল, মুখ্যসচিব সঞ্জয় কুমার বনশাল একাধিক বিষয়ে স্থানীয় মানুষ জনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প ও তার পরিষেবা সহ একাধিক বিষয়ে কথা বলেন। উল্লেখ্য গত ইংরেজি ২০জানুয়ারী থেকে রাজ্যের প্রতিটি বুথে শুরু হয়েছে সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচি, চলবে আগামী ১২ ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। এই পরিদর্শনে আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) আজহার জিয়া, উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসক মানষ কুমার মন্ডল, উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামানিক,হাটগাছা ২নং পঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপ কুমার পাল,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা শ্রাবনী প্রামানিক প্রমুখ।

টাকী এরিয়ান ক্লাবের ১২৭ তম বর্ষের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো

সৌরভ দাশ, টাকী, ২৩ জানুয়ারিঃ উত্তর চব্বিশ পরগনার শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব,টাকী এরিয়ান ক্লাবের ১২৭ তম বর্ষের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো।মঙ্গলবার টাকী এরিয়ান ক্লাব ময়দানে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বি.এন.আর,বারাসাত ব্রতী সংঘ,সীমান্ত অ্যাথলেটিক ক্লাব সহ জেলার বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিযোগিরা অংশগ্রহন করে। অংশগ্রহন করে টাকী হাসনাবাদ ও সন্নিহিত এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিরাও। দলগত পয়েন্টের ভিত্তিতে ২০২৪ এর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চাম্পিয়ান হয় বি.এন.আর। এদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী পর্যায়ে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যাক্তিত্ব সহ ক্লাবের কর্মকর্তারা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলা কালীন মাঠে উপস্থিত হন বসিরহাট দক্ষিনের বিধায়ক ডা সুপ্তর্ষি ব্যানার্জী। ক্রীড়া ক্ষেত্রে টাকী এরিয়ান ক্লাবের ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে,উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানান বিধায়ক। মাঠে বেশ কিছুক্ষন প্রবীন ও নবীন অ্যাথলিট দের সঙ্গে সময় কাটান তিনি।

বেসরকারি হাসপাতালে জরুরী পরিষেবার চিকিৎসায় নিয়মে বদল

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি হাসপাতালে জরুরী পরিষেবার চিকিৎসায় নিয়মে বদল এনেছে। নতুন নিয়মে দুর্ঘটনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি রোগীকে আগে সরকারি হাসপাতালে দেখিয়ে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত প্রামাণ্য সরকারি নথি বেসরকারি হাসপাতালে জমা দিতে হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি পোর্টালে নথিভুক্ত অর্থোপেডিক সার্জন ই সেই রোগীর চিকিৎসা করতে পারবেন।

সরকারি হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবায় কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ সরকারি হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবার মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা ঠিক মতো পরিচালনা করা হচ্ছে কিনা স্বাস্থ্য দফতর এবার কেন্দ্রীয় ভাবে তার ওপর নজরদারি চালাবে। এব্যাপারে স্বাস্থ্য ভবন থেকে আজ জেলার হাসপাতালগুলির উদ্দেশ্যে এক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কোনওরকম ঢিলেমি না করে আগামীকাল বুধবার থেকেই এই নির্দেশ কার্যকরীর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে সকাল ৯টার মধ্যে সরকারি হাসপাতালের আউটডোর বাধ্যতামূলক ভাবে খুলতে হবে।নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করা হচ্ছে কি না, সকাল ৯টা ১৫ মিনিটের মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ভবনে সেকথা জানাতে হবে । আউটডোরে চিকিৎসকদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি সংক্রান্ত তালিকাও ওই সময়েই এসএমএসের মাধ্যমে স্বাস্থ্যভবনকে জানাতে বলা হয়েছে । স্বাস্থ্য ভবনে এই রিপোর্ট পাঠানোর জন্য একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। তিনি প্রতিদিন হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্টও স্বাস্থ্য ভবনে পাঠাবেন।হাসপাতাল সুপারের পাশাপাশি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

লোকসভা ভোট এগিয়ে আসতেই বিজেপির নব ভোটার কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার ২৩ শে জানুয়ারিঃ সামনেই লোকসভা ভোট। দেশের ক্ষমতায় কে থাকবে তা ঠিক করবে দেশের জনতা আর সেখানেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যারা প্রথম ভোট দেবেন অর্থাৎ নতুন ভোটার। এই নতুন ভোটারদের কাছে নিজেদের সমর্থনের লক্ষে সারাদেশে পাঁচ হাজারেরও বেশি বুথে নব ভোটার সম্মেলন করবে বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে। আগামী ২৫শে জানুয়ারি কোচবিহারের মোট ৯ টি বিধানসভার মধ্যে ৮ টি বিধানসভা কেন্দ্রেই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। মূলত ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী যে সমস্ত ভোটাররা এবার প্রথম ভোট দেবেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই প্রথমে তাদের সম্বর্ধনা এবং সেই ভোটারদের কাছে নিজেদের দলের আদর্শ ভাবধারা তুলে ধরবেন তারা। এক কথায় বলা

যায় ভোট নিজেদের দখলে রাখতেই বিজেপির এই বিশেষ নব ভোটার সম্মেলন। কোচবিহারে বিধানসভা ভিত্তিক তিন হাজার করে অর্থাৎ ২৪ হাজার নতুন ভোটারকে যুব মোর্চার পক্ষ থেকে পাখির যোগ করা হয়েছে বুথে বুথে তাদের কাছে পৌঁছে যাওয়া হচ্ছে তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করানো হচ্ছে এই সম্মেলন শেষে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সমস্ত নতুন ভোটারদের উদ্দেশ্যে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখবেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি চন্দননারায়ন বলেন - রাজ্যে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই মানুষ নিজের ভোট নিজে দিতে পারেন না নতুন ভোটাররা যাতে নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে পারেন সেই সংকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই তাদের এই সম্মেলন।

যদিও বিজেপির এই সম্মেলনকে কটাক্ষ করেছে শাসক দল কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষিয়ান নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন - নতুন ভোটার কেন কোন ভোটাররাই বিজেপির পাশে নেই তারা শুধু ভাঁওতাবাজি করে আর এ সমস্ত ভাওতাবাজি করে ভোট জেতা যাবে না। লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ এখনো ঘোষণা হয়নি তবে তার আগে যেভাবে রাজ্যে বিরোধী দল কোমর বেঁধে নেমেছে। তাই বিজেপির যুব মোর্চার এই সম্মেলন লোকসভার আগে নতুন ভোটারদের কতটা প্রভাবিত করতে পারে তার দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

কোন্নগরে মধ্যরাতে আগুন লাগায় আতঙ্ক ছড়ালো আবাসনের বাসিন্দাদের মধ্যে

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি,২৩ জানুয়ারিঃ আচমকাই সরকারি আবাসনে আগুন। মধ্যরাতে আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় আবাসনের বাসিন্দাদের মধ্যে। সোমবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ হঠাৎই আগুন লাগে কোন্নগর সিএস মুখার্জি স্ট্রিটের সরকারি কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে। এই সোসাইটির বি ব্লকের নিচেরতলায় ইলেকট্রিক মিটার বক্স আছে। স্থানীয়রা জানান, সেই মিটার বক্সেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। এদিকে কনকনে ঠান্ডায় সেই সময় কমবেশি সকলেই নিজেদের ঘরে। হঠাৎ হই হই শুনে সকলে বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে এসে দেখেন এই দৃশ্য। ভয়ে ছোটাছুটি

শুরু হয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে প্রায় আধ ঘণ্টায় চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যাতে কোনও বড় বিপদ না ঘটে তার জন্য সমস্ত আবাসিককে বাইরে বের করে আনা হয়। এদিকে এত রাতে বাড়ির বাচ্চা বয়স্করা রীতিমতো বিপদে পড়ে। এদিকে এমন বিপদ। শর্ট সার্কিটের কারণেই এই আগুন লেগে থাকতে পারে বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান। ঘটনায় সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয় গোটা আবাসনকে। কোন্নগর আবাসনের চেয়ারম্যান জানান, হইহই শুনে ছুটে এসে দেখেন আগুন জ্বলছে। পাশেই কয়েকটা সাইকেল রাখা ছিল। আগুন ততক্ষণে সেইসব টায়ারেও ধরে যায়। সেগুলি ফাটতে থাকে।

বাইক থাকলে আরও বড় বিপদ ঘটতে পারত বলে আবাসিকদের আশঙ্কা। কোন্নগর দমকলের এক অধিকারিক জানান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগের ছিল। বিদ্যুৎ সংস্থাকে খবর দেওয়া হলে ওরা এসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। তারপর জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করা যায়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী নিয়ে রেখো মা দাসেরে মনে শীর্ষক একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল নেতাজি ভবনে

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি,২৩ জানুয়ারিঃ আগামী ২৫ শে জানুয়ারি বাংলার নবজাগরণের অগ্রপথিক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিন, তারই প্রাক্কালে উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রেখো মা দাসেরে মনে শীর্ষক একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হলো সোমবার সকালে। বর্তমান বাংলাদেশের যশোরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্ম হয় মধুসূদন দত্তের। যৌবনকালে তিনি সৃষ্ট খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মাইকেল মধুসূদন নামে পরিচিত হন।প্রথম জীবনে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের উপর দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল এই সময় তিনি বহু ইংরাজি সাহিত্যে রচনা করেন ।কিন্তু জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বহু কাব্যগ্রন্থ গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি ছিলেন অমৃতাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। রামায়ণ উপাখ্যান অবলম্বনে মেঘনাথ কাব্য রচনা করেন যা তাকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়, তবে তার জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। সুখ-দুঃখে মেশানো জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বহু দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এই সময় তাকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃত সাহায্য করেন এবং মাত্র ৪৯ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। উত্তরপাড়া পুরসভার পুর প্রধান দিলীপ যাদব জানান বাংলার নবজাগরণের অগ্রপথিক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের শেষ সময়টা কেটেছে আমাদের এখানকার বিখ্যাত জয় কৃষ্ণ লাইব্রেরীতে,তাই উত্তরপাড়ার আপামর নাগরিকদের কাছে এটা একটা গর্বের বিষয় । পুরসভার শুধুমাত্র নাগরিকদের পুর পরিষেবা দেওয়াটা কাজ নয় তার সঙ্গে সঙ্গে এই শহরের কৃষ্টি সংস্কৃতি, বিশিষ্ট মানুষজনের জীবনই তাদের দেখানো পথ, এগুলোই তুলে ধরা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তার জন্যই আমরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের সুসন্তান মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০০ তম জন্মদিনটি বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে আমরা পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগামী ২৫ তারিখে তার দুশো তম জন্মদিনে আমরা নেতাজি ভবনেও যেমন একটা অনুষ্ঠান করব, তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপাড়া জয় কৃষ্ণ লাইব্রেরীতেও যাব এবং সেখানে জীবনের শেষ সময়টা মাইকেল কাটিয়েছেন সেই কক্ষে গিয়ে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব। আমরা আশা করি আজ নেতাজি ভবনে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলায় প্রদর্শনীতে তার লেখা সমস্ত রচনাবলী যেমন স্থান পেয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের শেষ সময়টা সময়টা কিভাবে তিনি কাটিয়েছেন সেই বিষয়গুলিও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে, যাতে আগামী প্রজন্ম মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে আরো বেশি করে জানতে পারেন তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারেন তার জন্যই আমাদের উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকেই প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, এদিনের এই এই প্রদর্শনীতে মাইকেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সকাল থেকেই প্রচুর স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভিড় জমিয়েছিল নেতাজি ভবনে। তার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী যেমন পড়েছেন তার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের কাহিনী সম্বলিত পোস্টারগুলো তারা খুঁটিয়ে দেখেছেন ।এদিনে এ প্রদর্শনীতে আসা শিক্ষিকা বন্দনা সরকার জানান,এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে পুরসভা যে প্রয়াস নিয়েছেন তাতে আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা আরো বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবেন। উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন ২৩ শে জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন ১৯৩৮ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু উত্তরপাড়া পুরসভায় এসেছিলেন। আর সেই পৌরসভা সংস্কার করে এখন সেখানে নেতাজি ভবন তৈরি করা হয়েছে তার স্মৃতি রক্ষার্থে এই নেতাজি ভবনের একতলায় সত্যজিৎ রায়ের উপরে ও মৃণাল সেন এর উপরে প্রদর্শনী শালা করা হয়েছে দ্বিতীয় তলে উত্তরপাড়ার বিভিন্ন ইতিহাস এই প্রদর্শনীশালায় তুলে ধরা হয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ দলে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রদর্শনী তুলে ধরা হয়েছে।

বইয়ের বিকল্প কিছু নেই তারই প্রমাণ উঠে এলো কলকাতার বইমেলাতেই

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ বই শিক্ষার বড় মাধ্যম।বই যত বেশি পড়বে জ্ঞান তত বাড়বে।শিক্ষার শেষ নেই।আর প্রতিবছরের মতো এবছরও কলকাতার সেন্ট্রাল পার্কে চলছে ৪৭ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা।পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ডের উদ্যোগে এই মেলা শুরু হয়েছে গত ১৭ ই জানুয়ারি,শেষ হবে ৩১ শে জানুয়ারি। এই মেলাতে দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এক হাজার স্টল অংশ নিয়েছে।রয়েছে কিশোরদের বইয়ের জন্য আলাদা প্যাভালিয়ন।রয়েছে লিটিল ম্যাগাজিনের প্যাভালিয়ন।তাছাড়া জাগো বাংলা, সমরেশ বসু,সমরেশ মজুমদার সহ একাধিক লেখকের নামে বিভিন্ন মুক্ত মঞ্চের মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছে।আর প্রতিদিন বইপ্রেমী মানুষের ভীড় বেড়ে চলেছে।কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেয়াশীষ সূর নিজে প্রায়দিন কলকাতা প্রেস ক্লাবের স্টলে উপস্থিত থাকছেন। গ্রিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় মেলার সবদিক নজর রাখার পাশাপাশি নিজের পত্র ভারতীর স্টলে তেও সময় কাটাচ্ছেন বই প্রেমীদের সাথে ।সোমবার সন্ধ্যায় দেজ এর স্টলে নিজের বইয়ের উপর অটোগ্রাফ দিতে ব্যস্ত অভিনেতা নাট্যকার মনোজ মিত্র।মোবাইল ইন্টারনেট, মোবাইল গেমের এত চাহিদার পরেও বইমেলা বইমেলাতেই আছে।বই হারিয়ে যায় নি। বই পড়ার অভ্যাস হারিয়ে যায় নি। তাই তো সবাই এখন বইমেলা মুখী।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পূর্ব বর্ধমান জেলা সপরে যাচ্ছেন

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ বেশ কিছু সরকারি কর্মসূচি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আগামীকাল পূর্ব বর্ধমান জেলা সপরে যাচ্ছেন। সেখানে পৌঁছে গোদার মাঠে প্রস্তাবিত এক জনসভার মঞ্চ থেকে তিনি দুই বর্ধমান জেলার জন্য মোট এক হাজার ৩৫ টি প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই জন্য রাজ্য সরকারের মোট এক হাজার ১৯১ কোটি টাকা খরচ হবে। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সভা মঞ্চ থেকে দুই জেলার বেশ কিছু উপভোক্তার হাতে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে জেলায় নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কলকাতার মিছিলে হাঁটেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ ২২ জানুয়ারী অযোধ্যা দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলাম সারা ভারতের। কিন্তু ভোটের যুদ্ধে মাটি ছাড়তে রাজি না রাজনৈতিক দলগুলো। তাই তৃণমূল অযোধ্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে আয়োজন করেছিল সংহতি মিছিল।

কলকাতার মিছিলে হাঁটেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর এই অমৃত বাণীকে পাথেয় করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও অভিষেক ব্যানার্জি নির্দেশে সংহতি দিবসের দিনে ভাটপাড়া ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ১০ নম্বর গলি মোড়ে ২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর পিতা গোপাল রাউতের নেতৃত্বে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় ৪৫০০ কম্বল বিতরণ করে। সংহতি মঞ্চ থেকে সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের জন্মদিন পালন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর দমদম সাংগঠনিক সভাপতি ও বিধায়ক তাপস রায়, রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপঙ্কর বড়ুয়া সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক জনপ্রতিনিধি ও উচ্চতর নেতৃত্ববৃন্দ। গোপাল রাউত বলেন আমি মানুষের সেবা ৩৬৫ দিন করে থাকি সুতরাং ধর্ম যার যার উৎসব সবার।

উত্তরপাড়ায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির উন্মোচন করলেন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব।

ছবি-বনস্পতি দে

বইমেলায় প্রকাশিত সৌম্য ভট্টাচার্যের ভিন্ন স্বাদের গল্পসংকলন ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ অসফল গায়ক তবে চিকিৎসক হিসাবে সফল। তাঁর আসল পরিচয় হল তিনি দুঁদে গোয়েন্দা বিরূপাক্ষ সেন। আরও একজন সফল চিকিৎসক আছেন। তিনি অবশ্য লেখক হিসেবে সেভাবে নিজের পরিচয় তৈরি করতে পারেননি। তাঁর নাম গোলগোবিন্দ সমাদ্দার। এঁদের পাশাপাশি রয়েছেন গঞ্জিকাসেবী আরও এক চিকিৎসক। তিনটি চিকিৎসক চরিত্রই যাঁর সৃষ্টি, তিনি নিজেও প্রখ্যাত চিকিৎসক। ড. সৌম্য ভট্টাচার্য। পেশায় রক্তবিশেষজ্ঞ, নেশায় কথাসাহিত্যিক। তাঁর সুচিকিৎসায় ব্লাড ক্যান্সার, থ্যালাসেমিয়ার মতো মারণ রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিতে অগণিত মানুষ ফিরে আসছেন জীবনের মূল স্রোতে। আবার তাঁর কলম থেকেই বেরিয়েছে গৌড়গোধূলি-র মতো বেস্টসেলার ঐতিহাসিক উপন্যাস,

বাংলা রেনেসাঁস নিয়ে সমালোচকদের প্রশংসাধন্য নতুন আলো, সোনালি সকাল-এর মতো পাঠকপ্রিয় উপন্যাস।ডক্টর সৌম্য ভট্টাচার্য জানালেন, বিগত এক দশকে, লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের অনুরোধে উপন্যাসের পাশাপাশি আমার লেখা বেশ কয়েকটি নাটক, ছোটোগল্প, অণুগল্প, ডিটেকটিভ গল্প, ভূতের গল্প, এমনকী রম্যরচনাও এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। প্রকাশক মউমিতা ভট্টাচার্য বললেন,ঔপন্যাসিক সৌম্য ভট্টাচার্যের লেখা নানা স্বাদের গল্প, রম্যরচনা, নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারের সংকলন নিয়ে এবারের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় ঋক প্রকাশনীর ১৮৫ নং স্টল থেকে আমরা প্রকাশ করলাম ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’। প্রচ্ছদ এঁকেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রাফিক ডিজাইনার পিনাকী দে। বইটির বিনিময় মূল্য মাত্র ৩৫০.০০।বুকপ্রিন্টে ছাপা, হার্ডকভার বইটির প্রতিটি লেখাই সুখপাঠ্য। বলা যায় মুচমুচে। একবার ধরলে পুরোটা শেষ না-করে ওঠা যায় না, লেখার টান এমনই। তাই মুচমুচে, মুখরোচক জলযোগের সঙ্গে তুলনা করে বইয়ের এই অভিনব নামকরণ স্বয়ং লেখকেরই।

বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতে শহর থেকে গ্রামে ছুটে এসেদেশপ্রেম দিবসে নজীর সৃষ্টি করলেন চিকিৎসকেরা

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ২৩ জানুয়ারিঃ দেশপ্রেম দিবসে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে নজীর সৃষ্টি করলেন খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা । ২৩ জানুয়ারী দেশ নায়ক সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম দিনে দেশপ্রেম দিবসে জীবন্তি যুগ-দূত সংঘের উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। গ্রামের মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে শহর থেকে জীবন্তিতে ছুটে এসে কয়েকশো মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে নজীর সৃষ্টি করলেন কলকাতাসহ বহরমপুরের নামকরা চিকৎসকেরা । কান্দির জীবন্তি পুলিশ ক্যাম্পে মঙ্গলবার সকাল ১০ থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে লক্ষীনারায়নপুর, উদয়চাঁদপুর, দুর্গাপুর, গোকর্ণ, মহলন্দী সহ একাধিক গ্রামের কয়েকশো মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিলেন কলকাতার বিশিষ্ট্য চিকিৎসক গাউনো (প্রসূতি) এবং ক্যানসার বিশেষজ্ঞ মোহতাসিম হোসেন ওরফে পিয়ার ডাক্তার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার তুহিন চক্রবর্তী ও বহরমপুর মেডিক্যাল হাসপাতালের চিকিৎসক

মোহম্মদ আমানুল্লা , দন্ত চিকিৎসক নাসরিন আক্তার, শিশু বিশেষজ্ঞ সায়ন্তন মন্ডল প্রমুখ্য। জীবন্তি যুগ-দূত ক্লাবের পক্ষ থেকে সমস্ত চিকিৎসকদের ব্যাচ পড়িয়ে মমেন্ট দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত গ্রামের অসহায় দুস্থ গরীব মানুষ ছাড়াও অনেক সাধারণ মানুষ যারা নামী দামী ডাক্তারের দেখানোর সুযোগ পাননা না তাদের জন্য জীবন্তি যুগ-দূত সংঘের উদ্যোগে এবং চিকিৎসকদের সহযোগীতায় বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ ঔষধ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে মোহতাসিম হোসেন ওরফে পিয়ার ডাক্তার বলেন আজ ২৩ জানুয়ারী মহান নেতা নেতাজীর জন্মদিনে অসহায় মানুষকে পরিষেবা দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। ভবিষৎতে আরো পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করব। সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয় হল আমি আপদেরই একজন এই জীবন্তির উদয়চাঁদপুর হাইস্কের ছাত্র। এখানেই বড়ো হয়রছি। চিকিৎসক হয়েছি ঠিকিই কিন্তু গ্রামের মানুষকে ভুলে যায়নি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৫৫ সংখ্যা, বুধবার, ৯ মাঘ ১৪৩০

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংসা মতবাদের সঙ্গে বিপ্লবীদের মানসিক সংঘাত সৃষ্টি হল

রবীন্দ্র কুমার শীল

১৯১৭ সাল থেকে গান্ধিজি ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করেই স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিমুখটা একবারে পাল্টে দিলেন। তখন ভারতের রাজনীতিটা এসে দাঁড়াল সমঝোতার রাজনীত্যি। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ সীমাংসার পথকে তৈরি করা। এই ধরনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গেল ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন। বিপ্লবীরা এই রকম কংগ্রেসি সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারলো না। তারা বলতে শুরু করলো ইংরেজ সরকার যদি আমাদের ওপরে অত্যাচার করে তাহলে তাকে নীরবে মেনে নেওয়াটা বিপ্লবের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। গান্ধিজি বিপ্লব চান নি। তিনি সব সময়ে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে একটি সমন্বয় সেতু রচনা করতে উদ্যোগী ছিলেন। কংগ্রেস কোনও সময়েই ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কোনও রকম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। তারা আবেদন নিবেদনের মধ্যে দিয়ে প্রশাসনিক সুবিধা পাওয়ার দিকে বেশি করে ঝোঁক দিতে শুরু করে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল যে বিপ্লবীরা বারবার বলতে শুরু করেছে য়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাব করতে হবে। তার জন্য রক্ত ঝরলেও কোনও পরোয়া নেই যা গান্ধির নীতি বিরুদ্ধ ছিল। সেই কারণে বেশ কয়েকবার বিপ্লবী অরবিন্দ কংগ্রেস অধিবেশন অংশ গ্রহণ করেও কংগ্রেস সম্পর্কে তিনি ভালো ধরনা তৈরি করে নিতে পারেনি। বিপ্লবী অরবিন্দ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনও রকম সমঝোতা করা পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি 'ব্লাড অ্যাণ্ড আইরন' কৌশলে বিশ্বাসী ছিলেন। যার ফলে বহু সময়ে দেখতে পাওয়া গেল যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে তাঁর মতের অমিল হচ্চেছ। তবে চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পর্কে কোনও তাঁর মানসিক বিরোধ ছিল না। বিপ্লবী অরবিন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে তিনি যে কৌশল গ্রহণ করে ভারত থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাতে চাইছেন সেখানে কারোর নাক গলানো চলবে না। তার ফলে দেখতে পাওয়া গেল যে বিপ্লবী অরবিন্দ এবং বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সহ মাত্র কয়েকজন যুবক বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রাম করতে রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দের যুগকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যেতে পারে। অরবিন্দই পথ দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন কী করে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হয়। অরবিন্দ বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হলেও পরে দেখতে পাওয়া গেল যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বালেশ্বর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে নিহত হয়েছেন। রাসবিহারী বোস লাহোর সহ উত্তর প্রদেশ জুড়ে সেনা অভ্যুত্থান করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। চট্টগ্রামে মাস্টারদা সুর্য সেন (১৯৩০) সালে ইংকেজ শাসন থেকে মুক্ত করে স্বাধীন রিপাবলিকান ভারত নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু গান্ধিজি বারবার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপথ হিংসার পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে অহিংসাকে প্রতিষ্ঠা করছেন এবং সত্যাগ্রহকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর সময়ে ভারতে যে সব সশস্ত্র সংগ্রাম হয়েছে তাকে তিনি কোনও রকমভাবেই সমর্থন দেনিনি। গোপীনাথ সাহা এবং ভগৎ সিং -এর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে পরাস্ত করতে গান্ধিজি স্বয়ং কলম ধরে নিয়েছিলেন। দেখতে পাওয়া গেল যে কংগ্রেস অধিবেশনের মধ্যে প্রকাশ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করানোর ব্যাপারে গান্ধির আগ্রহ ছিল অত্যাধিক। ১৯০৬ সাল থেকে ইতালিয়ান সমাজ সংস্কারক লিও টলস্টয়-এর অহিংসা এবং অসহযোগ আন্দোলনের রূপ রেখা তৈরি করেছিলেন। তিনি বিলাতে গিয়েও উপস্থিত হয়েছিলেন । তারপরে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফল হয়েছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তখন ব্রিটিশ সরকার গান্ধির আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে। গান্ধিজির মূল লক্ষ্যই ছিল সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধিতা নয়। ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভ। ব্রিটিশ সরকারকে তিনি শত্রু সরকার বলে গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিতেন ব্রিটিশ শাসন ভারতে নাও থাকতে পারে তা বলে ব্রিটিশরা ভারত থেকে চলে যাবে তা কিন্তু হতে পারে না। ব্রিটিশ শক্তিকে সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করেই স্বাধীন ভারত তৈরি করতে হবে যা বিপ্লবীদের কাছে অবান্তর এবং অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল। তার ফলে গান্ধিজির সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘাত শুরু হল। তার প্রভাব বাংলা এবং পাঞ্জাবে বেশি করে পড়তে শুদ্দর করে। মহারাষ্ট্রও গান্ধির এই অহিংসা মতবাদকে অস্বীকার করতে শুরু করে। তারা মনে করতে শুরু করে দিল যে গান্ধিজির আন্দোলনগুলি ক্রমশ শক্তিশালী হতে শুরু করেছ তার কারণই হচ্ছে এর. পিছনে দেশ বিদেশি শিল্পপতি এবং ইংরেজ সরকারের প্রচ্ছন্ন মদত।

বাংলায় ইংরেজ শাসনের একশো বছরের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭ সালে)। এই সময়ে হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিয়েছিল। নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬০) ব্রিটিশ সরকারকে বেশ বেগ দিয়েছিল। বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে ছিলেন চিতবান ব্রাহ্মণ। তিনি জেলে এবং সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের নিয়ে একটি সশস্ত্র বাহিনী নির্মাণ করেছিলেন ফড়েদের এবং ইংরেজ শাসকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া জন্য। তখনকার সময়ে ফড়েরা ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতো। পরে তাকে ১৮৮৩ সালে হত্যা করা হয়।

১৯১৭ সালে গান্ধিজি বিহারের চম্পারনে যখন অহিংসা আন্দোলন শুরু করলেন তখন তাঁর হাতিয়ার ছিল খাদি, চরকা, বয়কট, ধর্মঘট এর মতো রোজের সাধারণ প্রতিবাদ। কিন্তু ১৯৪২ সলে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হলে সেখানে হিংসার প্রবেশ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। গান্ধিজি যখন ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছেন তখন ইংরেজ সরকার তাঁর হাত ধরে ভারতের বিপ্লবী অভিযানকে খতম করে দিতে উৎসাহী হয়। দেখতে পাওয়া গিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার বহু সময়ে ভারতের গান্ধিজির আন্দোলনকে দমন করতে কোনও রকম শক্তি প্রয়োগ করেনি। পণ্ডিত জওহরলা নেহরু যখন ১৯১৬ সালে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন তখন তিনি রাজনীতিক অন্দোলন করার চেয়ে আলাপ আলোচনার ওপরে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে রাজনৈতিক বক্তৃতা আরও জাতীয় জাগরণ তৈরি করতে সমর্থ হবে বলে জওহরলালা নেহরু বিশ্বাস করতে শুরু করেন। কিন্তু বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া বিকল্প কেনও পথকে অবলম্বন করতে রাজি ছিল না। তাদের কাছে গীতাই ছিল মুখ্য অস্ত্র। সেই গীতা স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতো বিপ্লবীরা যা এক সময়ে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরা এই পদ্ধতিতে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। মহম্মদ আলি জিন্না প্রথম দিকে অসম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন। তিনি লণ্ডন এবং দিল্লির সঙ্গে সাংবিধানিক যোগাযোগের ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করেন। অন্যদের মতো মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন না। ধর্ম নিয়ে তাঁর কোনও অতিরিক্ত আগ্রহ দেকতে পাওয়া যায়নি। তিনি সব ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতেন। খাদ্য গ্রহণে তাঁর কোনও বাছবিচার ছিল না। মতিলাল নেহরু এবং সেই সময়কার বহু নেতারা খাদ্য গ্রহণে তাদের কোনও বাধা নিষেধ ছিল না। আদালতের তার জুনিয়র আইনজীবী এম সি চাগলা তাঁর ' রোজেস ইন ডিসেম্বর ' বইতে লিখেছেন যে জিন্নার ব্যক্তিত্ব এবং দেশপ্রেম অত্যন্ত আকর্ষনীয়। রাজ্য সচিব এডউইন মন্টেগু ১৯১৭ সালে জিন্নার সঙ্গে দেখা করে লিখেছেন, "an outrage that such a man should have no chance of running the affairs of his own country"।

গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত। দুই বছরের কম সময় ধরে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। নেতাজির ভারত অন্তর্ধান কি তাহলে কংগ্রেসী আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার পরিকল্পনা? দুই বছর ধরে নেতাজি এবং গান্ধিজির যে মতপার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় তা খুবই তিক্ততায় পরিণত হয়। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হতে থাকলে জওহরলাল ভাবলেন যে ভারতের রাজনীতিতে আবার ফ্যাসিজিম এসে উপস্থিত হচ্ছে। গান্ধিজি অনুভব করতে শুরু করলেন যে কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি লাভ করছে। সুভাষচন্দ্র বোস তখন সদ্য কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ছেন (১৭ মার্চ ১৯৩৭)। তখন সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ৬০০ জন সমর্থক সমাবেত হয়ে সভা অনুিঠত করে। সেই সময়ে গান্ধিজি এই দিকে নজর দিলেনন। দেশের কৃষক সম্প্রদায়, বিশেষ করে বিহার অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষকেরা সুভাষকে সমর্থন দিল। কৃষক নেতা স্বামী সাহজানন্দ এবং এন.জি রাঙ্গা সুভাষ বোসের মতো সাহসী নেতাকে সমর্থন দিতে থাকেন। কৃষক নেতা রাঙ্গা মনে করতেন যে নেহরু একেবারে ঠাণ্ডা প্রকৃতির রাজনৈতিক নেতা। তার চেয়ে সুভাষ নেতা হিসাবে অনেক সাহসী এবং শক্তিশালী। সেই সময়ে অনেকেই গান্ধিজির সঙ্গে ইংরেজ শাসকদের মতের মিল খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার সুভাষকে ভয় পেতে থাকে এবং দেশের যেন জনগণের তাঁকে সমর্থন করার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেয় তার কৌশল অবলম্বলন করার পথ খোঁজার চেষ্টা করে। গান্ধিজি মনে করতে শুরু করলেন সুভাষচন্দ্র বোস যদি কংগ্রেসে থাকে তাহলে তাঁর নেতৃত্বের দৈন্যদশা ঘটার সম্ভাবনা বেশি। সেই সময়ে কৃপালিনি সুভাষ বোসের নাম কংগ্রেস ভাবী সভাপতি হিসাবে গ্রহণ করে গান্ধিজির কাছে প্রস্তাব রাখেন এবং সুভাষ বোসকে এই পদে সমর্থন দিতে থাকেন। গান্ধিজি ১৬ মার্চ ১৯৩৭ সালে মহাদেব দেশাইকে কলকাতায় পাঠানা সুভাষের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে। এর একদিন আগে সুভাষ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। সুভাষ বোস নিজেই জানতেন না যে তিনি মুক্তি লাভ করছেন। ঠিক সেই সময়ে গান্ধিজি রাজকুমারী অমৃত কাউরকে লিখছেন, "He (Mahadev Desai) had an hour with Subhas Chandra Bose, evidently after his release. I am glad Mahadev went in time to greet him as a free man. But Who knows whether he is now free or he was freer when he was a prisoner"। (সূত্রঃ রাইভালরি দ্য কস্ট ইণ্ডিয়া, ড. তপন চ্যাটার্জি)

পাক ইরান যুদ্ধ শুরু

পাকিস্তানের সঙ্গে ইরানের মিল নেই সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। ইরান পাকিস্তানকে জঙ্গি রাষ্ট্র বলে মনে করে। সেই কারণে তারা দক্ষিণ পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির লক্ষ্য করে হানা দিয়েছিল। পাকিস্তান সেই হানার পাল্টা জবাব দিয়েছে। ইরান পাকিস্তানের পাল্টা হানাকে সাময়িক হজম করে ফেললেও তার জবাব দিতে তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ইরান সেনারা রোজই কুচকাওয়াজ করছে। সামরিক অস্ত্র নিয়ে প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করছে। সামরিক ট্রেনিং এর মাত্রা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে পাকিস্তানের নির্বাচন ফেব্রুয়ারি মাসে। এর মধ্যে পাকিস্তান কোনও রকম ঝামেলায় জড়িত থাকতে চাইছে না। ইরান থেকে বলা হয়েছে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে তাদের কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু পাকিস্তানের আশ্রয় গ্রহণকারী জঙ্গিদের ওপরে ইরান তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখবে। পাক জঙ্গিদের কোনও রমকভাবে রেহাই দেওয়া যাবে না এদিকে পাকিস্তান বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তাদের দেশে কোনও জঙ্গি শিবির নেই। ইরান এটাকে সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে স্বাধীন বালুচ সংগঠন বলতে শুরু করছে যে তাদের দিকে তাক করে পাক সেনারা গোলা গুলি বর্ষন করতে শুরু করেছে। ইরান যেভাবে বালুচে ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে হামলা করেছে তাতে বহু নিরীহ লোক মারা গিয়েছে। তবে ইরান থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে পাকিস্তান যদি জঙ্গি শিবির না তুলে নেয় তাহলে তারা আবার পাকিস্তানকে লক্ষ্য করে ক্ষেপনাস্ত্র বর্ষন করবে এবং ড্রোন হামলা চালাবে। এদিকে পাক সরকার ইরানের সঙ্গে আবার কুটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করার ব্যাপারে আস্থা প্রকাশ করেছে। যদি ওর আগে বলা হয়েছিল যে ইরান ত্যাগ করে যেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতেরা ইসলামাবাদে ফিরে আসে। ইরানের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা একেবারে অসম্ভব। এদিকে আমেরিকা ইরানকে জঙ্গি দমনের ব্যাপারে সমর্থন করতে শুরু করেছে। রাশিয়াও ইরানের পাশে রয়েছে। তার ফলে পাকিস্তান এখন একা পড়ে গিয়েছে। চিন ইরান পাকিস্তানের ঝগড়া মেটাতে মধ্যস্থতা করবে বলে জানিয়েছে। চিন পাকিস্তানের স্বার্থ দেখতে শুরু করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আর্থিক করিডর। চিন আর্থিক করিডর তৈরি করতে বিনিয়োগ করেছে। তবে এবারে চিন ভাবতে শুরু করেছে যে ভারতকে এই আর্থিক করিডরের অংশ করে নেওয়া যায় কিনা। যদিও ভারত চিনের আর্থিক করিডরের প্রধান বাধা। চিন ভারতে সঙ্গে নিয়ে সেই বাধাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। তবে ভারত চিনের ফাঁদে পা দেবে না সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। এদিকে রাম মন্দিরকে নিয়ে ভারত সারা বিশ্বকে তার সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে। রাম আবেগ সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। পাকিস্তানের হিন্দুরা রাম মন্দির উদ্বাধনকে কেন্দ্র করে তাদের ঘরে পুজোর আয়োজন করেছিল। পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি মন্দিরে রামের পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। বাংলাদেশের মন্দিরগুলোতে রাম গান এবং সংকীর্তন অনুষ্ঠান পালিত হয়। এমনকী দুবাইতে রাম গান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সেখানকার ভারতীয়রা। এদিকে পাকিস্তানের নির্বাচনে ইমরান খান যাতে আবার প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন তার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করেছেন শাহবাজ গোষ্ঠী। তারা নওয়াজ শরিফকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এর জন্য প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী বিবাবল ভট্টো এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করেছেন। পাকিস্তানের কপালে শনি নাচছে সেটা ইমরান খান বুঝতে পেরেছিলেন। তার ফলে তিনি ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করেন। তিনি পরিস্কার করে বলেছিলেন আর্থিক এবং খাদ্য সঙ্কট হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সঙ্গে শত্রুতা ভুলে বন্ধুত্বের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। নাহলে কিন্তু পাকিস্তান আগামি দিনে গভীর সঙ্কটে পড়বে। ইমরান খানের কথায় কর্ণপাত না করে শাহবাজ এবং সেনারা মিলে ইমরানকে গদি ছাড়া করে দিল। এদিকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ক্রমশ ঘোরালো হতে শুরু করেছে। ইমরান খান ভারতের মানবিক ভূমিকার প্রবল প্রশংসা করেছেন। আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে পাক সেনারা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছিল ইমরান খানের ভারত বন্দনা বজায় থাকলে আন্তর্জাতিক পাক আর্থিক সাহায্য একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক ভারত বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে পাকিস্তান বহু আর্থিক সহায়তা লাভ করতে থাকে। কিন্তু ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে পরাস্ত করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের শিল্পপতিরা উদার মানসিকতা বহন করে।

চিন নীতিতে ভারত ধীর

ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ চলতে থাকবে। রুশ ইউক্রন যুদ্ধ চলতে থাকবে। চিন ভারত সীমান্ত মীমাংসা করে হবে তা কেউই বলতে পারছে না। চিন আবার অরুণাচল প্রদেশকে তাদের অংশ বলে গ্রহণ করছে। এদিকে ভূটান সিকিম সীমান্ত এলাকার দিকে নজর দিতে শুরু করেছে চিন। চিন নেপালে কমিউনিস্ট দলকে সমর্থন করে সেখান থেকে রাজতন্ত্রকে একেবারে সরিয়ে দিল। তার ফলে ভারতের যে রাজনৈতিক প্রভাব নেপালের ওপরে ছিল তা খানিকটা হ্রাস হয়েছে। তবে ভারত খুবই সংযত হয়ে চলছে। এখন চিনকে একেবারে চটাতে চাইছে না ভারত। মোদির সঙ্গে যে চিনের চেয়ারম্যানের দোলনা কূটনীতি করেছেন। সেখানে কি কথা হয়েছে তা তিনি বক্তব্য করেননি সাংসদে। চিনের আগ্রাসন নীতি নিয়ে নিছক একটি কথাও বললেন কেন মোদি তা নিয়ে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা বিস্মৃত। তাঁরা মনে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক সংঘাত থাকলেও সরাসরি কোনও রকম যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হোক সেটা চায় না মোদি সরকার। চিনকে আর্থিক দিক দিয়ে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেন্দ্র। কিন্তু চিনের সঙ্গে আলোচনার পথটাকে খোলা রেখে দিয়ে চাইছেন মোদি। তিনি কোনও সময়ে চিনের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করে কোনও কথা বলতে নারাজ। সেটা প্রমাণ পাওয়া যাাচ্ছে প্রতিটি পদক্ষেপে। চিনের আর্থিক করিডর নিয়ে ভারত কোনও কথা বলেনি। শুধু চিন সরকারকে জানিয়েছিল যে তারা যেখানে আর্থিক করিডর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা ভারতের অংশ। পাকিস্তানের অংশ নয়। পাকিস্তান আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে ভারত থেকে কাশ্মীরের কিছু অংশ ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন ভারত পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে দখলে নিয়ে আসতে চায়। এতেই পাকিস্তান একেবারে ক্ষিপ্ত। তার ওপরে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি করে দিয়ে কাশ্মীরটাকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে নিল ভারত সরকার। কাশ্মীর থেকে লাদাখকে একেবারে আলাদা করে ফেলল। ফলে আজকে কাশ্মীর দ্বিখণ্ডিত। লাদাখ আলাদা হয়ে যাওয়ার ফলে পাকিস্তান এখন খুবই মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। এদিকে ইজরায়েলকে নিয়ে ভারত কোনও রকমভাবে সরাসরি মন্তব্য করতে নারাজ। ইজরায়েলকে পাশে রেখে ভারত এখন প্যালেস্টাইন নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যারা সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে থাকবে ভারত। প্যালেস্টাইন হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে ঘোষণা করেনি। প্যালেস্টাইনরা হামাসকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। ইসলামিক দেশগুলি হামাসের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলছে না।

উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেল বন্ধন হল রাম মন্দিরে

উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির কোনও মিল ছিল না। বরাবরই উত্তর ভারতকে দক্ষিণ ভারত এড়িয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল। যদি ভারতের চলচ্চিত্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সেতু নির্মাণ করেছিল। দক্ষিণী চলচ্চিত্র ক্রমশ জনপ্রিয় লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিল উত্তর ভারতে। এবারে কিন্তু দক্ষিণ ভারত উত্তর ভারতকে জয় করে নিল বলা যেতে পার রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের যোগ সূত্রকে আরও নিবিড় করে দিলেন। তিনি এবারের লোকসভায় দক্ষিণ ভারত জয় করার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছেন। রাম মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে তিনি দক্ষিণ ভারতে উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি জয় শ্রীরাম নাম সাধনায় মগ্ন ছিলেন। এবারে প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য হল চারশো আসন পাওয়া। সেই দিকে নজর রাখতে তিনি এবারে দক্ষিণ ভারত জয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উত্তর ভারতের বিজেপি আসন সুনিশ্চিত হলে দক্ষিণ ভারতে বিজেপি কোনও আসন পাওয়ার লক্ষ্যে ছিল না। এবারে বিজেপি দল দক্ষিণ ভারতে প্রার্থী দেবে। এবং দক্ষিণ ভারতে যাতে বিজেপি প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। রাম মন্দির তৈরি করা হয়েছে দক্ষিণী ঘরানার মধ্যে দিয়ে। দক্ষিণ সংস্কৃতি দিয়ে এবারে রাম যাত্রা শুরু হল অযোধ্যায়। মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব অস্ত্র ধারন করে দক্ষিণ ভারত জয় করেছিলেন। কিন্তু বিজেপির প্রধানমন্ত্রী মোদি এবরে দক্ষিণ ভারত জয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন রামকে সামনে রেখে। ধর্মকে সামনে রেখে মোদি দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ মানুষের মনে স্থান লাভ করলেন। এবারে অযোধ্যার রাম মন্দির তৈরি করতে দক্ষিণ ভারত থেকে শিল্পীদের নিয়ে আসা হয়েছিল। তার ফলে দক্ষিণ স্থাপত্যের প্রভাব পড়েছে রাম মন্দির নির্মাণে। পাঁচ বছর ধরে রাম লালা মূর্তির গড়নকে ফুটিয়ে তুলেছেন কর্নাটকের শিল্পী অরুণ যোগীরাজ। তিনি বিখ্যাত দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শিল্পী। তাঁর হাত ধরে এই বারে রামের মূর্তি নির্মাণ করা হল। মূর্তির মাথায় যে রুপালি ও লাল তিলক পরানো হয়েছে তাও তামিল সংস্কৃতি থেকে নেওয়া। রাম লালা মূর্তি তৈরি করতে যে পাথর এসেছে তা কর্নাটকের একজন দলিত কৃষকের দান। মাইসুরুর গুজ্জেগোজানাপুরা গ্রামে ৭০ বছর বয়সি এইচ রামদাস বলেছেন যে তাঁর সওয়া দুই একর জমি রয়েছে। সেই জমিতে চাষের জন্য পাথর সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্থানীয় কন্ট্রাক্টরদের বলেছিলেন পাথরগুলি সরিয়ে ফেলতে। শিল্পী যোগীরাজ তখন একটি পাথর পচ্ছন্দ করেছিলেন। সেই পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে রাম লালা। বহু বছর পরে আজকে তিনি নিজেকে খুবই গর্বিত বোধ করছেন কারণ তাঁর পাতর দিয়েই তৈরি হয়েছে রাম মূর্তি যা অযোধ্যা স্থাপিত হল। রাম মন্দিরের দক্ষিণ ভারতের প্রভাব দেখতে বেশি করে পাওয়া গেল। এখানকার অধিকাংশ পুরোহিত এবং পণ্ডিতেরা এসেছেন দক্ষিণ ভারত থেকে। উত্তর ভারতের পণ্ডিত এবং দক্ষিণ ভারতের পণ্ডতেরা মিলিত হয়ে রাম মন্দিরের রাম লালা পুজো অর্চনা শুরু করে দিয়েছে। দক্ষিণ ভারতে বহু শিল্পীরা এবারে রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিন উপস্থিত হয়েছিলেন। দক্ষিণের একাধিক শিল্পীরাও উপস্থিত ছিলেন। অভিনেতা রজনীকান্ত, চিরঞ্জীবী, ধনুষ, রাম চরণের মতো চিত্র তারকারা উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন বিশাল সাদা চাদর গায়ে দিয়ে উপস্থিত থাকা রজনীকান্ত। তিনি রাম মন্দিরের প্রার্থনায় অংশ গ্রহণ করেচিলেন। রাম লালা প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে প্রধমন্ত্রী তামিলনাড়ুতে গিয়েছিলেন। ধনুস্কোডির আরিচল মুনাই পয়েন্টে সমুদ্রের তীরে বলে মোদি রাম ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। রামায়ণে কথিত রয়েছে যে লঙ্কা যাওয়ার আগে রাম ধুনস্কোডিতে অবস্থান করেছিলেন। এখান থেকেই বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল লঙ্কায় যাওয়ার। এই স্থানেই রাম অকাল বোধন সময়ে দূর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন। রামের সেই দুর্গা পুজোয় এখন বাংলায় সালা ফেলে দিয়েছে। বাংলা রামের অকাল বোধন দুর্গা পুজোকে নিজেদের পুজো বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। বাংলার দুর্গা পুজো এখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। জনতার রাম উৎসব থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখলেন না অরবিন্দ কেজরিওয়াল. অখিলেশ যাদব থেকে শুরু করে উদ্ধব থকরে। সবাই এদিন রাম পুজোয় মত্ত ছিলেন। দিল্লিতে রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডের পাঠ এবং মুম্বইতে আরতির আয়োজন করা হয়েছিল। দিল্লিতে আম আদমি দলের প্রতিটি ওয়ার্ড অফিস থেকে একটি করে শোভা যাত্রা বের হয়েছিল। রাম নাম করে সংকীর্তন বের করা হয়েছিল দিল্লিতে। দিল্লিতে প্রচণ্ড শীত। তার মধ্যেও দিল্লির রাম মন্দিরে বিশাল লাইন পড়ে গিয়েছিল পুজোর দেওয়ার জন্য। গোদাবরীর তীরে মহা আরতির ব্যবস্থা করেছিলেন উদ্ধব থাকরে। বিহারে রাম উৎসবের আয়োজন করা হয়েছেল। সেখানে বিজেপি দলের নেতা থেকে শুরু করে আরএসএস সংগঠন জনতাকে সঙ্গে নিয়ে রাম উৎসব পালন করে। কলকাতায় রাম উৎসব পালন করা হয়েছিল। কলকাতায় যাদের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মন্দির রয়েছে সেখানে আরএসএসের সংগঠন থেকে ফলমূল ও মিষ্টি পাঠায়।

রাম মন্দির নিয়ে প্রবাসী ভারতীয়রা উৎসবে মাতে

ভারতের রাম উদ্বোধন সারা বিশ্ব জুড়ে আালোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছে। রাম কোনও একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের চরিত্র নয়। এটা প্রতিটি ভারতবাসীর চরিত্র। যারা ভারতবাসী তাদের কাছে রাম অতি জনপ্রিয়। ভারতের মহাকাব্য রামায়ণ কোনও ধর্মের জন্য নির্দিষ্ট নয়। এই মহাকাব্য পড়ার অধিকার সকলের রয়েছে। রামায়ণ বহু ভাষায় অুবাদ করা হয়েছে। আমেরিকার ভার্জেনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির শ্রীভঙ্কটেশ লেটাস টেম্পলে রাম উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত সেখানে সামিল হয়। তাদের মধ্যে শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। রাম ভারতের একটি আইডেনটিটি। এটা ভারতের একটি ঐতিহ্যের দার্শনিক চরিত্র। ভারত যে এতকাল ধরে প্রাচীন দেশ হিসাবে বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিল তার মূলে রয়েছে রামায়ণ এবং মহাভারত। এই দুই মহাকাব্য ভারতকে চিনতে এবং দেখতে শেখায়। আমেরিকা থেকে শুরু করে ফিজি পর্যন্ত রাম উৎসব পালন করা হয়েছিল। নিউ ইর্য়কের টাইমস স্কোয়ারে সরাসরি রাম মন্দিরের উদ্বোধন সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বহু ভক্তরা সেখানে 'হিন্দুজ অব গ্রেটার হিউস্টন' নামে একটি উৎসবের আয়োজন করেছিল। প্রায় আড়াশো গাড়ি নিয়ে একটি শোভাযাত্রা করা হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলেসে 'ওয়ার্ল্ড হিন্দু কাউন্সিল অব আমেরিকা' এবং কানাডার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আগামী ২৫ মার্চ থেকে রাম মন্দির যাত্রার কথা ঘোষণা করেছে। কানাডার বসবাসকারী হিন্দুরা অযোধ্যায় এসে উপস্থিত হয়ে পুজো দিতে থাকবে। রাম যাত্রা অনুষ্ঠানে রাম-লক্ষণ-সীমা এবং হনুমানকে দেখতে পাওয়া যাবে। তার সাথে ভারতের প্রতিটি সেরা মন্দিরের চিত্র সেখানে থাকবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। নেপালের জনকপুর সীতার জন্মস্থান বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সেখান থেকে বহু মহিলারা উপহার নিয়ে অযোধ্যায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। তারা মাথা কলস থেকে শুরু করে পুজোর উপাচার নিয়ে উপস্থিত হয়। তাদের পুজোর উপচারকে গ্রহণ করে নিয়ে উদ্বাধনের দিন পুজো করা হয়েছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। নেপালের জানকী মন্দির ফুল প্রদীপ দিয়ে সাজানো হয়েছিল। সন্ধ্যার সময়ে প্রদীপের আলোয় জানকী মন্দির আলোকিত হয়ে উঠতে শুরু করে। ক্যারিবীয় ও দ্বীপপুঞ্জে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোয় ভারতীয় জনগোষ্ঠীর বহু মানুষ ববাস করে। সেখানে রাম মন্দিরর উদ্বোধন উপলক্ষে রাম উৎসবের অয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ সেখানে জমায়েত হয়েছিল। মরিশাসে দুইদিন জাতীয় ছুটির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। দুবাইতে ভক্তিগীতির আয়াজন করেছিল ভারতীয় জনগোষ্ঠী।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন যে দেশবাসীকে সচেতন করতে হবে। সবাইকে এক যোগে কাজ করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে। বিজ্ঞান চেতনায়র শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান চর্চার পথ তৈরি করতে হবে। ধর্ম চর্চা করলে মুক্তি পাওয়া যায় না। ধর্মকে প্রয়োজন হলে ত্যাগ করে বিজ্ঞান এবং কর্মকে গ্রহণ করতে হবে। আধুনিক ভারত গড়তে গেলে বিজ্ঞান এবং কর্মকে প্রাধান্য দিতে হবে। সত্যিকারের মানুষ হতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। নব শক্তি বহির্প্রকাশ করতে হবে।

কলকাতার কথা ঃ বিদ্যাসাগরের ঘড়ি

কলকাতার মেট্রোপলিটান স্কুলে বিদ্যাসাগরের কেনা একটি ঘড়ি রয়েছে। সেটি বহুকাল ধরে অযন্তে স্কুলের মধ্যে অযত্নে পড়েছিল। কেউ খেয়াল করেনি যে ঘড়িটি এখানে আবর্জনার মধ্যে পড়ে রয়েছে। স্কুল বাড়ি রং করতে গিয়ে সব ময়লা সরাতে গিয়ে ঘড়ির দিকে সবার নজর পড়ে। সেটি তুলে দেখতে পাওয়া গেল যে অতীত কালের ঘড়ি। প্রায় একশো বছর আগেকার ঘড়ি বলে মনে

করেন সবাই। ঘড়ি বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছে যে এই ঘড়িটি ব্রিটিশ যুগের ঘড়ি।। উদ্ধার করে ঘড়িটি সারিয়ে দেওয়ালে টাঙ্গিরে রাখা হয়েছে। আগে স্কুলের ক্লাস ঘন্টা দেওয়ার সময়ে এই ঘড়ি দেখেই সময় ধরে ঘন্টা দেওয়ার রীতি ছিল। কলকাতা ঐতিহ্যবাহী ঘড়ির সংখ্যা কমতে শুরু করে দিয়েছে। যেগুলো সচল রয়েছে সেইগুলোকে চালু রাখতে উদ্যোগ নিয়েছেন ঘড়িবাবু স্বপন দত্ত মহাশয়।। সেটাকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তাঁকে যথাস্থানে রাখা হয়েছে। এই ঘড়িটি দেখতে বহু লোক এই স্কুলে প্রতিদিন আসা যাওয়া করছে।

চিঠিপত্র ঃ পরিচালক হীরালাল সেন

ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের বিরল ব্যক্তিত্ব হীরালাল সেন। বিখ্যাত চলচ্চিত্র মনীষীদের নাম স্মরণ করতে গেলে হীরলাল সেনের নাম আগে এসে পড়ে। চলচ্চিত্র জগতের একজন দক্ষ সৃষ্টিশীল পরিচালক ছিলেন হীরালাল সেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র ডিজিটাল জগতে যুগে প্রবেশ করে গিয়েছে। টেকনিক্যালের দিক দিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমেরিকার হলিউডের সঙ্গে টেক্কা দিতে সক্ষম। তবে এটা প্রথম ঘটিয়েছিলেন তাঁর নাম হীরালাল সেন। ভারতের মুভি জগতের প্রথম পথ প্রদর্শক হিসাবে তাঁর নাম স্মরণ করা যেতে পারে।। কঠোর পরিশ্রম,অধ্যবসায় এবং সৃষ্টিশীল বাংলার ছবি নির্মাণ করেছিলেন। হীরালাল সেন ভারতীয় চলচ্চিত্রকে উন্নত করার জন্য যে মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করে ছিলেন তাতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে। সারা ভারত জুড়ে দাবি উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে হীরালাল সেনকে প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্রকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। ১৯১৩ সালে দাদা সাহেব ফলকে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। তিনি 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' ছবি ভারতীয় ভাষায় মির্মাণ করে স্বদেশি চলচ্চিত্রের মাইলস্টোন প্রাতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু দাদা সাহেবের চলচ্চিত্র দেখে দেশের মন ভরে নি। রামলাল সেন, কলিকাতা।

হাওড়া বাস স্ট্যান্ডের নেতাজি পার্কে মঙ্গলবার সকালে নেতাজি জয়ন্তীতে নেতাজি মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরুপ রায়।

বীরভূম জুড়েই এবার খাদান, খাস জমিতে পাথর তোলার ছাড়পত্র দিল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৩ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের জমি জটিলতা কাটিয়ে ব্যক্তিগত রায়তি জমিতে পাথর তোলার অনুমতি দিল রাজ্য সরকার। কমপক্ষে এক একর জমি থাকলে সরকার পাথর তোলার ছাড়পত্র দেওয়া শুরু করল। যা বীরভূমের পাথর শিল্পাঞ্চল এলাকায় নয়া ইতিহাস বলে মনে করছেন অনেকে। ঘটনা হল, কংগ্রেস আমলে ১৯৭০ সালে জেলার পাথর শিল্পাঞ্চলের বেকারদের উদ্যোগপতি ও শ্রমিকদের হাতে কাজের জন্য বীরভূমের মহম্মদবাজারের পাঁচামি এলাকায় ব্লক বণ্টন শুরু হয়। তখন ৩০ একরে এক একটি করে পাথর ব্লক তৈরি করা হয়। পরবর্তী তা কমে ১৫ এবং ৭ একরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু ২০১৬ সালের ২৯ জুলাই পরিবেশ দফতরের ছাড়পত্র সহ আইনি জটিলতায় প্রায় সব খাদান বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সময় জেলায় ২০৭ টি খাদান ছিল। কিন্তু তার মধ্যে হাতেগোনা ৫ থেকে ৬ টি বাদে সব খাদান কাগজে কলমে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু সমঝোতার মাধ্যমে প্রায় সব খাদান চলছিল। ডিসিআর জরিমানা নিয়ে সেই পাথর বিক্রি হত। সে নিয়েও নানান ধন্ধ ছিল। অন্যদিকে, জেলা জুড়ে পাঁচামি, তালবাঁধ, শালবাদরা, রামপুরহাট, নলহাটি, মুরারই, রাজগ্রামের খাদান নিয়ে বিস্তর আলোচনা শুরু হয়। কারণ জমির মালিকানা জটিলতায় বারেবারে তা আটকে যাচ্ছিল। মূল সমস্যা দাঁড়িয়েছিল ব্যক্তিগত রায়তি জমি থেকে কি করে সরকার পাথর তোলার অনুমতি দিতে পারে। দ্বিতীয় সমস্যা দাঁড়িয়েছিল, খাদান এলাকার বহু জমি আদিবাসীদের। তাঁদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে খাদান মালিকরা পাথর তুলছিলেন। দীর্ঘ ৫০ বছরের সেই জটিলতা কাটিয়ে ব্যক্তিগত রায়তি জমিতে পাথর তোলার অনুমতি দিল রাজ্য সরকার। যাতে কমপক্ষে এক একর জমি থাকলে সরকার পাথর তোলার ছাড়পত্র দেওয়া শুরু করল। তাতে জেলা জুড়ে আর অন্তত ৭৫ টি ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। সোমবার শুরু হল সরকারি খাস জমিতে পাথর তোলার দরপত্র গ্রহণ। যেখানে প্রথম পর্যায়ে ৩২ টি খাস জমিকে চিহ্নিত করে তা পাঁচ বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি লিজ দেওয়া হবে। পাঁচামিতে ১২ টি, নলহাটিতে দু'টি, রামপুরহাটে ৯ টি মুরারইয়ে ৯ টি খাদান পাথর তোলার জন্য দেওয়া হবে। সোমবার থেকে অনলাইনে সেই দরপত্র নেওয়া শুরু হল।

প্রশাসনিক সভা করতে আজ বর্ধমানে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৩ জানুয়ারি ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে পূর্ব বর্ধমানের গোদার মাঠে বুধবার প্রশাসনিক বৈঠক করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক ঘিরে মঙ্গলবার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ থেকে শুরু করে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, মুখমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক আধিকারিকরা সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরাও গোদার মাঠে যান। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দুই বর্ধমান জেলার প্রাশাসনিক আধিকারিকদের নিয়েই চলবে প্রশাসনিক বৈঠক। দুই বর্ধমানের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির পরিষেবাও প্রদান করা হবে মঞ্চ থেকে। জেলা প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গেছে যে, এদিন মুখ্যমন্ত্রী মোট ৪৯১ টি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করবেন যার আর্থিক মূল্য ৩৬৫.৪৫ কোটি। পূর্ব বর্ধমানের প্রকল্প গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প গুলি হল, রাস্তাশ্রী প্রকল্পের আওতায় সমগ্র জেলা জুড়ে ৫১৯.৫৮ কি.মি. মোট ৩৯০টি রাস্তা নির্মাণ যার আর্থিক মূল্য ১৭৪.৪৯ কোটি। রায়না-দামিন্যা ভায়া গোতান ১৭.২৫ কি.মি. রাস্তা দৃঢ়করণের কাজ যার আর্থিক মূল্য ২৯.৭৯ কোটি। রায়না-জামালপুর ১০.০০ কি.মি. রাস্তা দৃঢ়করণের কাজ যার আর্থিক মূল্য ১৩.৯৫ কোটি। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট কোভিড হাসপাতাল ভবন, যার আর্থিক মূল্য ১২.১৬ কোটি। মৌগ্রাম ও তৎসংলগ্ন মৌজায় নলবাহী পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের পরিবর্ধণ যার আর্থিক মূল্য ১০.৮৩ কোটি। কুচুট ও তৎসংলগ্ন মৌজায় নলবাহী পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প যার আর্থিক মূল্য ৯.১১ কোটি। নব প্রশাসনিকভবন পূর্ব বর্ধমান যার আর্থিক মূল্য ৮.০৩ কোটি। বর্ধমান মেডিকেল কলেজের নবনির্মিত অক্সিজেন মেনিফোল্ড বিল্ডিং, যার আর্থিক মূল্য ১.০৫ কোটি। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ইউরোলোজি মেশিন স্থাপন যার আর্থিক মূল্য ১.০০ কোটি, এছাড়া কচুরিপানা হইতে হস্তশিল্প সামগ্রী প্রস্তুত যার আর্থিক মূল্য ৪৭ লক্ষ টাকা। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মোট ৫৪৭ টি প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস করবেন যার আর্থিক মূল্য ৮৩৭.৮১ কোটি। তার মধ্যে পূর্ব বর্ধমানের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্প গুলি হলঃ বর্ধমান আরামবাগ রাস্তা (রাজ্যসড়ক-৭) ৬.৫০ কি.মি. হইতে ৩২.৬২৫ কি.মি. পর্যন্ত প্রশস্তিকরণ এবং দৃঢ়ীকরণ যার আর্থিক মূল্য ৭৮.৯৫ কোটি। ২০০ জন ছেলে এবং ২০০ জন মেয়েদের জন্য নতুন হোস্টেল ভবনের নির্মাণ যার আর্থিক মূল্য ২১.০৬ কোটি। বিষ্ণুপুর ও তসংলগ্ন মৌজায় নলবাহী পানীয় জল সরবরাহ যার আর্থিক মূল্য ১৬.১১ কোটি। গোপালবেরা ও তসংলগ্ন মৌজায় নলবাহী পানীয় জল সরবরাহ যার আর্থিক মূল্য ৯.৮৭ কোটি। ৩৬টি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ৩৬টি সায়েন্স ল্যাব এবং ৩০টি লাইব্রেরি নির্মাণ যার আর্থিক মূল্য ৯.৪০ কোটি। আর.আই. ডি.এফ-২৯ প্রকল্পে পাচুন্দি রেল স্টেশন থেকে আগরডাঙ্গা মো। মুলগ্রাম পর্যন্ত ১২ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ। যার আর্থিক মূল্য ৭.৭৩ কোটি। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার বিল্ডিং নির্মাণ যার আর্থিক মূল্য ৬.০০ কোটি। ইডেন খালের উপর (চাঁচাই গ্রামে) চেন ২৮৭.০০ তে একটি ব্রিজ নির্মাণ যার আর্থিক মূল্য ৪.৫৮ কোটি। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছাত্রাবাস নির্মাণ যার আর্থিক মূল্য ৪.০০ কোটি। দাঁইহাটে ২ পাম্প অগ্নিনির্বাপন কেন্দ্র নির্মাণ। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভায় জেলাজুড়ে প্রায় এক লক্ষ মানুষের সমাগম হবে বলে দাবী করেছেন রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

ছাত্র যুব বিজ্ঞান মেলার শুভারম্ভ

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি ঃ জেলাস্তরীয় ছাত্র-যুব বিজ্ঞান মেলা -২০২৪ -এর শুভ সূচনা হল। আজ দেশ নায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মদিবস। এই বিশেষ দিন থেকেই এই বিজ্ঞান মেলার শুভ সূচনা হলো। এদিন সকালে এই ছাত্র যুব বিজ্ঞান মেলার শুভ সূচনা হয় শিলিগুড়ি উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ে। এই জেলা স্তরের যুব বিজ্ঞান মেলার শুভ সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। সূচনাকালে উপস্থিত হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব, আগামী কয়েকদিন এই বিজ্ঞান মেলা চলবে। মেয়র গৌতম দেবকে উত্তরীয় পড়িয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উল্লেখ্য বিজ্ঞান বিষয়ক এই মেলা ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার ঘটাবে।

E-Tender Notice

Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide NIeT No-MSD/KAN/GOK- II GP/07/2023-24 (Sl No. 1 to 12). Last date of submission 02/02/24 up to 4 p.m. For details visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

Abridge Tender Notice

NIT NO-WB/PM/CHP/EO/NIT_28/2023-24

E-Tenders are hereby invited by Executive Officer on behalf of Chandipur Panchayat Samity, Last Date of submission of tender is on 05th **Fubruary, 2024** up to **17:00** hrs. All other details will be available in www.wbtenders.gov.in or in the office notice board during office hours up to maintain date.

Sd/-
Executive Officer
Chandipur Panchayat Samity

জনান্তিক সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে নেতাজির জন্ম দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৩ জানুয়ারি ঃ দুর্গাপুর বেনাচিতিতে পাড়ার কচিকাঁচাদের নিয়ে জনান্তিক সাংস্কৃতিক সংস্থা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মদিবস পালন করলো প্রভাত ফেরী, নেতাজীর ছবিতে মাল্যদান, গান, কবিতা, বক্তব্যের মাধ্যমে। জনান্তিক সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাপতি সুচেতা কুন্ডু ছাত্র- ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

'অন্যায়ের সাথে আপোষ করার মতো নিকৃষ্টতম অপরাধ আর নেই' নেতাজির এই বাণীকে সামনে রেখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে ছাত্রদের। ছাত্রদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস যুক্তিবাদী মন গড়ে তোলার জন্য নেতাজি যেভাবে এগিয়ে গিয়েছিলেন আমাদেরও তার শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজের বুকে ছাপ ফেলতে হবে। ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে রক্ষা করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়।

নেতাজীর জন্মদিন পালন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ জানুয়ারি ঃ এদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ধমান শাখা বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে মহান দেশনায়ক বিপ্লবী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের ১২৮তম জন্মদিবসটি মর্যাদার সাথে পালন করা হল।

সমবেত সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল সাড়ে দশটায়, চলে বেলা বারো টা পর্যন্ত। দেশভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশনের পাশাপাশি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সম্পাদক কাশীনাথ গাঙ্গুলী। নেতাজির মহান জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন সাহিত্যিক কাশীনাথ গাঙ্গুলী, নিখিল চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুজিত চট্টোপাধ্যায়, লেখক প্রদীপ ব্যানার্জী, তরুণ কবি সৌম পাল, বরুন মজুমদার, সমাপ্তিকা মন্ডল, সাংবাদিক অপূর্ব দাস, দুরন্ত নাগ, অনন্ত মন্ডল, সংগীতে অংশ নেন করবি ঘোষ, স্বাগতা বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দনা সরকার, দেবনাথ মুখার্জী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, রত্না সরকার, স্বাতী ব্যানার্জী, সৌরেন ঘোষ, মিতা মন্ডল, প্রীতি বিশ্বাস, অধ্যাপক সুজিত চট্টোপাধ্যায় ও বাচিক শিল্পী সায়ন্তি হাজরা পাল এর সুচারু পরিচালনাতে অনুষ্ঠান প্রানবন্ত হয়ে ওঠে। কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি অরুন শিকদার, তাপস ভূষণ সেনগুপ্ত, অশোক বর্মন, মন্দিরা মুখার্জী, রত্না সরকার, মিতা মন্ডল, শিক্ষক মানব সরকার, আইনজীবী সঞ্জয় ঘোষ, হরি শঙ্কর মাঝিলা প্রমুখ, তবলা সঙ্গত করেন সৌরেন ঘোষ। এদিন স্মৃতি চারণা, মাল্যদান, গান, কবিতার মধ্যে দিয়ে দেশ নেতা নেতাজি কে শ্রদ্ধা জানানো হয়। নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানাতে শীতের সকালেও সাহিত্য পরিষদের সিংহভাগ সদস্য উপস্থিত ছিলেন এদিন।

তুফানগঞ্জে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহাশ্মশানের প্রাচীর, চুল্লী সংস্কার

দুরন্ত বার্তা, তুফানগঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি ঃ কথা দিয়ে কথা রাখলেন রাজেশ তন্ত্রী! দীর্ঘদিন থেকে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা মহাশ্মশানের সংস্কার ও আধুনিকরণ করলেন তুফানগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি রাজেশ তন্ত্রী। প্রসঙ্গত তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের মারুগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের

ঘড়ঘড়িয়া নদীর তীরে মহা শ্মশানটি দীর্ঘদিন থেকে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটের আগে রাজেশ তন্ত্রি কথা দিয়েছিলেন যদি তিনি নির্বাচিত হন তাহলে তার প্রথম কাজ হবে এই মহাশ্মশানটি সংস্কার করা। আর সেই কথা দিয়ে কথা রাখলেন তুফানগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ- সভাপতি রাজেশ তন্ত্রী। তুফানগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির অর্থানুকুলে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহাশ্মশানের প্রাচীর, চুল্লী সংস্কার, প্রেভার্স ব্লক সহ মহাশ্মশানে একটি আদিযোগীর মূর্তি স্থাপন করা হয়। মহাশ্মশানটি সংস্কার ও আধুনিকরণ করায় অত্যন্ত খুশি এলাকাবাসীরা। এই বিষয়ে তুফানগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি রাজেশ তন্ত্রী বলেন এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল মহামহাশ্মশানটি সংস্কার করা। স্থানীয় বাসিন্দারা মহাশ্মশানটি সংস্কারের জন্য বিজেপি বিধায়ক ও এমপিকে জানালেও তারা কোন গুরুত্ব দেননি। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাধারণ মানুষ আমার কাছে দাবি রেখেছিল মহা শ্মশানটি সংস্কার করে দেওয়ার জন্য। আমি কথা দিয়েছিলাম যদি জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হই তাহলে মারুগঞ্জের প্রথম কাজ হবে মহাশ্মশানটি সংস্কার ও আধুনিকরণ করা। আর সেই কথা মতই আজ মহা শ্মশানের উদ্বোধন করা হলো।

দামামা বাজতে চলেছে লোকসভার তার আগে কোচবিহারে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৩ জানুয়ারি ঃ ইতিমধ্যে দামামা বেজে গেছে লোকসভা নির্বাচনের যদিও নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি এখনও এরই মাঝে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ঝড় তুলেছেন তাদের প্রচারে। লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই তাই মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল বিজেপি, তৃণমূল , বাম এমনকি পিছিয়ে নেই কংগ্রেস। আগামী ২৫ জানুয়ারি কোচবিহারে এসে পৌঁছবেন রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে। এই প্রথমবার দীর্ঘদিন বাদে কংগ্রেসের কোন হেবি ওয়েট নেতৃত্ব কোচবিহারে আসবেন। মণিপুর থেকে শুরু হয়েছে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা যে আগামী ২৫ তারিখ আসাম বাংলা বর্ডার বক্সিরহাটে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরী নেতৃত্বে বাংলায় প্রবেশ করবে রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানালেন এআইসিসি মেম্বার প্রিয়া রায়চৌধুরী। তিনি বলেন ন্যায় যাত্রার মূল উদ্দেশ্য সারা ভারতের মানুষের যে ন্যায্য প্রাপ্ত অধিকার তা ফিরিয়ে আনা মূলতঃ মহিলাদের অধিকার সবার জন্য খাবার সবার মাথার উপর ঘর। তিনি আরো বলেন, ২৫ তারিখ বৈরাতি নৃত্যের মাধ্যমে তাকে বরণ করে নেওয়া হবে এবং তারপর তিনি বক্সিরহাটে একটু জনসভা করবেন এবং ন্যায় যাত্রার জন্য তৈরি বিশেষ বাসে করে রওনা দেবেন কোচবিহারের উদ্দেশ্যে মাঝে চামটা এলাকায় তিনি মধ্যাহ্ন ভোজন সারবেন এবং সেখানে একটি বড় মাঠে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এরপর আবার ন্যায় যাত্রার বাসে করে রওনা দেবেন কোচবিহার শহরের উদ্দেশ্যে। কোচবিহার শহরে প্রবেশ করার পর রেল ঘোমটি তে দাঁড়াবেন এবং মা ভবানী চৌপতি থেকে পদযাত্রা করবেন খাগড়াবাড়ি পর্যন্ত। সেখান থেকে পুনরায় বাসে করে পুন্ডিবাড়ি ঘোকসারডাঙ্গা হয়ে ফালাকাটায় চলে যাবে আগামী দু রাত্রি তিনি ফালাকাটায় থাকবেন। ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধী এই নেই যাত্রা কে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন বাদে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। বিরোধীরা বারবার যেখানে প্রচার করতে গিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েছেন এই রাজ্যে ঠিক সেই সময় লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীর এই ন্যায় যাত্রা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আগামী লোকসভা নির্বাচনে তাহলে কি এর প্রভাব পড়বে যদিও এই বিষয়ে আশাবাদী কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কর্মী সমর্থক সকলেই। বক্সিরহাট থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার রাস্তা পতাকা মোড়ে দিতে চাইছেন কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। তবে এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন - এটা ওদের দলীয় ব্যাপার তারা দলীয় প্রচার করতেই পারে। লোকসভার এখনো বহুদিন বাকি যে কোন রাজনৈতিক দল তার প্রচার চালাতে পারে এই বিষয়ে আমাদের কোন মন্তব্য নেই। তবে এই ন্যায় যাত্রা কে নিয়ে কটাক্ষ করেন কোচবিহার জেলার বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায়। সুকুমারবাবু বলেন - আগামী লোকসভায় শুধু কোচবিহার নয় দেশজুড়ে বিজেপির জয়জয়কার হবে যে কোন রাজনৈতিক দল তার প্রচার করতে পারে এটাই গণতন্ত্র। তবে বিজেপি প্রচার করতে গেলে তৃণমূল বাধা দেয় আর কংগ্রেসের প্রচারে আসলে তারা মুখ খোলেন না আসলে যেখানে যাকে প্রয়োজন তৃণমূল তার সাথেই আঁতাত করে। ন্যায় যাত্রা প্রসঙ্গে সুকুমারবাবু বলেন - কংগ্রেসের হাতে গোনা দশটি লোক নেই তাই তাদের এই যে কোন যাত্রা নিয়েই বিজেপি চিন্তিত নয়। গত লোকসভা তেও বিপুল ভোটে কোচবিহার থেকে জয়লাভ করেছে বিজেপি। কংগ্রেসকে পিছিয়েছিল অনেক দূরে এমত অবস্থায় ২৪ - এর লোকসভা ভোটের আগে তাহলে কি অক্সিজেন পাবে কংগ্রেস এ প্রশ্নই এখন রাজনৈতিক মহলে ? তবে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে প্রিয়া রায়চৌধুরী কোচবিহারের আপামর জনসাধারণকে এই ন্যায় যাত্রায় শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ জানুয়ারি ঃ সোমবার রাতে ডিভিসির এমটিপিএস কর্মী আবাসনে ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের কর্মী ও আধিকারিক মহলে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত কর্মী আবাসনের বাসিন্দারা। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা পুরো আবাসন, ২৪ ঘন্টা নিরাপত্তার ব্যবস্থা, আবাসনে টহলদারি সত্ত্বেও তালা ভেঙে চুরি বা ডাকাতির ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনও চিন্তিত। কর্মী আবাসনের বাসিন্দারা নিরাপত্তা রক্ষায় উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। তাদের দাবি নিরাপত্তার ঢিলেমিতেই এই প্রথম এধরনের ঘটনা ঘটলো। আবাসনের বাসিন্দা সমীর বাইন বলেন, এমটিপিএস স্টাফ ও অফিসার কলোনী মিলিয়ে প্রায় ১৫৫০ টি ফ্লাট বাড়ি রয়েছে। নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যাও শতাধিক। আমরা ভাবতেই পারি না কলোনীতে চুরি করার সাহস কারো হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এনআইটি/০২/২৪/৫ তারিখঃ ২২.০১.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্রম নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ- (১) **০৮২৩১৬০২এ**; বিএইচইএল ইএমএল নির্মিত ৫০০ কেভিএ, ৭৫০ ভোল্ট ইত্যাদির জন্য এভিআর সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৪.০১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট।(২) **২০২৩১৯০২এ**; কেপিএ ড্রয়িং নং. ইআর/কেপিএ/ইএল/এআর.৩এইচই.১৫৪০সি (শীট ১ ও ২) অনুসারে ১/২" ড্রেন কক অ্যাসেম্বলি; ₹ ১,০২,০১০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৩) **১৪২৩১০৪১এ**; রিলে এসিআই প্লাগ ইন টাইপ স্টাইল কিউএনআই, ডিসি নিউট্রাল লাইন, ২৪ভি, ৮এফ/৮বি কনট্যাক্টস ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক কনট্যাক্টস মেটাল টু কার্বন কমপ্লিট উইথ প্লাগ বোর্ড, রিটেনিং ক্লিপ ইত্যাদি; ₹ ২,৯১,১০০; (৪) **২০২৩১১২৫এ**; ইন্টার ভেহিকেল কাপলার প্লাগ অ্যাসেম্বলি; ₹ ০; (৫) **২০২৩১৮২৯এ**; মোডিফায়েড ফ্যান চেম্বার (৩.১৫ কিমি পুরু প্লেট) ২৫৩ বিডব্লু ও ৪৬০১ এজেড ইএমইউ ট্র্যাকশন মোটর; ₹ ১,২০,৯৭০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৭.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং.৩ থেকে ৬-এর জন্য। (৭) **০৮২৩১০৩১**; ফায়ার রিটারড্যান্ট লো টেনশন কটন ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (৮) **১২২৩৫৪১৭**; ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ার্স সংগ্রহের কাজ;₹ ৫০৭৮০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৮.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং.৭ ও ৮-এর জন্য। (৯) **১০২৩২৩৭৭**; ট্র্যাকশন ব্রেকিং সুইচ ড্রাম টাইপ সিটিএফ ১,২,৩ হাই ক্যাপাসিটি ইত্যাদি; ₹ ২,৫৫,১৯০; (১০) **১৪২৩১১২১**; থার্মোশ্রিঙ্ক জয়েন্টিং কিট ভূগর্ভস্থ ০.৯ মিমি ব্যাসের কনডাক্টর ৪/৬ কোয়াড কেবেল যুক্ত করার জন্য স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএসঃ টিসিঃ৭৭ ২০১২ (রেভ.-৩) সাম্প্রতিকতম ইত্যাদি সমেত; ₹ ০; (১১) **২১২৩১৪৬৩বি**; বিওএক্সএনএইচএল (এমপিএস) ওয়াগন ইত্যাদির জন্য হোস পাইপ ব্রেক সিলিন্ডার; ₹ ৯৭,৭৫০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং.৯ থেকে ১১-এর জন্য। (১২) **১৬২৩৫০৪৩**; বিভিন্ন ধরনের ই-বিম কেবেল ইত্যাদি; ₹ ২,১৯,১২০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (১৩) **১১২৩১১১২**; পোর্সেলিন কোমোড উইথ ইলিপ্টিকাল বটম ইত্যাদি; ₹ ০; (১৪) **১১২৩১৫২৬**; এলইডি লাইট ফিটিং ইত্যাদি; ₹ ০; (১৫) **২০২৩১০৭৪**; সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্ট অনুসারে ৪১টি দফা সহ (মেসার্স এসকর্টস নির্মিত) স্পেয়ার্স ইপি ইউনিটের কিট - সংগ্রহের কাজ; ₹ ৪,৭৫,৮৩০; (১৬) **২১২৩১২০৫এ**; 'কে' ধরনের কম্পোজিশন ব্রেক ব্লক ইত্যাদি; ₹ ১,৭০,৬৮০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১২.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং.১২ থেকে ১৬-এর জন্য। (১৭) **১০২৩১০০৩**; সাসপেনশন স্প্রিং ইনার ইত্যাদি; ₹ ৮৩,২৭০; (১৮) **১০২৩২৪০৫**; ডিজিটাল নচ ইন্ডিকেটর ইত্যাদি; ₹ ৭৭,৪৯০; (১৯) **১১২৩১৫৮৪**;২৪ ভোল্ট স্টার্টার ব্যাটারি চার্জার ইত্যাদি; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৩.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং.১৭ থেকে ১৯ পর্যন্ত। (২০) **০৫২৩১১৮২এ**;বল বিয়ারিং - ৬৩১৩ সিও; ₹ ৫২,৭৭০;(২১) **১০২৩১০১৫**; মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক ইলেকট্রনিক গতি নির্দেশক; ₹ ২,২৮,৬৮০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৪.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং.২০ ও ২১-এর জন্য। (২২) **০৭২৩১০৪২এ**;ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড, ক্লাস ডি, কোটিং-এর ধরনঃ হেভি স্পেকন নং. আইআরএসঃ এম-২৮/২০২০ এবং এসটিআরঃ আরডিএসও এম সি এসটিআর ডব্লু ০১ রেভ.০৩, আকারঃ ৪ মিমি x ৪৫০ মিমি; ₹ ০; (২৩) **০৮২৩১০৮৯৬**; রেলওয়ে ক্যারেজ ফ্যান ১৪০ ভোল্ট এসি ইত্যাদি; ₹ ২,৩০,৬২০;(২৪) **১০২৩১৮১২৬**; এলইডি ধরনের মার্কার লাইট অ্যাসেম্বলি সম্পূর্ণ; ₹ ৯৬,৮৯০; (২৫) **১০২৩১৯৮০**;জি৯/পি৭ লোকো ইত্যাদির চেন সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (২৬) **১১২৩১৭১০**; গ্র্যাভিটি কক ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (২৭) **১৪২৩১০৪৩**; রিলে, নন-এসি ইমিউন প্লাগ-ইন-টাইপ, স্টাইল "কিউএন১" ডিসি নিউট্রাল লাইন, ২৪ভি, ৮এফ/৮বি কন্ট্যাক্টস, ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক কন্ট্যাক্টস মেটাল টু কার্বন কমপ্লিট উইথ প্লাগ বোর্ড, রিটেনিং ক্লিপ এবং কানেক্টর ইত্যাদি; ₹ ২,৪১,৪৮০;(২৮) **২১২৩১২৯৮এ**; টপ সাইড বিয়ারার লাইনার ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৭৯,০৫০; (২৯) **২১২৩১৪৭০**; ব্রেক হেড পিন বিএমবিএস বগি ইত্যাদির জন্য; ₹ ১,১৯,৭৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৫.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং.২২ থেকে ২৯-এর জন্য। (৩০) **১০২৩২৪৮৩**; ট্রানজিশন স্ক্রু-র রিভাইসড অ্যারেঞ্জমেন্ট ক্রয়; ₹ ৫৬,৯১০; (৩১) **১১২৩১২৫৯**; প্রেসড চ্যানেল ২৫ x ৫০ x ২৫ x ১২১৯ x ৩.১৫ মিমি পুরু ইত্যাদি;₹ ০; (৩২) **১৪২৩১০৯৫**; রিলে, এসি ইমিউন, প্লাগ ইন টাইপ, স্টাইল "কিউটিএ২", ডিসি নিউট্রাল ট্র্যাক, ৯ ওহম, ২এফ/১বি ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক কন্ট্যাক্ট সমূহ; ₹ ১,২৮,৭১০; (৩৩) **২১২৪১১৬২**; ক্রস বার ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ৬৩,৮৮০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৬.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং. ৩০ থেকে ৩৩-এর জন্য। (৩৪) **১০২৩১০০৬**; সাসপেনশন স্প্রিং ইত্যাদি ক্রয়; ₹ ১,৪১,৪১০; (৩৫) ১৪২৩১০৪৫; সকল আনুষাঙ্গিক সমেত ল্যান এক্সটেন্ডার সংগ্রহের কাজ; ₹ ৫১,৭৮০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৭.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং.৩৪ ও ৩৫-এর জন্য। (৩৬) **০৫২৩১১২৩**;জেনারেল পারপাস সিন্থেটিক লাইট ইত্যাদির জন্য পেন্ট রেডি মিক্সড ফিনিশিং সংগ্রহের কাজ; ₹ ৫৬,৫০০;(৩৭) **০৮২৩১১১৪**; ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ইত্যাদির জন্য কার্বন ব্রাশ; ₹ ২,৯৯,৭৫০; (৩৮) **১০২৩১১৪৩**;প্যান্টোগ্রাফের জন্য সুইচ ইত্যাদি; ₹ ৬৫,৭৭০; (৩৯) **১০২৩১৩১৭৬**; অ্যাক্সেল বক্স অ্যাসেম্বলি কমপ্লিট;₹ ১,২৭,৭২০; (৪০) **১০২৩১৭৬৫**; অয়েল পাম্প ট্রান্সফরমার ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ৫৭,০৯০; (৪১) **১০২৩২২২১এ**; রিলে কিউআরএসআই ১ ও ২ ধরনের; ₹ ১,২৯,৩৮০; (৪২) **১৫২৩৫০৩৩এ**; ট্রান্সফরমার অয়েল ফিল্টারেশন প্ল্যান্ট, ক্যাপাসিটি ৩০০০ এলপিএইচ সিওএফএমওডব্লু/আইআর/ এইচভিটিওপি/২০১৪ (রেভ.VII) অনুসারে; ₹ ১,১৪,৫৯০; (৪৩) **১৫২৩৫১৫৮এ**; সংশ্লিষ্ট টেকনিকাল স্পেসিফিকেশন অ্যানেক্সার এ অনুসারে জামালপুর ফ্রেট ইয়ার্ড ডিপোর জন্য ইওটি ক্রেন ২০ টন সরবরাহ এবং সূচনা; ₹ ১,১২,২০০; (৪৪) **১৫২৩৫১৯৮**; বগি লোড টেস্টিং মেশিন ৫০ টন সরবরাহ ও সূচনা; ₹ ১,১২,২০০; (৪৫) **২১২৩১২৮৬বি**; হ্যান্ড ব্রেক হুইল (আরএইচ ও এলএইচ) ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (৪৬) **২১২৩১৩৯৩এ**; নন-অ্যাসবেস্টস 'এল' ধরনের কম্পোজিশন ব্রেক ব্লক ফ্রেট স্টক প্রভৃতির জন্য; ₹ ৪,৪৬,৬৬০; (৪৭) **২১২৩১৪৭৬এ**; বিএমবিএস বগির জন্য পিন সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,২৩,৫১০;(৪৮) **২১২৪১২১০**; ডিস্ট্রিবিউটর ভালভ কমপ্লিট ইত্যাদি; ₹ ২,৫২,৫৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং.৩৬ থেকে ৪৮-এর জন্য। (৪৯) **০৮২৩১০১৫**; কেবল সিঙ্গল কোর ১৫০ বর্গ মিমি সংগ্রহ, কম্পোজিশন ক্লাস ৫ ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৪৪,৩৫০; (৫০) **১১২৩১০৪৬**; অ্যাঙ্কর লিংক ইত্যাদির জন্য সংযোগকারী পাইপ সমেত হাউজিং সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (৫১) **১১২৩১২০২**; এলএইচবি নন-এসি কোচ সমূহের জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং; ₹ ৬১,০২০; (৫২) **২১২৩১১৪২এ**; নাট এবং বুশ ইত্যাদি সমেত আই বোল্ট; ₹ ১,০৮,০৩০; (৫৩) **২১২৩১২৭৭**; লোড সেন্সিং ডিভাইস ইত্যাদি; ₹ ১,৪০,৪৯০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২০.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং.৪৯ থেকে ৫৩-এর জন্য। (৫৪) **১৫২৩৫০৮৮বি**; রোটারি স্ক্রুইলেকট্রিকাল ড্রিভেন এয়ার কম্প্রেসার স্পেসিফিকেশন নং এইচডব্লুএইচ/ইআর/আইআর/ইডিএসি/ ৫০০, ক্যাপাসিটি - ৫০০ সিএফএম, ১০ কেজি/ বর্গ সেমি অনুসারে সরবরাহ, প্রতিষ্ঠাএবং সূচনা করা; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৮.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। (৫৫) **০৮২৩১৩৪২**; ল্যাভেটরি ইত্যাদির জন্য এলইডি লাইট ফিটিং সংগ্রহের কাজ; ₹ ৬৭,০৪০; (৫৬) **১৫২৩৫০৯৬এ** ইওটি ক্রেন, ক্যাপঃ ৫ টন সেই সঙ্গে ৭০ মিটার শ্রাউডেড ধরনের ডিএসএল প্রতিটি ক্রেনের সঙ্গে সংগ্রহ, সরবরাহ ও সূচনার কাজ; ₹ ২,২১,৮৮০;**টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৯.০২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র. নং ৫৫ ও ৫৬-এর জন্য। (৫৭) **০৮২৩১৪৯৮**; কনভেনশনাল আরএমপিইউ ইত্যাদির জন্য ফ্রেশ এয়ার ফিল্টার সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (৫৮) **২০২৩৫০৪৫**; এস.এস. (সিআরএফ) ট্রাফ ফ্লোর ইএমইউ টিআর এবং মোটর কোচের, আইসিএফ ড্রয়িং নং. আইসিএফ/এমআরভিসি/ডি/এইচসি-১-৩-০০২, আইটেম নং.১, অল্ট নং. "ডি" সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং. ৫৭ ও ৫৮-এর জন্য। (৫৯) **১০২৩১১৮১**; ডব্লুএজি৯/ডব্লুএপি৭ ইত্যাদির জন্য সাসপেনশন টিউব; ₹ ৮৩,৫৭০;(৬০) **২০২৩৫০৪৭**; ইএমইউ টিআর. কোচসমূহের জন্য ড্রয়িং নং. ডিসি/ইএমইউ-০-১-০০২ অল্ট-এস/৫ এবং আরডিএসও-র স্পেসিফিকেশন নং. ডব্লুডি-০১-এইচএলএস-১৯৯৪ রেভ.৩ অফ জানুয়ারি ২০০৯ সমেত অ্যামেন্ডমেন্ট স্লিপ নং. ০৪ অফ অক্টোবর ২০২০, মেটেরিয়াল - আইএসঃ ৩১৯৫-এর অ্যাক্সেল বক্স গাইড-এর হেলিক্যাল স্প্রিং সেন্টারলেস গ্রাউন্ড সংগ্রহের কাজ; ₹ ৭৪,৭৬০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১১.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং.৫৯ এবং ৬০-এর জন্য। (৬১) **১৫২৩৫০৭৬এ**; কয়েল স্প্রিং স্ক্র্যাগিং এবং লোড ডিফ্লেকশন টেস্টিং মেশিন সংগ্রহের কাজ; ₹ ০; (৬২) **১৫২৪৫০০৪**; হাইড্রোলিক প্রেস "সি" ফ্রেম ভার্টিকাল টাইপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, সরবরাহ এবং সূচনার কাজ; ₹ ৮১,১৮০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৮.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট ক্র.নং. ৬১ ও ৬২-এর জন্য। (৬৩) **১৫২৩৫০৮৭বি**; ইওটি ক্রেন ৩ টন সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ; ₹ ৫২,০০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৩.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৬৩ প্রতিক্ষেত্রে ₹ ০। **সংশোধনীঃ** নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলির প্রকাশিত সংশোধনীর জন্য **www.ireps.gov.in** দেখুনঃ ১১২৩১০৯১ খোলার তারিখঃ ০৭.০২.২০২৪ এবং ১১২৩১০৯০ খোলার তারিখঃ ০৮.০২.২০২৪। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিষয়ে আরও বিশদ জানতে এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-65/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

IIFL FINANCE গোল্ড লোন

PUBLIC NOTICE

The branch of IIFL Finance Ltd. located at 148, Jessore Road, 2nd Floor, Block-B, Aditya Bhavan, Near Satgachi Auto Stand, Nagerbazar, Kolkata-700074, West Bengal, will be shifted to below mentioned address with effect from 1st February, 2024.

New Address: IIFL Finance Ltd., Ground Floor, 40, Jessore Road, PS: Dumdum, Dist.: North 24 Parganas - 700028, West Bengal. Contact No. 89768 65262.

All existing services can be availed at the new location.

সর্বজনীন সূচনা

148, যশোর রোড, 2য় তলা, ব্লক-বি, আদিত্য ভবন, সাতগাছি অটো স্ট্যান্ডের কাছে, নাগেরবাজার, কলকাতা-700074, পশ্চিমবঙ্গ , অবস্থিত আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, এর শাখা 1লা ফেব্রুয়ারি, 2024 থেকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

নতুন ঠিকানা: আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 40, যশোর রোড, পিএস-দমদম, জেলা-উত্তর 24 পরগনা -700028, পশ্চিমবঙ্গ। যোগাযোগ নং: 89768 65262.

সমস্ত বিদ্যমান পরিষেবাগুলি নতুন স্থানে নেওয়া যেতে পারে

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER

At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 168/BDO/JLD-II, Dated: 22/01/2024

Notice

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: NIeT No.- 1(e)/BDO/JLD-II/2023-24 (dt. 03.08.2023) as a 3 rd Call along with cancellation of the previous one through corrigendum along with Retender for the same scheme (Tender ID 2023_DM_554368_46 to 2023_DM_554368_56) within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is 07.02.2024 up to 5-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer
Jhalda-II Development Block

NANDIGRAM - II PANCHAYAT SAMITY

Reapara :::: Purba Medinipur

TENDER NOTICE

Executive officer, Nandigram-II Panchayat Samiti, Purba Medinipur invites online Tender Notice agains Tender **Memo no- 127, Dated-19.01.2024(2nd Call) for One (1) Nos Scheme out of 5th SFC Fund, 2023-2024. And NIT Memo No- 126, Dated- 19.01.2024 for One (1) No Scheme out of 15th FC Fund, 2023-2024. Last Date of application for above Tenders is on 02.02.2024 up to 10:00A.M**. Details of Tender are available in WB Govt.tender site.

Sd/- Executive Officer,
Nandigram- II Panchayat Samity

ABRIDGED e-TENDER NOTICE

UNDERSIGNED invites e-tender vide NIT No.-36/BDO/2023-24 for "Construction and Maintenance of 7 nos. roads within Khanakul-I Dev. Block". Last date of application 02.02.2024 up to 12:00 Noon. For details please visit 'wbtenders.gov.in'

Sd/- BDO, Khanakul-I Dev. Block,
Khanakul, Hooghly

জনবিজ্ঞপ্তি

প্রোচেতা কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড

১, ক্রকড গলি, নিচতলা, রুম নং- জি-২, কলকাতা-৭০০০৬৯

CIN: U71140WB1993PTC058504

সার্কুলার নং **DKBR (PD) C.C.No** এর সাথে সম্মতিতে ০৬৫ / ০৩.১০.০০১ / ২০১৫-১৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা **০৯ জুলাই, ২০১৫** সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলার সাপেক্ষে এবং এই ধরনের শর্ত পূরণ করা, যদি থাকে, প্রয়োজন হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা, মিঃ শৈবাল ব্যানার্জি (ডিআইএন - ০৭১৫৯১২), ডিরেক্টরশিপ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর জায়গায় মিঃ মণীশ অগ্রবাল (ডিআইএন-০০১২৯২৪০) পেশা-ব্যবসা, ৩৮৬ / এ বসবাস করছেন। এ, ব্লক-জি। নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ, কোম্পানির নতুন ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে ডব্লুইএফ ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা মিঃ সাকেত আগরওয়াল (ডিআইএন-০০১২৯২০৯) এবং মিঃ মনীশ অগ্রবাল (ডিআইএন- ০০১২৯২৪০) এর কাছে মীমাংসা করা হয়েছে।

পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমকে সুসংহত করা, শক্তিশালী করা এবং বিস্তৃত করা।

ব্যবস্থাপনার এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি কোম্পানিকে উপরে উল্লেখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, DOS , ১৫,এনএস রোড, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০০১-এ ৩০ দিনের মধ্যে অবহিত করতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ এতে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

তারিখঃ ২৩.০১.২০২৪ বোর্ডে আদেশ অনুসারে,

Office of the Kapasharia Gram Panchayat

Notice Inviting E-Tender

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following: (1) NIT No. 106/E-NIT/KGP/2023-24, (2) NIT No. 107/E-NIT/KGP/2023-24, (3) NIT No. 108/E-NIT/KGP/2023-24, (4) NIT No. 109/E-NIT/KGP/2023-24, (5) NIT No. 111/E-NIT/KGP/2023-24, (6) NIT No. 112/E- NIT/KGP/2023-24, (7) NIT No. 113/E-NIT/KGP/2023-24, (8) NIT No. 114/E-NIT/KGP/2023-24, (9) NIT No. 115/E-NIT/KGP/2023-24, (10) NIT No. 116/E-NIT/KGP/2023-24 for different works. Last date of uploading of asking documents as per NIT(online) on or before 02/02/2024 up to 6 PM. Date of Opening of Tender (online) for Technical on 05/02/2024 at 11 A.M. & Financial at 2 P.M. For details please visit https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

NANDIGRAM - II PANCHAYAT SAMITY

Reapara :::: Purba Medinipur

TENDER NOTICE

Block Development officer, Nandigram-II Dev. Block, Purba Medinipur invites online Tender Notice agains Tender **Memo no- 128, Dated- 19.01.2024 for the 3(Three) Nos Scheme out of MA & ME Fund, 2023-2024. Last Date of application for Tender is on 09.02.2024 up to 03:00P.M**. Details of Tender are available in WB Govt.tender site.

Sd/- Block Development Officer,
Nandigram- II Dev. Block

ABRIDGED e-TENDER NOTICE

UNDERSIGNED invites e-tender vide NIT No.-35/BDO/2023-24 for "Maintenance and Construction of 7 nos. roads within Khanakul-I Dev. Block". Last date of application 02.02.2024 up to 12:00 Noon. For details please visit 'wbtenders.gov.in'

Sd/- BDO, Khanakul-I Dev. Block,
Khanakul, Hooghly

সুন্দরবনের মৈপীঠে এপিডিআরের উদ্যোগে হয়ে গেল দুদিনের ডিঙা ভাসাও উৎসব

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৩ জানুয়ারিঃ দুদিনের সুন্দরবন শ্রমজীবি শিল্প সংস্কৃতি উৎসব হয়ে গেল এপিডিআরের জয়নগর ও মৈপীঠ শাখার উদ্যোগে সুন্দরবনের কুলতলির মৈপীঠে। যে উৎসবের নাম দেওয়া হয়েছিল ডিঙা ভাসাও। উৎসব, নাগরিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।মানুষ সারা বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর বছরের কিছুদিন একটু উৎসবে মাততে চায়। আর সেই উৎসব যদি হয় নিজের মাটির সংস্কৃতির, নিজের চাওয়া পাওয়ার গল্পগুলো গান নাটকের মধ্যে দিয়ে বলার মঞ্চ তাহলে তাতে প্রাণের অন্য এক মাত্রা যোগ হয়। বাংলার উৎসব মূলত কৃষি ভিত্তিক উৎসবের ঐতিহ্যকে বহন করে। অতীতে সুন্দরবনের কৃষিজীবী মৎস্যজীবী মানুষ সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে অবসরে মাততো ভাটিয়ালি কিংবা ঝুমুরের তালে। মাটির গন্ধ মাখা সে সুরে ভরে থাকত তাদের যাপনের কথা।সে গুলো এখন হারিয়ে গেছে।

সুন্দরবনের প্রকৃতি পূজকদের বনবিবি দক্ষিণ রায়ের পালা গান বহন করত সম্প্রীতির সুর। আজ একলা ঘর আমার দেশ এর যুগে সে সুর ক্ষীণতর। যে সম্প্রীতির সুরে একদিন হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃত্ব ছিল তা আজ ভারী হয়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িকতার বিষে। জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের সাথে লড়াই করা সাহসী মানুষ গুলো ও আজ কিছু স্বার্থানেস্বী মানুষের হাতে প্রবলভাবে নিপীড়িত। এমনিতেই এই প্রাচীন জনজাতির প্রাচীনত্বের স্বীকৃতি দেয় না প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তার উপর তাদের জীবন-জীবিকা, তাদের জল জঙ্গল থেকে তাদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে একের পর এক জনবিরোধী আইন বলবৎ হচ্ছে। মজার বিষয় এই মানুষ গুলোর নিজের সংস্কৃতি নিজের মাটির গান কে ভুলিয়ে জন্ম নিচ্ছে ভয়ানক বিভেদের সংস্কৃতি।যদিও যে বিভেদের সংস্কৃতির বাতাবরণ সমস্ত দেশেই সুপরিকল্পিত ভাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে। ঠিক তখনই হয়তো প্রয়োজন হয়ে পড়ে এক বিকল্প সংস্কৃতির চর্চার। নিজেদের কথা, নিজেদের গান, নিজেদের সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি একে অপরের হাত ধরতে শেখায়,পাশের মানুষটার সাথে সহযোগিতা শেখায়, ভালোবাসতে শেখায় ,স্রোতের উল্টো দিকেও ডিঙ্গা ভাসিয়ে দুস্তর সাগর পার হওয়ার এক অসীম সাহস যোগায়। উৎসব আসলে তো এই রকমই একটা মিলন ক্ষেত্র।যে সুন্দরবনে বছর বছর ঝড় এসে,আয়লা, আমফান, ইয়াস এসে শেষ করে দিয়ে গেছে। নদীর ভাঙনে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ঘর বাড়ি জমির ফসল, বাস্তুহারা, জীবিকা হারা হয়ে একের পর এক গ্রামের পুরুষেরা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে চলে যায় কেউ ব্যাঙ্গালোরে, চেন্নাই কিংবা অন্ধ্রতে, সেই শ্রমিকেরা কিংবা সেই কিশোর ছেলেটা যার বাবা মাছ ধরতে গিয়ে বাঘে টেনে নিয়ে গেছে কিংবা মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের সাথে অসম লড়াই করে ফিরে আসা সেই যুবক টা ,এরা সবাই মিলে দুদিন ধরে প্রবল শীতে মাতলো ভিন্ন ধরনের একটি উৎসবে, ডিঙ্গা ভাসাও। নতুন করে জানতে শেখা বুঝতে শেখা মানুষগুলোর নিজেদের গান, নিজেদের সংস্কৃতি, নিজেদের গল্প গুলোর সাথে মিশে গেল সুন্দরবন।

এই উৎসবের উদ্বোধন করেন সুন্দরবনের শান্তিবালা দেবী, যিনি এপিডিআরের করা হাইকোর্টের মামলায় বাঘে আক্রান্ত-মৃত স্বামীর জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।বিপ্লবী ভগৎ সিং এর স্মৃতিতে মাল্যদান করেন ডাক্তার সুরেশ বাইন এবং লালনের মূর্তিতে প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করেন মৎসজীবী ভোলানাথ শীট।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এপিডিআরের রাজ্য সম্পাদক রঞ্জিত সূর,জেলা সম্পাদক আলতাফ আহমেদ, সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল সহ সুন্দরবনের বহু মৎস্যজীবি ও মৌউলেরা।বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দুদিনের উৎসব শেষ হয়।

দুর্ঘটনার কবলে বিমান

আইজলঃ মিজোরামের লেংপুই বিমানবন্দরে দুর্ঘটনার মুখে পড়ল মায়ানমারের এক সামরিক বিমান। বিমানটি ভারত থেকে মায়ানমারের সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল।

রামপুরহাট শহর সভাপতি হলেন জিম্মি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৩ জানুয়ারিঃ রামপুরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি হলেন সৈয়দ সিরাজ জিম্মি। ভাঙা হলো বীরভূমের ৯ জনের কোর কমিটি। কালীঘাটের বৈঠকের পরেই এই সিদ্ধান্ত। নতুন কমিটিতে ৫ জন নতুন কমিটিতে এলেন চন্দ্রনাথ সিনহা, আশীষ বন্দোপাধ্যায়, অভিজিৎ সিংহ (রানা), সুদীপ্ত ঘোষ এবং বিকাশ রায় চৌধুরী। আগে কমিটিতে ছিলেন শতাব্দী রায়, অসিত মাল, কাজল সেখ এবং বিশ্ববিজয় মার্ডি।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে বাড়তি সতর্কতা বাগডোগরা বিমানবন্দরে

বাগডোগরা, ২৩ জানুয়ারি ঃ বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হল । জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। প্রতিটি গাড়ির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। অপ্রোচ রোডে নাকা পয়েন্টে বিমানবন্দরে প্রবেশের প্রতিটি গাড়ি আটকে তল্লাশি করা হচ্ছে। বিমানবন্দর ফাঁড়ির পুলিশের তরফে নাকা পয়েন্টে প্রতিটি গাড়িতে তল্লাশির পরই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এবিষয়ে বিমানবন্দরের সিনিয়ার ম্যানেজার সুভাষচন্দ্র বসাক জানান, সিআইএসএফকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিমানে ওঠার সময় সেকেন্ডারি চেকিং করা হচ্ছে।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে থাকা বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারিঃ রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে থাকা বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বৈঠক করেছে। আজ নতুন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ও কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত এই বৈঠকে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি একাধিকবার চিঠি দেওয়া ছাড়াও গত ১৯ ডিসেম্বর দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাত করে রাজ্যের বকেয়া টাকা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন।

পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে আকর্ষণীয় সুবিধা প্রদান

মালিগাঁও, ২৩ জানুয়ারিঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ইউনেস্কো হেরিটেজ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) এই আর্থিক বছরে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ডিএইচআর-এর ইতিহাসে সর্বোচ্চ উপার্জন এবং যাত্রীদের সংখ্যা চিহ্নিত করেছে। ডিএইচআর আগের সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করে প্রায় ১৭.৩ কোটি টাকার এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রাজস্ব অর্জনের রেকর্ড করেছে। আরও অধিক জয়রাইড পরিষেবা চালু করার জন্য উপার্জন বৃদ্ধি হয়েছে। এই পিক সিজনে সেকশনে পর্যটকের প্রচুর আগমন এবং যাত্রী সমাগম বৃদ্ধির ফলে আয় বৃদ্ধি হয়েছে। বর্তমানে, ডিএইচআর-এ নিউ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-এর মধ্যে দৈনিক পরিষেবা এবং দার্জিলিং ও ঘুমের মধ্যে জয় রাইড পরিষেবাগুলি পরিচালিত হচ্ছে। ডিএইচআর স্টিম জঙ্গল টি সাফারি, রেড পান্ডা, হিম কন্যা ইত্যাদির মতো বিশেষ পরিষেবাও চালু করেছে। চার্টার ট্রেন, বিশেষ ফিল্ম শুটিং ট্রেন, হেরিটেজ ডাইনিং কারও হলো ডিএইচআরসেকশনে প্রদান করা কিছু আকর্ষণীয় পরিষেবা। ডিএইচআর-এ অধিক পর্যটকদের আকর্ষণ করতে দার্জিলিং-এ একটি নতুন কোচ রেস্তোরাঁ এবং কার্শিয়াং-এ একটি হেরিটেজ রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছে। ঘুম উইন্টার ফেস্টিভ্যাল ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সফলভাবে আয়োজন করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকরা বিপুল উৎসাহের সাথে ডৎসবে অংশ নেন। বিশাল জনসাধারণের আগমনে ডিএইচআর সেকশনের পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচারের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। দেশ-বিদেশে ডিএইচআর-এর প্রচারের জন্যও বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্যটন বৃদ্ধি করার জন্য, নতুন কোচ প্রবর্তন এবং নতুন পরিষেবাগুলি শুরু করা হয়েছে। দার্জিলিং স্টেশনকে হেরিটেজ টাইপ উইন্ডো, কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পয়েন্ট ইত্যাদির মতো নতুন সুবিধার সাথে আপগ্রেড করা হচ্ছে। ঘুম স্টেশনের আপগ্রেডেশনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্য মূল্যকে প্রচার করার জন্য স্টেকহোল্ডার, ট্যুর অপারেটর, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, স্থানীয় জনসাধারণ ইত্যাদির সাথে অংশীদারিত্ব নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে।

আমাদের সংবিধান, আমাদের সম্মান অভিযানের উদ্বোধনে উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারিঃ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় আগামীকাল ২৪ জানুয়ারি আমাদের সংবিধান, আমাদের সম্মান অভিযানের উদ্বোধন করবেন। বুধবার নয়াদিল্লির ডক্টর আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ৭৫-তম বছর স্মরণে আমাদের সংবিধান, আমাদের সম্মান-এর উদ্বোধন করবেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

এই অভিযানের লক্ষ্য হল, ভারতের সংবিধানে বর্ণিত নীতিগুলির প্রতি আমাদের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি পুনর্নিশ্চিত করা এবং দেশকে একত্রিত করে এই রকম মূল্যবোধগুলি উদযাপন করা। এই প্রচারাভিযানটি বিচার বিভাগ, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। দেশব্যাপী এই উদ্যোগটি সাংবিধানিক কাঠামোতে বর্ণিত আদর্শগুলিকে বজায় রাখার জন্য গর্ব ও দায়িত্ববোধ জাগানোর জন্য পরিকল্পিত। এটি প্রতিটি নাগরিককে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেবে। বুধবার এই অনুষ্ঠানে আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং অ্যাটর্নি জেনারেল আর. ভেঙ্কটরামানি সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ৯ দিনের পরক্রম দিবস ও ভারত পর্বের উদ্বোধন করবেন

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬৩ৃ০ টায় দেশের রাজধানীর ঐতিহাসিক লাল কেল্লায় পরক্রম দিবস উপলক্ষে নয় দিনের (২৩-৩১ জানুয়ারি) অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষে নয় দিনব্যাপী ভারত পর্বেরও উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পিএমও থেকে দেওয়া তথ্য অনুসারে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী ২০২১ সাল থেকে পরাক্রম দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এ বছর লাল কেল্লায় আয়োজিত এই উৎসবে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের নানা কর্মকাণ্ড তুলে ধরা

হবে। আর্কাইভ প্রদর্শনীতে দুর্লভ ছবি ও নথি দর্শনার্থীদের এক নতুন অভিজ্ঞতা দেবে। এই উদযাপন চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। আজ নয় দিনব্যাপী ভারত পর্বেরও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এতে প্রজাতন্ত্র দিবসের মূকনাট্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য প্রদর্শন করা হবে। এটি ২৬টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করবে। লাল কেল্লার সামনে রামলীলা ময়দান এবং মাধব দাস পার্কে এই অনুষ্ঠান হবে।

পশু প্রেমীদের জন্য সুখবর, কুনোয় ৩ শাবকের জন্ম দিল নামিবিয়ার চিতা জ্বালা

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারিঃ যারা বন্য জীবন এবং বন্যপ্রাণী ভালোবাসেন তাদের জন্য সুখবর এসেছে মধ্যপ্রদেশের কুনো ন্যাশনাল পার্ক থেকে। এটি দেশের ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্যও ভাল তথ্য।

নামিবিয়ার চিতা জ্বালা কুনো জাতীয় উদ্যানে তিনটি শাবকের জন্ম দিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করে এই খবরটি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব । ভিডিওতে তিনটি শাবকের সঙ্গে 'জ্বালা'কেও দেখা গিয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ''কুনোর নতুন শাবক! নামিবিয়ার চিতা জ্বালা তিনটি শাবকের জন্ম দিয়েছে। নামিবিয়ার চিতা আশা তার বাচ্চাদের জন্ম দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে এটি আসে। সামনের সারির সমস্ত বন্যপ্রাণী যোদ্ধা এবং সারা দেশে বন্যপ্রাণী প্রেমীদের অভিনন্দন। ভারতের বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ হোক.. আনন্দের বিষয় হল কুনো জাতীয় উদ্যানে এখন ছয়টি শাবক বেড়ে উঠছে। গত বছরও ২৭ মার্চ চারটি শাবকের জন্ম দিয়েছিলেন জ্বালা। এর মধ্যে তিনটি শাবক মারা গেছে। বর্তমানে একটি স্ত্রী শাবক সুস্থ রয়েছে। তার বয়স এখন ১০ মাস। এটি উল্লেখযোগ্য, যে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নামিবিয়া থেকে দুই ধাপে কুনো জাতীয় উদ্যানে ২০টি চিতা আনা হয়েছিল। এর মধ্যে সাতজন মারা গেছে।

কুনো জাতীয় উদ্যান একটি সংরক্ষিত এলাকা। এটি ১৯৮১ সালে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি রাজ্যের শেওপুর এবং মোরেনা জেলা জুড়ে বিস্তৃত।

মিজোরাম বিমানবন্দরে দুর্ঘটনার কবলে মায়ানমার সেনার বিমান, আহত ৮জন

আইজল, ২৩ জানুয়ারি ঃ মিজোরাম বিমানবন্দরে অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পরল মায়ানমার সেনার বিমান । মঙ্গলবার ভারত থেকে মায়ানমারের সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসে মিজোরামের লেংপুই বিমানবন্দরে দুর্ঘটনার মুখে পড়ল মায়ানমারের এক সামরিক বিমানটি। এই ঘটনায় অন্তত ৮ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদেরকে লেংপুই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি মায়ানমারে বিদ্রোহীদের তীব্র আক্রমণের মুখে পড়ে মায়ানমার সেনাবাহিনীর সদস্যরা দলে দলে ভারতে অনুপ্রবেশ করছে। মণিপুর, মিজোরাম-সহ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে আশ্রয় নিচ্ছে। এর মধ্যে মায়ানমার সেনার ১৮৪ জন সদস্যকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারত। তারই অংশ হিসেবে এই সেনাদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল মায়ানমার। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, আজ সকাল ১১টায় বিমানটি নামার সময় রানওয়েতে নির্দিষ্ট জায়গায় থামতে পারেনি।

পিছলে এগিয়ে গিয়ে রানওয়ের বাইরে পড়ে যায়। সূত্রের খবর, বিমানটিতে পাইলট-সহ মোট ১৩ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত ৮ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদেরকে লেংপুই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নেতাজিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন রাহুল

জোরাবত, ২৩ জানুয়ারিঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মঙ্গলবার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শ্রদ্ধা জানিয়ে রাহুল গান্ধী বলেছেন, বহুত্ববাদ ও সহনশীলতাই ভারতীয় মূল্যবোধের একটি প্রধান উদাহরণ। ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাহুল গান্ধী। সোমবার জোরাবতে এই ন্যায় যাত্রা থামে। রাহুল গান্ধী মঙ্গলবার ক্যাম্পসাইটে নেতাজির ছবিতে মালা দিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক্স-এ পোস্ট করে রাহুল মঙ্গলবার লিখেছেন, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে তাঁর ১২৭তম জন্মবার্ষিকীতে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ফের বন্দুকবাজের হামলা আমেরিকায়, শিকাগোয় গুলিতে মৃত ৮ জনের

শিকাগো, ২৩ জানুয়ারিঃ আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলা থামছেই না। এবার শিকাগোর তিনটি জায়গায় হামলা চালাল বন্দুকবাজ। গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্তত আটজনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। গুলিতে জখম হয়েছেন অনেকে ।আমেরিকার স্থানীয় সময় মোতাবেক রবিবার এই হামলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী এখনও অধরা। তাকে পাকড়াও করতে তল্লাশি অভিযান চলছে । সূত্রের খবর, মাত্র তিন ঘণ্টার ব্যবধানে শিকাগোর শহরতলিতে তিন জায়গায় হামলা চলে। একই ব্যক্তি তিন জায়গায় হামলা চালিয়েছে বলে দাবি পুলিশের। গুলি লেগে অন্তত ৮ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। শিকাগো পুলিশ জানিয়েছে, গুলিতে জখম হয়েছেন অনেকে। মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। হামলাকারী এখনও অধরা। তাকে পাকড়াও করতে চলছে তল্লাশি অভিযান। এই ঘটনায় কোনও জেহাদি যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জোলিয়েট কাউন্টির পুলিশপ্রধান উইলিয়াম ইভান্স। উল্লেখ্য, এর আগেও বহুবার বন্দুকবাজের হামলায় রক্তাক্ত হয়েছে আমেরিকা। গত ডিসেম্বরে নেভাদা ইউনিভার্সিটিতে হামলা চালায় এক বন্দুকবাজ। ঘটনায় প্রাণ হারান তিন পড়ুয়া।

Name Change

I, (Old Name) FULBOX SEIKH S/o- ARMAN SEIKH, Residing at Vill- Saiyadkulut, Post- Saiyadkulut, Ps - Bharatpur, Dist- Murshidabad, Pin- 742301, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from FULBOX SEIKH To FULAI SEIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) FULAI SEIKH in all purpose Vide an affidavit No- 494520 Sworn before the S.D.E.M at Berhampore Murshidabad 27/12/2023, FULAI SEIKH and FULBOX SEIKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, Soham Miroze S/o Sekh Mohammad Salehin R/o Vill- Kanta Pukur (Chakbheduya), P.O.- Patul, P.S.- Khanakul, Arambagh, Hooghly, Pin- 712406, W.B, India shall henceforth be known as Soham Imroze. I declare that Soham Imroze and Soham Miroze is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-01-2024.

Name Change

I, Molla Ah Khalek S/o Jannat Molla R/o Miyargheri, P.O.- Mollickati, P.S.- Jibantala, Baruipur, Pin-743502 shall henceforth be known as Abul Khalek Molla. I declare that Abul Khalek Molla and Molla Ah Khalek is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate, Calcutta on 22-01-2024.

Name Change

I, Ranadeep Halder S/o Bhaskar Halder R/o Tower 8/12/F, 18 Ho Chi Minh Sarani, P.O. + P.S. – Sarsuna, Kolkata-700061 that my minor son who previously known as Koustav Haldar shall henceforth be known as Koustav Halder. I declare that my minor son Koustav Halder and Koustav Haldar is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-01-2024.

Name Change

I, Ranadeep Halder S/o Bhaskar Halder R/o Tower 8/12/F, 18 Ho Chi Minh Sarani, P.O. + P.S. – Sarsuna, Kolkata-700061 that my minor son who previously known as Kanishka Haldar shall henceforth be known as Kanishka Halder. I declare that my minor son Kanishka Halder and Kanishka Haldar is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-01-2024.

Name Change

I, Anindita MukherjeeW/o Ranadeep Halder R/o Tower 8/12/F, 18 Ho Chi Minh Sarani, P.O. + P.S. – Sarsuna, Kolkata-700061 shall henceforth be known as Anindita Halder. I declare that Anindita Halderand Anindita Mukherjee is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-01-2024.

Name Change

I HASNAT JAMAL SARKAR, S/O SAMSUL SARKAR, R/O VILL CHAKJAIDI, UTTAR PURBA PARA, PO SITALATALA RAJARAMPUR, PS USTHI, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743513, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HASANAT JAMAL SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT HASANAT JAMAL SARKAR AND HASNAT JAMAL SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMED ARFAT ALI MOLLA, S/O OHAVE ALI MOLLA, R/O VILL+PO CHAK ENAYET NAGAR, PS BISHNUPUR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARAFAT ALI MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT MOHAMMED ARFAT ALI MOLLA AND ARAFAT ALI MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUBHASH KR PATNI, S/O GAMBHEER MAL PATNI, R/O 48, MAULANA ABUL KALAM AZAD ROAD, PO GOLABARI, PS GOLABARI, DIST HOWRAH, PIN-711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHASH CHAND PATNI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/01/2024, THAT SUBHASH KR PATNI AND SUBHASH CHAND PATNI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I, Rajasri Ghosh D/O Late Hem Gopal Ghosh and W/o Ranjan Saha, School Bagan, Bolpur College Road, P.O. – Bolpur, Dist- Birbhum have changed my name Rajasri Ghosh to Rajasri Ghosh Saha as per Affidavit No. 89 AB 667747 dated- 18/01/2024, before Judicial Magistrate, 1st Court, Bolpur. Rajasri Ghosh Saha and Rajasri Ghosh are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Mohan Basi Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Late Sarat Chandra Mandal, ঠিকানা Goalpara, P.O.- Baganchara, P.S.- Kotwali, Dist- Nadia, Pin- 741401, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 22.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mohanabanshi Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mohanabanshi Mandal (নতুন নাম) এবং Mohan Basi Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SAYANTA DAS, S/O JHUMA MODAK, R/O 23/30, GARIAHAT ROAD, GOLPARK, PS RABINDRA SAROVAR, KOLKATA -700029, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAYANTA MODAK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT SAYANTA DAS AND SAYANTA MODAK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JHUMA DAS, D/O ASIT KUMAR SARKAR, R/O 6/4A, RAJWADA LAKE BLISS, SONARPUR, KOLKATA - 700103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JHUMA MODAK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, JHUMA DAS AND JHUMA MODAK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NEHA KEDIA, W/O RAHUL KEDIA, R/O 20C, CONVENT ROAD, FLAT 1101, PO ENTALLY, KOLKATA - 700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NEHA JAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT NEHA JAIN AND NEHA KEDIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I HASINA BEGUM, W/O ZAHID HOSSAIN, R/O 73/11, TOPSIA ROAD, PO & PS TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HASINA ZAHID, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT HASINA BEGUM AND HASINA ZAHID ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AZHAR ALOM ANSARI,SON OF ASLAM ANSARI, RESIDING AT TALBAGAN,PO-BIDHANGARH,PS-RABINDRANAGAR, KOLKATA - 700066,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AZHAR ALAM ANSARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024.THAT AZHAR ALOM ANSARI AND AZHAR ALAM ANSARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ISHA JAIN, W/O ABHINAV JAIN, R/O D.B. ROAD, SURUCHI HOTEL, KALIYAGANJ, RAIGANJ, PIN-733129, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ISHA AGARWAL JAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT ISHA JAIN AND ISHA AGARWAL JAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SASANKA RAY CHAUDHURI, S/O LATE SHANKAR ROY CHOWDHURAY, R/O VILLAGE-MAHARA, PO MOHARA, GALSI II, BARDDHAMAN, PIN-713428, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SASHANKA SHEKHAR RAYCHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT SASHANKA SHEKHAR RAYCHOWDHURY AND SASANKA RAY CHAUDHURI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAIRA BEGUM, W/O SK ABUL KALAM, R/O PANCHTHUBI, MALIGRAM, WEST MEDINIPUR, PIN-721140, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHERA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT SAIRA BEGUM AND SAHERA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SRABANTI MAJUMDER & SRABANTI PAL MAJUMDER,WIFE OF RANA PAL, RESIDING AT B-6/27, KALYANI,KALYANI,NADIA,WEST BENGAL ,PIN - 741235,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SRABANTI PAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024.THAT SRABANTI MAJUMDER & SRABANTI PAL MAJUMDER ALSO SRABANTI PAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I JOUDEV BERA & JAYDEV BERA, S/O KSHUDIRAM BERA, R/O VILL BARGODA, PO BARGODA, PS NANDA KUMAR, EAST MEDINIPUR,PIN-721651, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYDEB BERA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT JOUDEV BERA & JAYDEV BERA AND JAYDEB BERA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAMIR KUMAR BERA, S/O JAYDEB BERA, R/O VILL BARGODA, PO BARGODA, PS NANDA KUMAR, EAST MEDINIPUR, PIN-721651, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMIR BERA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT SAMIR KUMAR BERA AND SAMIR BERA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PREKSHA BHUTORIA, W/O SIDDHARTH BHUTORIA, R/O 98, CHRISTOPHER ROAD, BRINDAWAN GARDEN, BLD-A5, FLAT NO 4B, PS TOPSIA, KOLKATA -700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PREKSHA JAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT PREKSHA BHUTORIA AND PREKSHA JAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PUSPENDU SARKAR,SON OF LATE JOGENDRA SARKAR, RESIDING AT DAHARBUINCHA PURBA PARA,HANSKHALI,NADIA-741505,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PUSHPENDU SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024.THAT PUSPENDU SARKAR AND PUSHPENDU SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BINAYKUMAR JAISWAL,SON OF LATE HARIDAS JAISWAL, RESIDING AT 175/A VIVEKANANDA ROAD,BURTALLA,PO-BEADON STREET, KOLKATA - 700006,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BINAY JAISWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT BINAYKUMAR JAISWAL AND BINAY JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SAYED AHAMED MONDAL,SON OF ABDUL CHOBAN MONDAL, RESIDING AT SANRAPUL,PURBA POLTA, NORTH24PARGANAS - 743286,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIYAD AHAMMAD MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024.THAT SAYED AHAMED MONDAL AND SAIYAD AHAMMAD MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I CHEWANG DORJE BHUTIA, S/O TSHERING DORJEE BHUTIA, R/O TADUNGCHIN CASIER GAON SINDIBONG, KHASMANAL, PS KALIMPONG, DIST KALIMPONG, PIN-734301, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHEWANG DORJEE BHUTIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT CHEWANG DORJE BHUTIA AND CHEWANG DORJEE BHUTIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I TSHERING DORJE BHUTIA, S/O CHEWA TENZI BHUTIA, R/O TADUNGCHIN CASIER GAON SINDIBONG, KHASMANAL PS KALIMPONG, DIST KALIMPONG, PIN-734301, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TSHERING DORJEE BHUTIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT TSHERING DORJE BHUTIA AND TSHERING DORJEE BHUTIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MAHINA KHATUN, W/O S K MOSTAKIN, R/O VILL KHEJURIA, PO HARIPAL, HOOGHLY RURAL, PIN-712403, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MST MAHINA KHATUN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT MAHINA KHATUN AND MST MAHINA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ACHAL MITRA, S/O SREE KRISHNA MITRA, R/O 426/2C, MAJHER PARA, THAKURPUKUR, KOLKATA -700063, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ACHAL KUMAR MITRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT ACHAL MITRA AND ACHAL KUMAR MITRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUMAN CHAUDHURY, C/O RAJU CHOWDHURY, R/O VILL & PO BAMANGACHHI, NORTH 24 PARGANAS, PS DUTTA PUKUR, PIN-743248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMAN CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT SUMAN CHAUDHURY AND SUMAN CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAJU CHAUDHURY, C/O NIRANJAN CHOWDHURY, R/O VILL & PO BAMANGACHHI, NORTH 24 PARGANAS, PS DUTTA PUKUR, PIN-743248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJU CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT RAJU CHAUDHURY AND RAJU CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANGITA ROY, C/O DWIJENDRA NATH ROY, R/O 38/4, P.B.SHAH ROAD, TOLLYGUNGE, KOLKATA -700033, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANGEETA ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT SANGITA ROY AND SANGEETA ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD NASIM ALAM, S/O MAHAMMAD SALIM, R/O Z-5/196/8, BAGDI PARA ROAD, BADARTALA, KOLKATA -700044, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD NASIM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/01/2024, THAT MD NASIM ALAM AND MD NASIM, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Tushar Bhowmick S/o Narayan Chandra Bhowmick. Resident of vill- Telineopara, P.O - Parulia, P.S- Purbasthali, Dist- Purba Bardhaman Pin-713513 W.B - That Narayan Chandra Bhowmick. Narayan Ch Bhowmick AND Narayan Bhowmick is the one and Same Identical person vide Affidavit Before The 1st Class Judicial Magistrate at Purba Bandhaman Date-10/01/2024

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন করল মালদা জেলা প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ জানুয়ারি ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন করল মালদা জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করেন জেলা শাসক নিতীন সিংহানিয়া। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক পীযূস সালুঙ্খে, দেবাহুতি ইন্দ্র, অনিন্দ্য সরকার সহ অন্যান্যরা।

অন্যদিকে যথাযথ মর্যাদার সাথে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জলপাইগুড়িতে পতাকা উত্তোলন ও নেতাজির পথিকৃতিতে মাল্যদানও পুষ্পর্গ নিবেদনের মধ্যে দিয়ে শুরু হলো নানান অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার সকালে জলপাইগুড়ি ফনীন্দ্র দেব বিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতেই অনুষ্ঠান হয়। নেতাজী সুভাষ চঃন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার। এদিন ওই ম্যারাথন দৌড়

প্রতিযোগিতার আযোজন করে জটেশ্বর কিশোর তীর্থ ক্লাব। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ফালাকাটা ব্লকের বাগানবা।ি এলাকা থেকে ওই ম্যারাথন দৌড়টি শুরু করা হয .এবং জটেশ্বর ট্রাফিক মো। এলাকায় শেষ হয .ম্যারাথন দৌড়টি। ওই ম্যারাথন দৌড়ের শুভ উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন সহ বিশিষ্টজনেরা।

নেতাজী সুভাষচঃন্দ্র বসুর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে পালিত হল সৌ।ক দৌ। প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার জলপাইগু।রি বেলাকোবায় কেবল পা।। মার্কেট হাট ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ফুলাতী পা।। থেকে বটতলা পযর্ন্ত অন্যদিকে বেলাকোবা পাবলিক ক্লাবের উদ্যোগে দশদরগা মো। থেকে পাবলিক ক্লাব ময়দান পযর্ন্ত এই স।ক দৌ।টি অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বিধায়ক খগেশ্বর রায়, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সরকার, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা সহ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দার্জিলিঙ, জলপাইগু।ি, মেখলিগঞ্জ, হলদিবা।ি থেকে খেলোয়ারেরা এদিন বেলাকোবার পাবলিক ক্লাবে যোগ দেন। পাবলিক ক্লাবের মহিলা দলের থেকে এদিন প্রথম হয়ে নিমা রাই বলেন, দার্জিলিঙ থেকে বেলাকোবায় এসে ভালো লাগছে। অন্যদিকে বাইরের খেলোয়ারেরা এখানে খেলায় এলাকার সুনাম বা।বে বলে বিধায়ক জানান।

নোয়াপাড়া থানায় নেতাজির জন্ম জয়ন্তী পালন

মলয় সুর, ২৩ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা নোয়াপাড়া থানায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্ম দিবস পালিত হয়। এদিন পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে প্রায় বারোটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পদযাত্রা গান নাচ কুচক আওয়াজ প্রকৃতি কর্মসূচি রেখে এই দেশপ্রেমিককে স্মরণ করেন। এদিন নোয়াপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ পার্থসারথি মজুমদার বলেন ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১১ই অক্টোবর বিকাল পাঁচটায় তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের পুলিশ মেকেনজি সাহেবের নেতৃত্বে জগদ্দল গোলঘরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় পাটকল শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে নেতাজি কে বর্তমান চৌরঙ্গী কালী বাড়ির মোড় হইতে গ্রেপ্তার করেন। পরে নোয়াপাড়া থানা নিয়ে এসে আটক করে রাখেন। সেদিন এলাকার পার্শ্ববর্তী একজন নেতাজিকে চা খাইবার অনুরোধ করেন। তিনি সাদরে তা গ্রহণ করেন।

যাতায়াতের রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে জখম বেশ কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, চোপরা, ২৩ জানুয়ারি ঃ চোপড়া যাতায়াতের রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে জখম বেশ কয়েকজন। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার বিন্নাবাড়ি এলাকায়। জানা গিয়েছে নজরুল ও আব্বাসের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের রাস্তা নিয়ে বিবাদ চলছিল। আজ সেই বিবাদ চরম আকার নেই। যাতায়াতের রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। বচসা চলাকালীন আচমকা দুই পক্ষের মধ্যে লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষ বাধে, চলে ইট বৃষ্টি। এই ঘটনায় দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন জখম হয়। জখমদের উদ্ধার করে চোপড়া দোলুয়া স্বাস্থ্য কেঃন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিসার জন্য। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় চোপড়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মধুসূদন দত্তের দ্বী-শতবর্ষ জন্ম জয়ন্তী উদযাপনে শিলিগুড়ি পুরনিগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি ঃ মধুসূদন দত্তের দ্বী- শতবর্ষ জন্ম জয়ন্তী উদযাপনে শিলিগুড়ি পুরনিগম। আগামী ২৪ এবং ২৫ শে জানুয়ারি শিলিগুড়ি পুরো নিগমের আয়োজনে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০ শতবর্ষ জন্ম জয়ন্তীর উদযাপন উপলক্ষে শিলিগুড়ি কলেজের সভাকক্ষে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হবে বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুর নিগমে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানালেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। এখানেই সাংবাদিক বৈঠকে মধুসূদন দত্তের কর্মজীবন এবং জীবনী নিয়ে প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে রামকিঙ্কর হলে ২৪ এবং ২৫ শে জানুয়ারি বিকেল চারটা থেকে রাত্রি আটটা অব্দি এই অনুষ্ঠান চলবে অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গৌতম দেব ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ পৌর নিগম এর একাধিক আধিকারিক কমিটির চেয়ারম্যানেরা।

জন্মজয়ন্তীতে উৎসব, স্মরণে সুভাষ

দুরন্ত বার্তা, আমতা, ২৩ জানুয়ারি ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মোসব উপলক্ষে আমতার পানপুর নেতাজি ব্যাযাম সমিতি এবং সেবা কেন্দ্রের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি ও এলাকার গুণীজনেরা নেতাজির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন। এদিন এক বিশাল পদযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন, বর্ষীয়ান সমাজসেবী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শিক্ষাবিদ অনুপম ঘোষ, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিমল কুমার দাস, আমতা-১ নম্বর পঞ্চাযেত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শুভজি সাহা, ভান্ডারগাছা গ্রাম পঞ্চাযেতের প্রধান নিপা বসু , ক্লাব সভাপতি অজয় কুমার মান্না সম্পাদক লক্ষীকান্ত টাট প্রমুখ। জানা গেছে,আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ক্লাবের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো গত সোমবার এ ১৭.৬৯ বেশি যাত্রী বহন করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ঃ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো (গ্রিন লাইন) বইপ্রেমীদের মন জয় করেছে। চলমান ৪৭ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বই মেলার দর্শকদের জন্য, কলকাতা মেট্রোর গ্রীন লাইন হল পরিবহণের সবচেয়ে চাওয়া মোড। ফলস্বরূপ, 'বই মেলা' চলাকালীন পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোতে লোক সমাগম বাড়তে থাকে। ২২.০১.২০২৪ (সোমবার) এই করিডোরে যাত্রী সংখ্যা ১৫.০১.২০২৪ (সোমবার) যাত্রী সংখ্যা ৩৮,৬৭১ এর তুলনায় ৪৫,৫১১ ছিল। এটি যাত্রী সংখ্যা ১৭.৬৯ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা অকার্যকর হবে না যে ২২.০১.২০২৪ তারিখে যাত্রীদের আয় ছিল টাকা. ৬,৭৯,৫৫৭ - যা আগের সোমবারের (অর্থাৎ ১৫.০১.২০২৪) যাত্রী আয়ের (৬,০১,৬১১ টাকা) থেকে ১২.৯৬ বেশি হয়েছে। অতিরিক্ত কর্মী ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন সহ বইপ্রেমীদের প্রত্যাশিত ভিড় মেটাতে পর্যাপ্ত টিকিট কাউন্টার খোলা হচ্ছে। বইপ্রেমীদের জন্য মসৃণ, দ্রুত এবং ঝামেলামুক্ত পরিষেবা নিশ্চিত করতে মেট্রো কর্মকর্তা ও কর্মীরা একযোগে কাজ করছেন। শ্রী কৌশিক মিত্র, মেট্রো রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন যে বই ভাড়ার যাত্রীরা তাদের আনন্ট প্রকাশ করেছেন কারণ মেট্রো মেলার মাঠে এবং থেকে তাদের মসৃণ যাত্রা নিশ্চিত করেছে। তারা প্রতিদিনের পাশাপাশি রবিবার রাত ১০.০০ টা পর্যন্ত পরিষেবা চালানোর জন্য মেট্রো রেলওয়েকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তিনি যোগ করেছেন।

এই ঠান্ডাতেও বাঙালির ছুটি কাটানোর অন্যতম গন্তব্য দার্জিলিং

২৩ জানুয়ারি ঃ চলতি সপ্তাহন্তে ভ্রমণপিপাসু বাঙালি ঠান্ডা উপেক্ষা করেও ছুটি কাটাতে দার্জিলিংকেই বেছে নিয়েছেন। আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮ শে জানুয়ারি যথাক্রমে প্রজাতন্ত্র দিবস, শনিবার ও রবিবার নিয়ে মোট তিনটি ছুটির দিন। আর এই সুযোগে ঠান্ডা উপভোগ করতে অসংখ্য মানুষ ভিড় করতে চলেছে দার্জিলিঙে। ফলত নর্থ বেঙ্গল যাওয়ার প্রত্যেকটি ট্রেনেই জেনারেল ক্লাস, স্লিপার ক্লাস, থার্ড এ সি, সেকেন্ড এসি এবং ফাস্ট এসিতে বিপুল পরিমাণ বার্থ রিজার্ভেশন এর জন্য আবেদন করা হয়েছে, স্বভাবতই ওই রুটের প্রত্যেকটি ট্রেনেই প্রচুর ওয়েটিং লিস্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন ১৩১৭৩ শিয়ালদা - কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এ আগামী ২৫ শে জানুয়ারি থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত এবং ১৩১৭৫ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এ ২৪ শে জানুয়ারি থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সব থেকে বেশি ওয়েটিং লিস্ট টিকিটের ডিমান্ড দেখা যাচ্ছে।

ফের বন্ধ হয়ে গেল জলপাইগুড়ির দেবপাড়া চা বাগান, কর্মহীন ১২০০ জন

দুরন্ত বার্তা, বানারহাট, ২৩ জানুয়ারি ঃ কোনও রকম নোটিস ছাড়াই কার্যত বাগান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন মালিক পক্ষ । ফলে ফের বন্ধ হয়ে গেল জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের দেবপাড়া চা বাগান। কর্মহীন প্রায় ১ হাজার ২০০ জন শ্রমিক। মঙ্গলবার সকালে ফ্যাক্টরির গেটে তালা ঝুলতে দেখে শোরগোল পড়ে যায় শ্রমিকদের মধ্যে। মঙ্গলবার সকালবেলা যথারীতি কাজে যোগ দিতে আসেন বাগানের শ্রমিকরা। প্রথমে তাঁদের নজরে আসে বাগানের অফিস বন্ধ। দেখা মেলেনি কারোর। এমনকী উপস্থিত ছিলেন না ম্যানেজারও। আসেনি অফিস অন্যান্য আধিকারিকরা। দীর্ঘক্ষণ বাগান গেটে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে খোঁজাখুঁজি করার পর তাঁদের সন্ধান না মেলায় বুঝতে পারেন বাগান ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়েয়গয়েছেন বাগান কর্তৃপক্ষ। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এক কর্মহীন চা শ্রমিক বলেন, আমরা ৪৫ দিন কাজ করেছি। তার টাকা দেয়নি। আজ এসে দেখি সব অফিস বন্ধ। কোথাও কেউ নেই। আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি। বেলা বাড়ার পর সবটা পরিস্কার হয়ে গেল। আসলে ওরা পালিয়ে গিয়েছে। চা বাগান বন্ধ করে চলে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত বছর ২০ জুন খোলে এই বাগান। এরপর বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে গত নভেম্বর মাসে থানা ঘেরাও এবং

স।ক অবরোধ করেছিলেন শ্রমিকরা। অভিযোগ, শ্রমিকদের নিয়মিত পারিশ্রমিক দিচ্ছে না বাগান কর্তৃপক্ষ। প্রায় চার মাসের বেশি সময় ধরে হাজিরা পাচ্ছেন না তাঁরা। পাশাপাশি, দীর্ঘ এক বছর ধরে বাগানের কর্মীরাও বেতন পাচ্ছেন না। গতকাল বাগানের কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের বকেয়া টাকা মেটানোর দাবি জানিয়েছিলেন শ্রমিকরা। বাগান কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে আশ্বাসও দিয়েছিল। গতকাল বিকেলের মধ্যে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে বলে জানানো হয়েছিল। তবে রাতেই বাগান ছেড়ে চলে যায় বাগান কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, বন্ধ হওয়া ছটি চা বাগান সরকার নিয়ে নেবে। এছড়াও বন্ধ হওয়া চা বাগানের শ্রমিকদের দেড় হাজার টাকা দেওয়া হবে। মমতা একদিকে যখন জনমুখী প্রকল্প করছেন সেই সময় আবার চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় কার্যত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সুবারবন স্টেশনে বিপদজনক ভাবে আগুন জ্বালিয়ে দোকান চালানোর বিরুদ্ধে সচেতন হোন

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ঃ কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করা যাচ্ছে পূর্ব রেলের বিভিন্ন সুবারবন স্টেশনে পূর্ব রেলের অনুমোদন ছাড়াই কিছু মানুষ ব্যবসায়িক কারণে আগুন জ্বালিয়ে বিভিন্ন ধরনের দোকান চালাচ্ছেন যেমন চায়ের দোকান, ঘুগনি টোস্ট ইত্যাদির দোকান। স্টেশনের মধ্যে উন্মুক্ত পরিবেশে আগুন জ্বালানোর অনুমোদন রেল কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই মঞ্জুর করে না। এই ধরনের কার্যকলাপ আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই বিপদজনক। অনেক ক্ষেত্রে স্টেশনের খুব ছোট প্যাসেজের মধ্যেও এই ধরনের দোকান লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা রেল যাত্রীরদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকুন। রেল যাত্রীদের কাছে অনুরোধ এই ধরনের ঘটনা চোখে পড়লে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সত্বর যোগাযোগ করুন।

সমস্যা সমাধান জনসংযোগ কর্মসূচি করা হলো বেলাকোবায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ জানুযারি ঃ সমস্যা সমাধান জনসংযোগ কর্মসূচি করা হলো বেলাকোবায়।মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবার শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফটিঙ্গা লাইন এলাকায় একটি স্কুলের মাঠে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ২০ জানুযারি থেকে রাজ্যের প্রতিটি জেলায .শুরু হয়েছে সমস্যা সমাধান জনসংযোগ কর্মসূচি।যা চলবে আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।এই কর্মসূচিতে জাতিগত শংসাপত্র, প্রতিবন্ধী শংসাপত্র, স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথী, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, বিধবা ভাতা, লক্ষীর ভাণ্ডার, কৃষক বন্ধু-সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।পাড়ায .পাড়ায .জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেওযা. হচ্ছে মানুষকে।এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলাশাসক শামা পারভীন, অতিরিক্ত জেলা শাসক তেজস্বী রাণা, পুলিশ সুপার উমেশ গনপত খন্ডবহালে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দপ সেন, বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি কে টি লেপচা, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সরকার সহ অন্যান্যরা।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মদিন পালন করল শ্রীরামপুরসভা

সুরাঙ্গন এবং শ্রীরামপুর পৌরসভা যৌথভাবে আয়োজন করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মদিন। ১২৭ কণ্ঠে ১২৭ শঙ্খ বাজিয়ে পারাবত উড়িয়ে শান্তি প্রার্থনা করে পালন করা হলো তার জন্মদিন। পালন করা হলো শ্রীরামপুর গান্ধী মযদান অর্থা আরএমএস মযদানে স্বয়ংসিদ্ধা মেলার মঞ্চে। অন্যতম আকর্ষণ ছিল ভারতের পরাধীনতার সময়ের শত শত যে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল বর্তমান প্রজন্মকে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং আমাদের সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে একযোগে একসাথে থাকার কথা। আমরা অনেক লড়াই করে তবে স্বাধীনতা পেয়েছি। নেতাজির জন্ম মুহূর্তে পারাবত উড়িয়ে ভারতবর্ষের সর্বধর্ম সমন্বয়ের সেই শান্তিই আমাদের কাম্য। অনুষ্ঠানে প্রথম দিকে বক্তব্য রাখেন শ্রীরামপুরের প্রধান পৌর পিতা গিরিধারী সাহা এবং বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর, সুরাঙ্গনের সভাপতি সঞ্জয় সরকার, আচার্য কুমকুম ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন সম্পাদক অনিন্দ্য রায় চৌধুরী, শুভঙ্কর ভট্টাচার্য । অন্যতম আকর্ষণ ছিল দেশাত্মবোধক সংগীত ও ভাষ্যে মাতৃভূমির জয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে শত শত বিপ্লব, আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল ভারতের কোনায় কোনায়, তার বেশ কয়েকটি তুলে ধরা হয় ভাষ্যপাঠের মাধ্যমে । সঙ্গে ছিল স্বদেশাত্মক গান। ঠাকুর বাড়ির গান , চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গান, অতুল প্রসাদ, ডি এল রায়, সজনীকান্ত, রজনীকান্তের গান। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত বাচিক শিল্পীরা এই সমস্ত ভাষ্য পাঠ করেছেন। সংগীতে ছিলেন ১২৭ জন সুরাঙ্গনের শিল্পী। এটির পরিকল্পনা পরিচালনায. সুরাঙ্গনের আচার্য কুমকুম ভট্টাচার্য। পরিবেশিত সংগীত গুলির অসাধারণ মিউজিক সৃষ্টি করেছেন শুভঙ্কর ভট্টাচার্য।

সেবার মধ্য দিয়ে সংহতি দিবস পালন

২৩ জনুয়ারি ঃ ২২ জানুয়ারী অযোধ্যা দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলাম সারা ভারতের। কিন্তু ভোটের যুদ্ধে মাটি ছাড়তে রাজি না রাজনৈতিক দলগুলো। তাই তৃণমূল অযোধ্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে আয়োজন করেছিল 'সংহতি মিছিল'। কলকাতার মিছিলে হাঁটেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর এই অমৃত বাণীকে পাথেয় করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও অভিষেক ব্যানার্জি নির্দেশে সংহতি দিবসের দিনে ভাটপাড়া ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ১০ নম্বর গলি মোড়ে ২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর পিতা গোপাল রাউতের নেতৃত্বে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় ৪৫০০ কম্বল বিতরণ করে। সংহতি মঞ্চ থেকে সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের জন্মদিন পালন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর দমদম সাংগঠনিক সভাপতি ও বিধায়ক তাপস রায়, রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপঙ্কর বড়ুয়া সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক জনপ্রতিনিধি ও উচ্চতর নেতৃত্ববৃন্দ। গোপাল রাউত বলেন আমি মানুষের সেবা ৩৬৫ দিন করে থাকি সুতরাং ধর্ম যার যার উৎসব সবার। ছবি সুবল সাহা ।

সেন্টার ফর অ্যাসিস্টেড লার্নিং কলকাতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যাধুনিক সহায়তা কেন্দ্র খুলবে

কলকাতা ২৩ জানুয়ারি ঃ সেন্টার ফর অ্যাসিস্টেড লার্নিং, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য একটি অলাভজনক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট কলকাতায় অটিজম বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা একটি অত্যাধুনিক সহাযতা কেন্দ্র ৬ টার্ফ রোড, ডি এল খান রোডে খোলার ঘোষণা করলো। এই কেন্দ্রের লক্ষ্য হল এই অঞ্চলে স্পেকট্রামের ব্যক্তিদের এবং তাদের পরিবারের জন্য বিশেষ যত্ন এবং সহায়তার জন্য ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলা করার পাশাপাশি একটি সহায়ক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ প্রদান করা যেখানে ব্যক্তিরা তাদের নিয়োগ যোগ্যতা উন্নত করতে এবং স্বাধীন জীবনযাপন করতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সেন্টার ফর অ্যাসিস্টেড লার্নিং মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের বিশেষ করে অটিজমে আক্রান্তদের মুখোমুখি হওযা. অনন্য চ্যালেঞ্জগুলো সমাধান এর সাথে এই ব্যবধান পূরণ করার লক্ষ্যে, ইনস্টিটিউট এই ব্যক্তিদের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে বিশেষায়িত প্রোগ্রাম অফার করে। শ্রীমতি শালিনী সিনহা গুপ্তা ফাউন্ডার ও ডিরেক্টর সেন্টার ফর অ্যাসিস্টেড লার্নিং বলেন সেন্টার ফর অ্যাসিস্টেড লার্নিং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কলকাতয় আমাদের দক্ষতা এবং সম্পদ নিয়ে আসতে পেরে আমরা রোমাঞ্চিত । আমাদের লক্ষ্য হল একটি পুষ্টিকর এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিরা উন্নতি সাথে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে ব্যাপক সহায়তা পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে, আমরা কলকাতায় অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের এবং তাদের পরিবারের জীবনে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারি। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তারা দক্ষতা শিখতে এবং সাধারণীকরণ করতে আরও বেশি সময় নেয়। আমরা সবাই বুড়ো বয়সে শুনেছি যে আমরা আমাদের ছাত্রদের এমন চাকরির জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছি যা এখনও কল্পনাও করা হয়নি.এই চিন্তা আমার হৃদস্পন্দন কে বাড়িয়ে দেয়। আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি শিখতে এবং সাধারণীকরণ করতে বেশি সময .নেয, তাহলে তারা কীভাবে স্থানীয .বাজারে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এখানে দক্ষতার কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে যা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সময় ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক দক্ষতা যোগাযোগ এবং টিমওয়ার্ক দক্ষতা সমস্যা সমাধান এবং সমালোচনামূলক-চিন্তা দক্ষতা, শিল্প-নির্দিষ্ট দক্ষতা এবং জ্ঞান। স্ব-উকিলতা এবং স্ব-সচেতনতা, তারা যে ক্ষেত্রের অনুসরণ করতে আগ্রহী তার উপর

নির্ভর করে শেখার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। সেন্টার ফর অ্যাসিস্টেড লার্নিং হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের দক্ষতার দিক থেকে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য একটি নিরাপদ এবং কার্যকর পরিবেশ প্রদান করা হবে। বৃত্তিমূলক কর্মসূচীটি শিক্ষার্থীদের আত্ম-কর্মসংস্থান এবং মর্যাদাপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাপনের জন্য কাজ প্রস্তুত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করে, তাই শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট শিল্প দক্ষতা বিকাশ করে যা তাদের স্ব-কর্মসংস্থানের যাত্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং সামগ্রিক বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা দেয়। সেন্টার ফর অ্যাসিস্টেড লার্নিং-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে-১. ব্যাপক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ- আমাদের ইনস্টিটিউট কম্পিউটার দক্ষতা, রন্ধনশিল্প, নৈপুণ্যের কাজ জুয়েলারি ডিজাইন অফিস প্রশাসন এবং আরও অনেক কিছু সহ বিস্তৃত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম অফার করে। এই প্রোগ্রামগুলি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক দক্ষতা দিয়ে সজ্জিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা আজকের চাকরির বাজারে চাহিদা রয়েছে। ২. ব্যক্তিগত সহায়তা- আমরা বুঝি যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনন্য শেখার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং সহায়তা কর্মীদের দল ব্যক্তিগত মনোযোগ এবং সহাযতা প্রদান করে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পায়। সেন্টার ফর অ্যাসিস্টেড লার্নিং সমস্ত ছাত্রদের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অ্যাক্সেসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের সুবিধাগুলি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমান অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হযেছে...আমাদের ছাত্রদের কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য, আমরা ইন্টার্নশিপ এবং চাকরির নিয়োগের সুযোগ প্রদানের জন্য স্থানীয় ব্যবসা এবং সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করি। এটি শিক্ষার্থীদের বাস্তব-বিশ্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এবং তাদের নির্বাচিত ক্ষেত্রগুলিতে উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিকাশ করতে সক্ষম করে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ছাড়াও, আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের উপর জোর দিই। আমাদের ইনস্টিটিউট ব্যক্তিগত উন্নয়ন, আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপ, কর্মশালা এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান করে।

প্রজাতন্ত্র দিবস অন্যতম জাতীয় দিবস

মধুসূদন দে (প্রধান শিক্ষক)ঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট। অনেক বিপ্লবীর লড়াই, সংগ্রাম ও আত্মবলিদান। শেষে দেশভাগ। তারপর স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের জন্ম। পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত ভারতবর্ষ। ফলে একদিকে ছিল মুক্তির আনন্দ। অন্যদিকে দেশ ভাগের যন্ত্রণা। নতুন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের সামনে তখন অনেক সমস্যা। বানানো হয় স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধান। ভারতের ইতিহাসে ২৬ শে জানুয়ারির গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযাযী. ১৯৩০ সালের ২৬ শে জানুযারি দিনটিকে কংগ্রেস স্বাধীনতা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত ২৬ শে জানুযারি দিনটি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হত। বিপ্লবীরা স্বাধীনতা দিবস পালন করে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করল। ঐতিহ্যময় ২৬ শে জানুয়ারির গৌরব ধরে রাখতে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে নভেম্বর ভারতীয় গণপরিষদে ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করে। পরের বছরে ২৬ শে জানুযারি স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়। স্বাধীনতার প্রায .আড়াই বছর পর তৈরি হল দেশের সংবিধান। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ শে জানুয়ারি থেকে ভারতকে সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। ছিল স্বাধীনতা দিবস। হল প্রজাতন্ত্র দিবস। আজও দেশ ও জাতি ২৬ শে জানুয়ারি কে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করে থাকে। ভারতীয় সংবিধানের একটি প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রস্তাবনা কে সংবিধানের বিবেক বলা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলা হয়েছে। ভারতের শাসনব্যবস্থায়

বংশানুক্রমিক কোন রাজা বা রানীর স্থান নেই। ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি ভারতের জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের উৎস হল ভারতীয় জনগণ। প্রজারা ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার আধার। তাই ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৫০ সাল থেকে প্রতিবছর প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়। ২৬ শে জানুয়ারি দিনটি ভারতের অন্যতম জাতীয় দিবস। প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন টি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ভারতীয় রিপাবলিকের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আমাদের অধিকার চেয়ে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত মহান ব্যক্তিত্ব শান্তি, প্রেম, একতা ও সমতার বার্তা দিয়েছেন।রাজধানী নয়া দিল্লির রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হয়। বিশাল সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে সম্মানিত করা হয়। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে নয়া দিল্লি তথা ভারতের রাজধানীতে পা রাখেন বিভিন্ন দেশের অতিথি অভ্যাগতরা। এই বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য প্রধান অতিথি হিসেবে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। নেতাজী জন্মজযন্তীর পর যে দিনটাকে ঘিরে দেশাত্মবোধের আবেগ জাগ্রত হয় ভারতবাসীর মনে তাহল ২৬ শে জানুয়ারি। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান, কুচকাওয়াজের মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ছবি তুলে ধরা হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসে সমস্ত স্কুল, কলেজ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। আর কন্টে কন্ঠ মিলিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। সবশেষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেসব বীর বিপ্লবী শহিদ হয়েছেন ও পরবর্তী যুদ্ধ গুলিতে ভারতের জন্য যারা শহিদ হয়েছেন সেই সকল বীর শহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে শহিদ বীর বিপ্লবীদের বীরত্ব ও আদর্শের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়।

বিরাট কোহলি নেই, প্রথম টেস্টে ভারতের একাদশ কী হতে পারে?

হায়দরাবাদ, ২৩ জানুয়ারিঃ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু বৃহস্পতিবার। দু-দলই সোমবার অনুশীলন করেছে। আজ মঙ্গলবারও হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেছে। আজই হয়তো চিত্রটা আরও একটু পরিষ্কার হয়েছে। বোর্ডের তরফে সোমবারই নিশ্চিত করা হয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে প্রথম দু-ম্যাচে পাওয়া যাবে না বিরাট কোহলিকে। তাঁর পরিবর্তও দ্রুতই ঘোষণা করবে বোর্ড। বর্তমান স্কোয়াড থেকেই বেছে নেওয়া হতে পারে হায়দরাবাদ টেস্টের একাদশ। বিরাট না থাকায় যেন লাইফলাইন পেলেন ভারতীয় টিমের অনেকেই! বিরাট কোহলি যে কোনও প্রতিপক্ষর কাছেই ফ্যাক্টর। ইংল্যান্ড শিবির কিছুটা হলেও স্বস্তিতে থাকবে। বিরাট কোহলি সেট হয়ে গেলে বড় ইনিংস খেলতে পারেন, এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারনা রয়েছে ইংল্যান্ডের। কেরিয়ারে সাতটি ডাবল সেঞ্চুরি রয়েছে বিরাট কোহলির। এর মধ্যে একটি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই। ২০১৬ সালে ওয়াংখেড়ে টেস্টে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৩৫ রানের ইনিংস বিরাট কোহলির। তিনি না থাকায় যেমন ইংল্যান্ড শিবির স্বস্তিতে, তেমনই ভারতীয় শিবিরেও কারও কাছে 'স্বস্তি' হতে পারে। দেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজ। স্পিন সহায়ক পিচ হবে, এমনটাই প্রত্যাশিত। ভারতের স্কোয়াডে

চারজন স্পিনার রয়েছে। এর মধ্যে ধরে নেওয়া যায় রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাডেজার খেলা নিশ্চিত। তৃতীয় স্পিনার হিসেবে অক্ষর প্যাটেল এবং কুলদীপ যাদবের মধ্যে কোনও একজন। তবে ভারতীয় শিবিরে সবচেয়ে বেশি ভাবনার জায়গা উইকেট কিপিং। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে 'টেস্ট কিপার' হিসেবে অভিষেক হয় লোকেশ রাহুলের। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তাঁর কাছে এই ভূমিকা নতুন নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্টেও ভরসা দিয়েছেন। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকায় দুটি টেস্ট মিলে পাঁচ দিনেরও কম সময়ে শেষ হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় পেস বাউন্সি উইকেটে রাহুলে ভরসা হলেও দেশের মাটিতে স্পেশালিস্ট কিপারই খেলানোর লক্ষ্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। সঙ্গে রাহুলকে কী ভাবে একাদশে রাখা যায় সেই ভাবনাও ছিল। তাঁর ব্যাটিং দলের সম্পদ। বিরাট কোহলি না থাকায় অঙ্কটা যেন কিছুটা সহজ হল। এখনও অবধি ভারতের যা স্কোয়াড, বড়সড় রদবদল না হলে টপ থ্রি-তে রোহিত, যশস্বী এবং শুভমন গিল। চার ও পাঁচে লোকেশ রাহুল ও শ্রেয়স আইয়ারের খেলার সম্ভাবনা প্রবল। কিপার হিসেবে দেখা যেতে পারে প্রথম বার সুযোগ পাওয়া ধ্রুব জুরেলকে। বিরাট থাকলে শুভমন গিল অথবা শ্রেয়স আইয়ারের মধ্যে কাউকে বসিয়ে লোকেশ রাহুলকে খেলানো হতে পারত। আপাতত এত কিছু ভাবতে হবে না টিম ম্যানেজমেন্টকে। তবে মিডল অর্ডারের শক্তি বাড়াতে চেতেশ্বর পূজারার মতো প্লেয়ারকে স্কোয়াডে ফেরানো হলে, সে ক্ষেত্রে বেঞ্চে বসিয়ে রাখা কঠিন। মনে করা হচ্ছে, বিরাট কোহলির পরিবর্ত হিসেবে কোনও তরুণ প্লেয়ারকেই বেছে নেওয়া হতে পারে।

আইসিসি একদিনের দলের নেতা রোহিতই

দুবাই, ২৩ জানুয়ারিঃ রোহিত শর্মাকে এখনই 'অতীত' করা যে যাবে না, তা আইসিসি বুঝিয়ে দিল। গত বছর দারুণ ছন্দে ছিলেন। ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে হারলেও দারুণ পারফর্ম করেছে ভারতীয় টিম। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন রোহিত। শুধু তাই নয়, ব্যাট হাতেও টিমকে টেনেছেন। তারই পুরস্কার পেলেন। আইসিসি বছরের সেরা টিম ঘোষণা করেছে। তাতে রোহিতকেই নেতা করা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে যে, ক্যাপ্টেন হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছেন রোহিত। আইসিসির বর্ষসেরা একাদশে শুধু রোহিত নন, আরও ৫ ক্রিকেটার সুযোগ পেয়েছেন। সেই টিমে আর কেকে আছেন? গত বছর ওয়ান ডে ক্রিকেটে রোহিত দারুণ ফর্মে ছিলেন রোহিত শর্মা। ব্যাট হাতে মোট ১২৫৫ রান করেছেন। গড় ৫২। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের

বর্ষসেরা টিমে মোট ৬ ভারতীয় ক্রিকেটার

ফাইনালে টিমকে তোলার পাশাপাশি বিশ্বকাপের ফাইনালেও তুলেছেন। যদিও ঘরের মাঠে টিমকে চ্যাম্পিয়ন করতে পারেননি। তা পারলে কিংবদন্তি নেতা হয়ে যেতেন রোহিত। তাঁকে অবশ্য এ দিয়ে বিচার করা যাবে না। কারণ, তিনি নিজের রেকর্ডের কথা ভেবে কখনওই খেলেননি। বরং টিমের স্বার্থ আগে দেখেছেন। যে কারণে বিশেষজ্ঞ মহলের প্রশংসাও পেয়েছেন বারবার। আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ান ডে টিমে রোহিতের পাশাপাশি জায়গা পেয়েছেন বিরাট কোহলি, শুভমন গিল, মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সামি। এই বর্ষসেরা টিমের মোট ৮-জন প্লেয়ার ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছেন। বাকি তিনজন সেমিফাইনাল। ১১ জনের বর্ষসেরা টিমে ৬ ভারতীয়কে বাদ দিলে ট্রাভিস হেড, ড্যারেল মিচেল, হেনরিখ ক্লাসেন, মার্কো জানসেন, অ্যাডাম জাম্পা রয়েছে। এঁদের মধ্যে ট্রাভিস হেড, অ্যাডাম জাম্পা খেলেছেন বিশ্বকাপ ফাইনাল। পুরো বিশ্বকাপেই ভারতের দাপট ছিল বেশি। আইসিসির এই বর্ষসেরা টিমও সেই ভাবেই সাজানো হল।

পুরো টিম। রোহিত শর্মা (ক্যাপ্টেন), শুভমন গিল, ট্রাভিস হেড, বিরাট কোহলি, ড্যারেল মিচেল, হেনরিখ ক্লাসেন, মার্কো জানসেন, অ্যাডাম জাম্পা, মহম্মদ সামি, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সামি।

রিঙ্কুর জন্য পরিকল্পনা তৈরি বোর্ডের

মুম্বই, ২৩ জানুয়ারিঃ ভারতীয় ক্রিকেটে এমন উত্থান খুব কমই দেখা যায়। ধাপে ধাপে এগচ্ছেন রিঙ্কু সিং। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের গত মরসুমটাই যেন তাঁর কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে শেষ ওভারে টানা পাঁচ ছক্কা মেরে কেকেআর-কে অভাবনীয় জয় উপহার দেন রিঙ্কু সিং। সেটা যে কোনও ফ্লুক ছিল না আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই ধারাবাহিক পারফর্মার। টি-টোয়েন্টি, ওয়ান ডে অভিষেক হয়েছে। খুব তাড়াতাড়িই কি টেস্ট ক্যাপও উঠবে তাঁর মাথায়? দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে রিঙ্কু সিংকে ভারত এ দলে যোগ করা হয়। যদিও রিঙ্কুকে খেলানো হয়নি। তাঁকে টেস্ট স্কোয়াডের সঙ্গেই রেখে দেওয়া হয়েছিল।

পরিবর্ত ফিল্ডার হিসেবেও নামিয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। ভারতীয় দলে সেরা দুই ফিল্ডার নিঃসন্দেহে বিরাট কোহলি এবং রবীন্দ্র জাডেজা। সেই তালিকায় যোগ হয়েছে রিঙ্কু সিংয়ের নামও। রিঙ্কু যে শুধু সাদা বলেই সাফল্য পেয়েছেন, তা নয়। লাল বলের ঘরোয়া ক্রিকেটেও নজর কেড়েছেন। বোর্ড তাঁকে নিয়ে বড় কিছুই পরিকল্পনা করছে কি? ইঙ্গিত তেমনই। ইংল্যান্ড এ দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় চারদিনের ম্যাচের জন্য রিঙ্কু সিংকে ভারত এ দলে যোগ করা হয়েছিল। হঠাৎই সিদ্ধান্ত বদল। তড়িঘড়ি তাঁকে যোগ করা হল দ্বিতীয় ম্যাচের জন্যই।

এ বার আর মুম্বইয়ে নয়, ডব্লুপিএল-এর পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করল বোর্ড

মুম্বই, ২৩ জানুয়ারিঃ উদ্বোধনী উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ সীমাবদ্ধ ছিল মুম্বইয়েই। এ বার আর মুম্বই নয়। মেয়েদের লিগকে ছড়িয়ে দিতে মরিয়া ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। উদ্বোধনী সংস্করণেই সাফল্যের মুখ দেখেছিল উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ। তবে টুর্নামেন্টের সাফল্য দীর্ঘমেয়াদী করতে হলে দেশের অন্যত্রও ম্যাচ দিতে হবে। বোর্ড সেটাই করল। ২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় সংস্করণ। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে নতুন মরসুম শুরু হবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ম্যাচ দিয়ে। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন মুম্বই খেলবে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে। ম্যাচটি বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। এ বারের উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ হবে দুটি শহরে। দিল্লি ও বেঙ্গালুরুতে। উদ্বোধনী ম্যাচ চিন্নাস্বামীতে, ফাইনাল হবে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। নতুন দু-জায়গায় ম্যাচ হওয়ায় উচ্ছ্বসিত ক্রিকেট প্রেমীরা। বিশেষ করে দিল্লি ক্যাপিটালস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের সমর্থকদের কাছে বাড়তি উচ্ছ্বাসের বিষয়। প্রতিযোগিতার ফর্ম্যাটে অবশ্য কোনও বদল থাকছে না। রাউন্ড রবিন ফর্ম্যাটে হবে খেলা। লিগ টেবলে প্রথম স্থানে থাকা দল সরাসরি ফাইনালে যাবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে থাকা দলের মধ্যে এলিমিনেটর ম্যাচ। জয়ী দল ফাইনালে, পরাজিত দলের অভিযান সেখানেই শেষ। প্রতিটি ম্যাচই হবে সন্ধে ৭.৩০ থেকে।

ডব্লুপিএল-এর পূর্ণ সূচি। ● ২৩ ফেব্রুয়ারি- মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস, বেঙ্গালুরু ● ২৪ ফেব্রুয়ারি-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর বনাম ইউপি ওয়ারিয়র্স, বেঙ্গালুরু ● ২৫ ফেব্রুয়ারি-গুজরাট জায়ান্টস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, বেঙ্গালুরু ● ২৬ ফেব্রুয়ারি-ইউপি ওয়ারিয়র্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস, বেঙ্গালুরু ● ২৭ ফেব্রুয়ারি-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর বনাম গুজরাট জায়ান্টস, বেঙ্গালুরু ● ২৮ ফেব্রুয়ারি-মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম ইউপি ওয়ারিয়র্স, বেঙ্গালুরু ● ২৯ ফেব্রুয়ারি-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস, বেঙ্গালুরু ● ১ মার্চ- ইউপি ওয়ারিয়র্স বনাম গুজরাট জায়ান্টস, বেঙ্গালুরু ● ২ মার্চ-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, বেঙ্গালুরু ● ৩ মার্চ-গুজরাট জায়ান্টস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস, বেঙ্গালুরু ● ৪ মার্চ-ইউপি ওয়ারিয়র্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, বেঙ্গালুরু ● ৫ মার্চ-দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, নয়াদিল্লি ● ৬ মার্চ-গুজরাট জায়ান্টস বনা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, নয়াদিল্লি ● ৮ মার্চ-দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম ইউপি ওয়ারিয়র্স, নয়াদিল্লি ● ৯ মার্চ-মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম গুজরাট জায়ান্টস, নয়াদিল্লি ● ১০ মার্চ-দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, নয়াদিল্লি ● ১১ মার্চ-গুজরাট জায়ান্টস বনাম ইউপি ওয়ারিয়র্স, নয়াদিল্লি ● ১২ মার্চ-মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, নয়াদিল্লি ● ১৩ মার্চ- দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট জায়ান্টস, নয়াদিল্লি ● ১৫ মার্চ-এলিমিনেটর ম্যাচ, নয়াদিল্লি ● ১৭ মার্চ- ফাইনাল, নয়াদিল্লি

বড় চোট, আফ্রিকা নেশনস কাপ থেকে ছিটকে গেলেন সালাহ

ইজিপ্ট, ২৩ জানুয়ারিঃ মিশরের তারকা ফুটবলার মহম্মদ সালাহর চোট প্রথমে তেমন ভয়ঙ্কর মনে হয়নি। বলা হয়েছিল, আফ্রিকান নেশনস কাপের দুটি ম্যাচ মিস করলেও তাকে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে দলে পাবে মিশর। তবে এবার মিশরকে বড় দুঃসংবাদ দিলেন সালাহর এজেন্ট। তিনি জানিয়েছেন, পুরো আফ্রিকান নেশনস কাপের আসর থেকেই ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা সালাহর। সালাহর এজেন্ট রামি আব্বাস ইসা জানিয়েছেন, হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থেকে সেরে উঠতে ৩-৪ সপ্তাহ সময় লাগবে সালাহর। আফ্রিকান নেশনস কাপের বাকি ম্যাচগুলো মিস করার সঙ্গে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারির ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটিও মিস করতে পারেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড। চোট থেকে দ্রুত সেরে

উঠতে উন্নত চিকিৎসার জন্য এই সপ্তাহেই লিভারপুল যাওয়ার কথা সালাহর। সেখান থেকে চিকিৎসা শেষ করে সেমিফাইনালে যেন ৩১ বছরের এই তারকাকে দলে পায়, সেই প্রত্যাশা এখনও রয়েছে মিশর টিম ম্যানেজমেন্টের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে আব্বাস ইসার লেখেন, 'মহম্মদের চোট প্রথমে যেমন ভাবা হয়েছিল, তার চেয়েও বেশি গুরুতর। তিনি ২১-২৮ দিনের জন্য মাঠের বাইরে থাকবেন। ২ ম্যাচ নয়। তার আফ্রিকান নেশনস কাপে অংশগ্রহণের সেরা সুযোগ হল, ইংল্যান্ডে নিবিড় পুনর্বাসন এবং ফিট হওয়ার লড়াই করা।' এদিকে গতকাল রবিবার লিভারপুলের ম্যানেজার ইয়ুর্গেন ক্লপ জানিয়েছেন, চিকিৎসার জন্য সালাহ ক্লাবে ফিরবেন। কিন্তু আফ্রিকান নেশনস কাপের ফাইনাল যেহেতু ১১ ফেব্রুয়ারি হবে, আর চোট থেকে সেরে উঠতে যদি সালাহর ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ সময় লাগে, তাহলে আসরের বাকি অংশ মিস করবেন তিনি। তার ৬ দিন পর প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটিও খেলতে পারবেন না তিনি।

'ধারাভাষ্যকারদের দেওয়া হোক টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব', প্রস্তাব এবিডি'র

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ ক্রিকেট নিয়ে একটি পরামর্শ দিয়েছেন এবি ডি'ভিলিয়ার্স। ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম (ডিআরএস) নিয়মের অধীনে সিদ্ধান্তগুলো ধারাভাষ্যকারদের ভোটের মাধ্যমে নেওয়া হোক, এমন পরামর্শ দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকান কিংবদন্তি। ডি'ভিলিয়ার্স হুট করেই এই পরামর্শ দেননি। দক্ষিণ আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান কেভিন পিটারসেন পরশু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ (প্রাক্তন টুইটার) ক্রিকেট নিয়ে একটি পোস্ট করেন। পিটারসেন লিখেছেন, 'দু'বছর ধরে ধারাভাষ্যে বলেছি, ব্যাটসম্যান ১০০ মিটার দূরত্বের ছক্কা মারলে ১২ রান দেওয়া উচিত।' ডি'ভিলিয়ার্স পিটারসেনের এই পরামর্শকে 'দারুণ' বলার পাশাপাশি নিজেও পরামর্শও দিয়েছেন। পিটারসেনের পোস্টে মন্তব্যে নিজের মতামত দেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম অর্ধশতক, শতক ও ১৫০ রানের রেকর্ডধারী ডি'ভিলিয়ার্স। পিটারসেনের মতামতের সূত্র ধরে একটি বিষয় জানিয়ে রাখা ভালো, ১৯১০ সাল পর্যন্ত ব্যাটসম্যানরা বলকে বাতাসে ভাসিয়ে সীমানা পার করলে ইংল্যান্ডে ৪ রান এবং অস্ট্রেলিয়ায় ৫ রান দেওয়া হতো। বল স্টেডিয়াম পার হলেই শুধু ৬ রান দেওয়া হতো। এরপর নিয়ম পাল্টানো হয়। পিটারসেন নিজের সেই পোস্টে শেষ অংশে লিখেছেন 'নিয়মটা হওয়ার পথে...।' শেষ পর্যন্ত পিটারসেনের কথা সত্য হলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শত বছরের বেশি সময়ের আগের সেই স্মৃতি ফিরে আসতে পারে। পিটারসেনের পোস্টের সূত্র ধরে প্রথম মন্তব্যে ডি'ভিলিয়ার্স লিখেছেন, 'দারুণ পরামর্শ। আমি দুটো বিষয় নিয়ে

বলতে চাই। ১-১২ রান বেশি হয়ে যায়। ৮ কিংবা ৯ (রান) দেওয়া যায়। ৪ কিংবা ৬ থেকে এক লাফে ১২-তে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ২-অনেক দিন ধরেই বলছি, দূরত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে নিখুঁত হতে হবে (গলফের মতো)। যে কেউ বক্সে বসে আন্দাজে বলে দেবে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা অনেক দিন ধরেই আমাকে ভাবাচ্ছে।' ডি'ভিলিয়ার্স এরপর নিজের দ্বিতীয় মন্তব্যে ডিআরএসের ব্যাপারটি তুলে আনেন। তাঁর ভাষায়, 'শেষ পরামর্শ। ডিআরএস কিংবা কঠিন কোনও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তিনজন ধারাভাষ্যকারকে দায়িত্ব দেওয়া হোক, তাদের কথা সবাই শুনবে। আউট না নট আউট-এ বিষয়ে তিনজনের মধ্যে দ্রুত ভোটাভুটি হবে এবং তারপর সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। কঠিন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এমন কিছু খুব বিনোদনদায়ী হবে (যেমন ক্যাচের ক্ষেত্রে বল মাটিতে পড়েছে কি না)।' আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ডিআরএস আবেদনে সিদ্ধান্ত দেন তৃতীয় বা টিভি আম্পায়ার। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ধারাভাষ্য প্যানেলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আম্পায়ারিংয়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক খুব কম আছে। আর মুখোমুখি হওয়া দুই দলের প্রতিনিধিদের দিয়ে ডিআরএস ধারাভাষ্য প্যানেল গঠন করা হলে সেখানে ভোটাভুটি এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু হবে না। ডি'ভিলিয়ার্সের সেই পরামর্শে এমন প্রশ্নই তুলেছেন ক্রিকেটের ভক্তরা। একজন লিখেছেন, 'একবার ভাবুন, বিসিসিআইয়ের ধারাভাষ্যকারদের এই ক্ষমতা দেওয়া হলে...।' আরেকজনের প্রশ্ন, 'ধরুন অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড ম্যাচে দুজন অস্ট্রেলিয়া এবং একজন ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি কিংবা এর উল্টোটা হলো-তখন কী হবে?'

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শেষ চারে জকোভিচ

মেলবোর্ন, ২৩ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন নোভাক জকোভিচ। হারিয়ে দিলেন ২৬ বছর বয়সি টেলর ফ্রিজকে। জকোভিচ জিতলেন ৭-৬, ৪-৬, ৬-২, ৬-৩ সেটে। মেয়েদের সেমিফাইনালে উঠেছেন কোকো গফ। তিনি মার্তা কস্টিউককে হারিয়েছেন ৬-৭, ৬-৭, ৬-২ সেটে। মঙ্গলবার জকোভিচ প্রথম সেট জিতেছিলেন টাই ব্রেকারে। দ্বিতীয় সেটে হেরে

যান অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের এক নম্বর বাছাই। পরের দু'টি সেটে যদিও ফ্রিজকে উড়িয়ে দেন জকোভিচ। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম দু'টি রাউন্ডে একটি করে সেট হেরেছিলেন তিনি। তৃতীয় এবং চতুর্থ রাউন্ডে জিতেছিলেন স্ট্রেট সেটেই। কোয়ার্টার ফাইনালে ১০ বছরের ছোট ফ্রিজের বিরুদ্ধে একটি সেট খুইয়ে জিতলেন জকোভিচ। ১০ বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছেন জকোভিচ। এ বারেও জিততে হলে আর দু'টি ম্যাচে জয় দরকার তাঁর। সেমিফাইনালে কার বিরুদ্ধে খেলতে হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে ফাইনালে খেলতে হতে পারে কার্লোস আলকারাজ।

ধ্রুব নাকি ভরত, কে হবেন প্রথম টেস্টের কিপার?

হায়দরাবাদ, ২৩ জানুয়ারিঃ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদে প্রথম টেস্টে কাকে দেখা যাবে উইকেটের পিছনে? লোকেশ রাহুলকে টেস্টে স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবেই খেলানো হবে। কেএস ভরত কিংবা ধ্রুব জুরেলের মধ্যে কেউ একজন খেলবেন? কার দিকে পাল্লা ভারী? কী বললেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়? দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দুটো টেস্টেই কিপার হিসেবে খেলেছেন লোকেশ রাহুল। একই ভূমিকায় তাঁকে আর দেখা যাবে না। প্রেস মিটে কোচ রাহুল বলে দিলেন, ''দক্ষিণ আফ্রিকায় কিপার হিসেবে রাহুল চমৎকার পারফর্ম করেছে। সিরিজ ড্র করার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল ও। কিন্তু কিপার হিসেবে এই সিরিজে খেলবে না, এই ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে

ফেলেছি। টিমে দু'জন কিপার নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়া হবে একাদশে।'' ভারতীয় কোচ অবশ্য এটা পরিষ্কার করেননি, অভিজ্ঞ ভরত নাকি তরুণ ধ্রুবকে বেছে নেওয়া হবে প্রথম টেস্ট ম্যাচের জন্য। বিরাট না থাকায় ব্যাটিং যে হেতু গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে হায়দরাবাদে। সে ক্ষেত্রে হয়তো ২১ বছরের ডান হাতি ব্যাটার ধ্রুবের অভিষেক হতে পারে টেস্টে। কিপার হিসেবেও তিনি নিজেকে রঞ্জি ট্রফিতে প্রমাণ করেছেন। গত কয়েক বছরে যশস্বী জয়সওয়াল, ঈশান কিষাণ, মুকেশ কুমার, প্রসিধ কৃষ্ণাদের অভিষেক হয়েছে। তার মধ্যে যশস্বী, মুকেশ প্রত্যাশাপূরণ করতে পেরেছেন। বাকিরা সে ভাবে সাড়া ফেলতে পারেননি।

এবার হেরেই গেল মেসির মায়ামি

ডালাস, ২৩ জানুয়ারিঃ প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচে এবার হেরেই গেছে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি। শুক্রবার এল সালভাদরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করা

মেসিরা সোমবার রাতে হেরে গেছে এফসি ডালাসের কাছে। ডালাসের কটন বোল স্টেডিয়ামে তীব্র ঠান্ডার মধ্যে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে ৩ মিনিটেই এগিয়ে যায় ডালাস। ডালাসের গোলটি যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের খেলোয়াড় জেসুস ফেরেইরার। প্রীতি ম্যাচটিতে পুরো সময় অবশ্য খেলেননি মেসি। ৬৪ মিনিটে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কসহ লুইস সুয়ারেজ ও সের্হিও বুসকেতসকে তুলে নেন মায়ামির কোচ। দল হারলেও উঠে যাওয়ার আগে বেশ কয়টি সুযোগ তৈরি করেছিলেন মেসি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তো তাঁর ৩০ গজি ভলি বাঁচিয়ে দেন ডালাস গোলরক্ষক মার্তেন পেয়েস। প্রথমার্ধেও লুইস সুয়ারেজকে দিয়ে গোল করানোর সুযোগ তৈরি করেছিলেন মেসি। কিন্তু উরুগুইয়ান স্ট্রাইকারের ভলি চলে যায় গোল পোস্টের বাইরে দিয়ে। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে নতুন মরসুমে মেজর লিগ সকার (এমএলএস)। মেসিরা প্রথম ম্যাচটি খেলবে রিয়াল সল্ট লেকের বিপক্ষে। সেই ম্যাচের আগে আরও পাঁচটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে মায়ামি। যার প্রথম দুটি সৌদি আরবে। ২৯ জানুয়ারি প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ আল হিলাল। ১ ফেব্রুয়ারি খেলা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর আল নাসরের বিপক্ষে। মেসিরা এরপর হংকং ও জাপানে আরও দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলার পর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আর্জেন্টাইন ক্লাব নিওয়েলস ওল্ড বয়েজের বিপক্ষে খেলবে। ওই ম্যাচটি হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি।

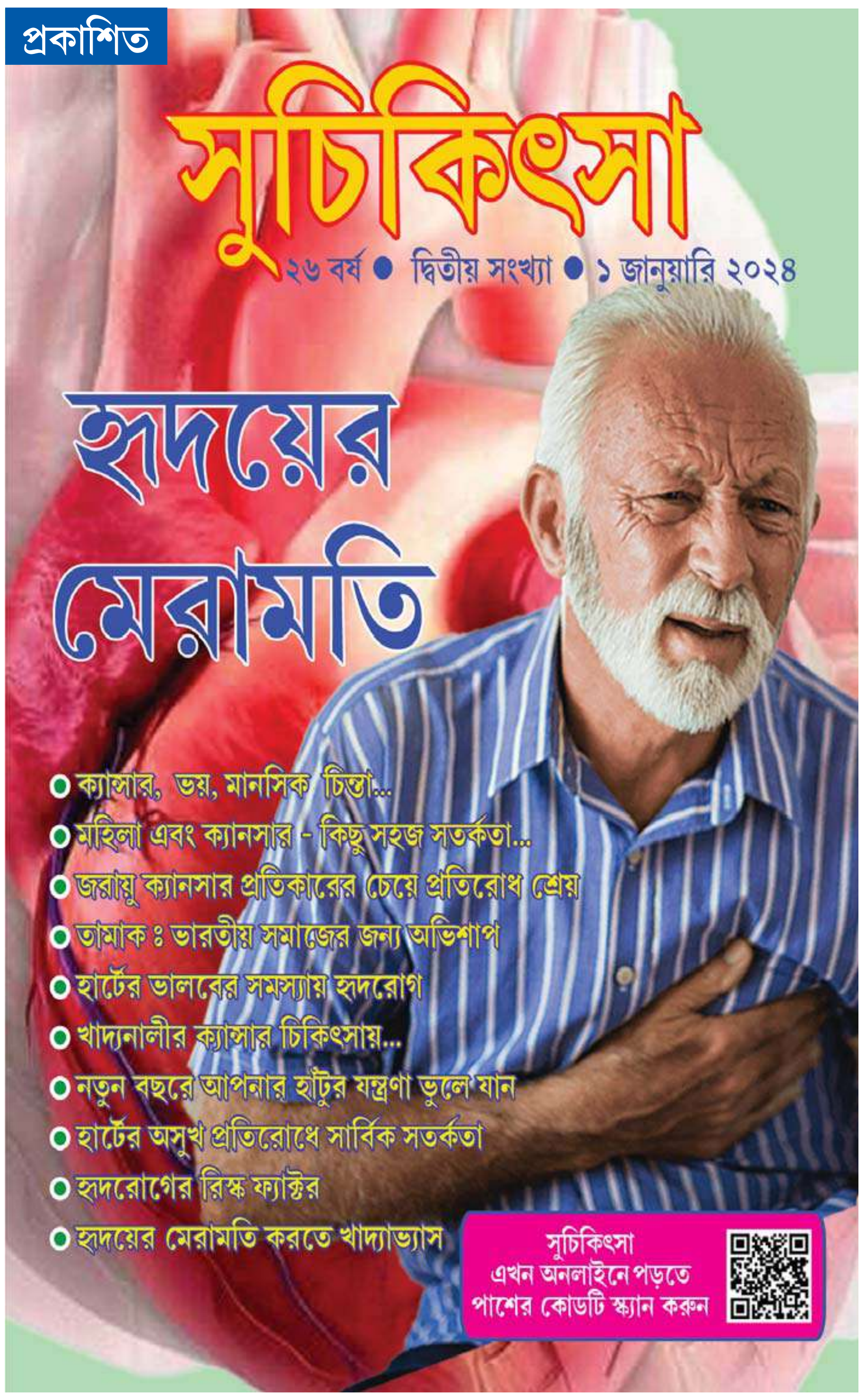

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com